আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থ

# কাঞ্চনমালা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,

সি আই ই প্রণীত।

ফাল্গুন, ১৩২২।

# উপহার পৃষ্ঠা
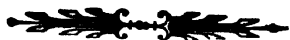
এই গ্রন্থখানি

আমার

---

প্রদত্ত হইল।

তারিখ } স্বাক্ষর

# ভূমিকা।

১২৯০ সালে যখন ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্গদর্শনে"র সম্পাদক তখন "কাঞ্চনমালা" "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশ হইয়াছিল। তাহার পর নানা-কারণে আমি অনেক দিন ধরিয়া বাঙ্গালা লিখি নাই; সুতরাং "কাঞ্চনমালা" প্রকাশের জন্য যত্ন করি নাই। কেন, কি বৃত্তান্ত—সে অনেক কথা—বলিয়া কাজ নাই। এতকালের পর আধুলি-গ্রন্থমালা-প্রকাশক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহা পুনরায় প্রকাশ করিতে চাওয়ায় আবার প্রকাশ করা গেল। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহাদের জন্য এই পুস্তক লেখা হইয়াছিল তাঁহাদের নাতিরা এই পুস্তক কি চক্ষে দেখিবেন বলিতে পারি না।

২৬, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্। শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
কলিকাতা, ১লা ফাল্গুন, ১৩২২।

# মুখবন্ধ

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থ "কাঞ্চন-মালা" প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণের সূচনা হইতেই আমরা বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের নিকট হইতে আশাতীত উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছি। সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, আমাদের এ চেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। যদি কখনও সে শুভ দিন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত শ্রম ও আর্থিক ক্ষতির পূরণ হইবে, এই আশার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। এই গ্রন্থমালার পঞ্চম গ্রন্থ, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্ প্রণীত "বিবাহবিপ্লব" আগামী মাসে প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশক।

# কাঞ্চনমালা।

# প্রথম পরিচ্ছেদ

( ১ )

দুইটি ফুল, সমান ফুটিয়াছে, সমান হাসিতেছে, গন্ধে চারিদিক আমোদ করিতেছে। পাশাপাশি ফুটিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গন্ধ ছড়াইতেছে, আর হাসিভরে একবার এ ওর গায়ে পড়িতেছে, একবার ও এর গাযে পড়িতেছে। একবার এ উহাকে পাপড়ী দিয়া মারিতেছে, ও আবার তাহার শোধ দিতেছে। বাতাস ইহাকে উহার গায়ে ফেলিয়া দিতেছে। বাতাস থামিলে ও আবার ইহার গায়ে পড়িয়া সরিয়া যাইতেছে। কেমন সুন্দর! এরূপ সম-বিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমগন্ধামোদিত, সমান কুসুম-দ্বয়ের মিলন কেমন সুন্দর!

আবার দুইটী পাখী,—সুন্দর, সুরস—সুকণ্ঠ,—সুপুষ্ট,—ও সুহৃষ্ট,—যখন মদভরে খেলা করে তখন উহারা কেমন সুন্দর! এই উড়িতেছে, এই পড়িতেছে, এই বসিতেছে, আবার উড়িতেছে, একবার দেখিতে না পাইলেই করুণস্বরে বন পূরিয়া ডাকিতেছে, আবার দেখা হইলেই ঠোক্‌রাইতেছে, কেমন? এমন দুটী পাখীর মিল কেমন সুন্দর!

পাখী ও ফুলের মিল সুন্দর বটে, কিন্তু যদি ঐরূপ সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমসুরভি মানুষের মিল হয়, তাহার চেয়ে সুন্দর জিনিষ পৃথিবীতে আর আছে কি? সুন্দর—সুস্থ,—সবল,—সতেজ,—সুশিক্ষিত,—সুবংশজাত,—কলাকোবিদ দুটী মানুষের যদি মিল হয়, তবে তাহা কবির বড় লোভনীয় হয়। তাহার উপর আবার যদি তাহাদের দুইটী হৃদয়ের মিল হয়, যদি সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমসুরভি, হৃদয়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মিল

হইয়া যায়, তবে দেবতারাও তাহা স্বর্গ হইতে দেখেন।

এমন মিল কেহ কোথাও দেখিয়াছ কি? হৃদযে হৃদয় প্রেমডোরে বাঁধা দেখিয়াছ কি? নয়নের আড় হইলে হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায় দেখিয়াছ কি? নয়নে নয়নে এক হইলে প্রাণ কাড়িয়া লয় দেখিয়াছ কি? দেখিলে বাক্‌শক্তি থাকে না দেখিযাছ কি? না দেখিলে সব অন্ধকার হয় দেখিয়াছ কি? নয়নে শরৎ জ্যোৎস্না, কর্ণে সুধাধারা, স্পর্শে অমৃতহ্রদ, আর হৃদয়ে মহামোহ, এমন মিল দেখিযাছ কি? অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ বারিধির সহিত অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ আকাশের মিল দেখিয়াছ কি? তেমনি অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, প্রেমরাশির সহিত অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, প্রেমরাশির মিল দেখিয়াছ কি? যখন আবার সেই অপার, অগাধ, অনন্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, প্রেম-

রাশিদ্বয় পরস্পর সংঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়, তখন সেই অনন্ত সমুদ্রে আকাশস্পর্শী তরঙ্গ উঠে দেখিয়াছ কি? আবার যখন অদর্শনে অনন্ত আকাশে ভীষণ ঝটিকা উঠে, যখন ঝটিকায় অনন্ত আকাশ ও অনন্ত সমুদ্রে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড উপস্থিত করে, তখন দেখিয়াছ কি?

দেখিবে কোথা হইতে? অবোধ মানুষ আহারের জ্বালায় ব্যস্ত, এরূপ দেবদুর্ল্লভ প্রেমরাশি কোথা হইতে দেখিবে? পৃথিবীতে এরূপ অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, প্রেমরাশি কদাচ কখন মিলে বলিয়া কবিরা লেখেন বটে, কিন্তু কাজে মিলে না।

একবার মিলিয়াছিল। দুইহাজার বৎসর আগে পাটলীপুত্র নগরে একবার মিলিয়াছিল, সেইখানে একবার দেখিয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার সময়, গঙ্গার তীরে অশোক রাজার প্রমোদ কাননে, এইরূপ দুইটী হৃদয় মিলিতে দেখিয়াছিলাম।

( ২ )

একটী রমণী অপরটী পুরুষ। দাঁড়াইয়া মালা গাঁথিতেছেন। উভয়ের মধ্যে অগাধ পুষ্পরাশি; মল্লিকা, মালতী, যূতি, জাতি, সেফালিকারাশির দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই জনে মালা গাঁথিতেছেন। উভয়ের রূপরাশি পুষ্পরাশিতে প্রতিফলিত হইতেছে। পুষ্পরাশির রূপরাশি উভয়ের কমনীয় শরীর-প্রভায় প্রতিফলিত হইতেছে। জ্যোৎস্নাময় পুষ্পরাশিতে প্রেমিক যুগলের জ্যোৎস্নাময় লাবণ্য পতিত হইয়া, শাদার উপর শাদা, তাহার উপর শাদা মিশাইতেছে। তরল দীপ্তির উপর তরল দীপ্তি, তাহার উপর, তরল দীপ্তি, পড়িয়া মিশিয়া তরলতর তরলতম হইয়া যাইতেছে। যুবকের উজ্জ্বল, শ্যামল, দীর্ঘ, কর্ণান্তবিশ্রান্ত নয়ন একবার মালায় আর একবার যুবতীর মুখে পড়িতেছে।

নয়নের গতি কখন অলস কখন চঞ্চল হইতেছে। অলস,—অথচ মধুর; চঞ্চল—অথচ মধুর, সদা সর্ব্বদাই মধুর। দৃষ্টি "অলস বলিত মুগ্ধ স্নিগ্ধ নিস্পন্দ, মন্দ"; অলস অথচ মধুর; বলিত কুঞ্চিত, অথচ মধুর; মুগ্ধ,—হৃদয়ের মোহব্যঞ্জক,—অথচ মধুর, স্নিগ্ধ, স্নেহ পরিপূর্ণ, অথচ মধুর; নিস্পন্দ, অথচ মধুর; মন্দ—ধীর গতি,—অথচ মধুর; ডাগর ডাগর চক্ষু মধ্যে, গাঢ়ান্ধকারময় স্থানের ভিতর দিয়া এক একবার বিদ্যুৎ ঝলসিতেছে। প্রতিনয়ন-নিপাতে প্রণয়িনীর উপর স্নেহ, মমতা, প্রেম, বিকীর্ণ করিতেছেন। নয়ন দিয়া হৃদয় যেন গলিয়া প্রাণেশ্বরীকে স্নান করাইয়া দিতেছে।

যুবতীও মুগ্ধ, সুন্দর ও কমনীয়। তিনি আপন মনে মালা গাঁথিতেছেন। আর মনে মনে কি ভাবিতেছেন। কি ভাবিতেছেন কেমন করিয়া জানিব, বোধ হয় প্রাণনাথের অপরিমেয়, অজেয়, অক্ষুব্ধ, প্রেমরাশির কথা ভাবিতেছেন। নহিলে

তাঁহার কোমল, চিক্কণ, মার্জ্জিত, মহামূল্য মণিমনো-হর কপোলে মধ্যে মধ্যে রক্তিমোদয় হইতেছে কেন? তিনি এক একবার তাঁহার প্রিয়তমের দিকে চাহিতেছেন কেন? তাঁহার চাহনি বড় চমৎকার, তিনি চঞ্চলসুন্দরীর ন্যায় আড়ে আড়ে চাহিতেছেন না; একবার চাহিয়াই চক্ষু ফিরাইতে-ছেন না; যখন চাহিতেছেন উজ্জ্বল ও বৃহৎ চক্ষু মেলিয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিতেছেন; যেন এক তান মনে, প্রাণ ভরিয়া, নয়ন চকোরকে প্রিয় বক্ত্র-সুধা পান করাইতেছেন।

তাঁহাদের কাজ দেখিয়া বোধ হইতেছে একটু ত্বরা আছে, মালা গাঁথিতে দুইজনেই ক্ষিপ্র-হস্ত। দেখিতে দেখিতে ফুল অর্দ্ধেক হইয়া দাঁড়া-ইল। তখন যুবক আপন হস্তস্থিত মালা গুলি যুবতীর মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে পরাইয়া দিলেন। যুবতীও আপন মালাগুলি যুবকের মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে পরাইয়া দিলেন, সেই সময়ে যুবক রমণীর

চিবুক ধরিয়া তুলিলে যুবতী দেখিলেন, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে; যুবক দেখিলেন, মাটীতে চাঁদ উঠিয়াছে। দুইজনেই দেখিলেন, দুইজনেই মুগ্ধ হইলেন, নয়ন ভরিয়া দেখিলেন, তৃপ্ত হইলেন না। যুবক মুখ অবনত করিয়া আনিতেছেন, এমন সময় যুবতী হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—

"আকাশের দিকে দেখিতেছ না? আর যে বেলা নাই, মালা গাঁথিয়া শীঘ্র শীঘ্র সাজিয়া লইতে হইবে।"

যুবক "তাহোক্" বলিয়া বাহুযুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া বারম্বার যুবতীর বিম্ববিনিন্দিত, কোমল, মসৃণ, রসপরিপূর্ণ অধরের উপর, আপনার বিম্ব বিনিন্দিত, কোমল, মসৃণ, রসপরিপূর্ণ অধর স্থাপন করত তাঁহাকে ছাড়িয়া আবার মালা গাঁথিতে গেলেন। যুবতীও একটু অপ্রতিভ হইয়া আবার মালা গাঁথিতে গেলেন।

( ৩ )

মালা গাঁথিতেছেন। এক হস্তে সূচি ও সূত্র, অন্য হস্তে ফুল। টুপ টুপ করিয়া তুলিতেছেন ও পরাইতেছেন, যেটীব পর যেটী বসিবে, যেটীর পর যেটী বসিলে সুন্দর দেখাইবে, সেটী ঠিক সেইটীর পর সেইরূপেই বসিতেছে। উভয়েই কৃতকর্ম্মা, এজন্য ফুল তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইতেছে না। একছড়া মালা হইল সরু যুঁইফুলের, এক ছড়া মোটা মল্লিকার, একছড়া ছোট কুঁদ-ফুলের। কোন ছড়ায় দুই প্রকার ফুল, কোন টীতে তিন প্রকার, কোনটীতে চারিপ্রকার! লাল, নীল, সবুজ পুষ্প, কেয়ারিতে কেয়ারিতে সাজান হইতে লাগিল। যুবকের মস্তকে যুঁইএর গড়ে, তাহার পার্শ্ব হইতে কর্ণবিলম্বী দুই ছড়া ছোট ছোট মালার আগায় ভূমিচম্পক

দুলিতেছে। তিনি যতবার হাত নাড়িতেছেন, ভূমিচম্পক ততবার তাঁহার নাকের উপর পড়িয়া তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় শীতল করিয়া দিতেছে।

রমণীর অঙ্গে সমস্ত পুষ্প আভরণ, পুষ্পের কঙ্কণ, পুষ্পের মুকুট, পুষ্পের হার, পুষ্পের অঙ্গদ, পুষ্পের অবতংস, পুষ্পনির্ম্মিত গ্রীবা-ভূষণ। তিনি মালা গাঁথিতেছেন, আর সেইগুলি নড়িতেছে, দুলিতেছে। পুষ্পরাশি যত কমিয়া আসিতেছে, দুজনে তত নিকট হইতেছেন, ততই কাছে আসিতেছেন। এক এক-খানি গহনা গাঁথা হইতেছে, আর উহা যথাস্থানে পরান হইতেছে, আর দেখা হইতেছে। একে ত যখনই দেখা যায় তখনই নূতন, তাহাতে আবার নূতন নূতন গহনা, বড়ই নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে যত পুষ্পরাশি ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, প্রণয়ি-যুগল ততই বসিতে লাগিলেন। মনে মনে বাসনা, সমস্ত পুষ্পাভরণ প্রস্তুত হইলে খানিক দুজনে একটু গল্প করিয়া যান; দুইজনে সেই পুষ্পাভরণে ভূষিত

হইয়া একবার কাছে কাছে বসিয়া, গাছ, পালা, বন, জঙ্গল, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি পার্থিব সমস্ত ব্যাপার ভুলিয়া স্বর্গের উপর স্বর্গ, তাহার উপর স্বর্গ, তাহার উপর যে স্বর্গ আছে, একবার সেহ স্বর্গীয় লোকের মত "প্রেমে সুখে মোহে আর মোহিনীতে মজিয়ে" কিছুকাল মনুষ্য জীবনে দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য, সুখস্বপ্নবৎ অবস্থায় মৃদু মৃদু আলাপ করেন। আলাপ বলিব, না রসালাপ? ছি! রসালাপ! অশোক রাজার প্রিয়পুত্র, প্রধান সেনাপতি, অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কলাভিজ্ঞ, ধর্ম্মানুরাগী কুণাল, রমণীকুলচূড়া, সুশিক্ষিতা, সুপণ্ডিতা, প্রেমপূর্ণহৃদয়া, কাঞ্চনমালার সঙ্গে রসালাপ করিবে? কুৎসিত নায়ক নায়িকাবৎ কদর্য্য ভাবের অথবা কদর্য্যভাবব্যঞ্জক কথায় ঠাট্টা-তামাসা করিবে? আমার ত এমন বোধ হয় না। যদি তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইত, যদি তাহারা সেই-রূপ আলাপ বা রসালাপ করিতে পারিত, তবে বুঝিতাম, লিখিতেও পারিতাম কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

কিন্তু এখনও ফুলধনু প্রস্তুত হয় নাই, এখনও পঞ্চ-শর প্রস্তুত হয় নাই, এখনও কাঞ্চনমালার মুকুটের মাথার ফুলের থোব্‌না প্রস্তুত হয় নাই, ফুল ফুরাইয়া গেল।

( ৪ )

সন্ধ্যা প্রায় উপস্থিত; সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ হইয়াছেন, এখনও ডুবেন নাই। মৃদু পবন হিল্লোলে গঙ্গাতরঙ্গ দুলিতেছে ও খেলিতেছে। কিন্তু ফুল ফুরাইয়াছে, সন্ধ্যার একটু পরেই তূর্য্যধ্বনি হইবে; সেই সময় সকলকে সাজিয়া ললিত বিস্তরের অভিনয়ে উপস্থিত হইতে হইবে। কিন্তু সাজা এখনও হয় নাই, ফুলও ফুরাইয়াছে। এই কার্য্য উপলক্ষে বাগানের অর্দ্ধস্ফুটিত কোরক পর্য্যন্ত তোলা হইয়াছে, আর ফুল বাগানে নাই। কুণাল ও কাঞ্চনমালা চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন নবদূর্ব্বাদলময় সমতল ভূভাগ, তাহার উপর দূর্ব্বা পুষ্প সুধাময় শ্বেতকান্তি দুলাইয়া নমিয়া নমিয়া পড়িতেছে; দেখিলেন, অশোক, কিংশুক, বক, বকুল, নাগ, পুন্নাগাদি বৃক্ষসমূহ বায়ুভরে নড়িতেছে, দেওদার জাতীয়

নানা বৃক্ষ শোঁ শোঁ করিয়া শব্দ করিতেছে। বক্ষঃস্থলে ছায়াকাশ ধারণ করিয়া গঙ্গাবক্ষঃ প্রেমভরে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তদুপরি ক্ষুদ্র নৌকা সমূহ সারি দিয়া পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় যাইতেছে, নাবিকেরা প্রাণ খুলিয়া গাইতে গাইতে যাইতেছে, তাহার স্বরের দূরস্থ তরঙ্গ, গঙ্গা সমীরণে শীতল হইয়া মৃদু মৃদু কাণে লাগিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের একটু উৎকণ্ঠা থাকায় তাঁহারা ইহার তত মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা দ্রুতপদে লতা, কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, পুষ্প-বৃক্ষাদি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, পুষ্প কোথাও পাইলেন না। সময় যত বহিয়া যাইতে লাগিল, ততই একটু একটু করিয়া উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উৎকণ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটু ত্বরাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা গাত্রস্থিত পুষ্পাভরণ সকল মোচন করিয়া নিকটস্থ সংমর্ম্মর নির্ম্মিত মঞ্চে রাখিলেন। কাঞ্চনমালার অলঙ্কারগুলি বামে ও কুণালের গুলি দক্ষিণে রক্ষিত হইল; তখন উভয়ে

একটুকু উত্তর মুখে গেলেন। তথায় নিকটে কৃত্রিম শৈলের প্রতি তাঁহাদের নয়ন পড়িল। তখন কাঞ্চন-মালা বলিলেন,—

"যাহারা পুষ্পচয়ন করিয়াছিল তাহারা বাগানের ফুলই তুলিয়াছে। বোধ হয়, দুরারোহ বলিয়া এই শৈলশিখরস্থিত পুষ্প চয়ন করে নাই। উহার উপর গেলে নিশ্চয়ই ফুল পাইব।"

কুণালও সম্মত হইলেন। তখন উভয়ে শৈল আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন।

যে দুইটী পথ শৈল বেষ্টন করিয়া বরাবর উপরে উঠিয়াছে তাহার একটীর পার্শ্বে অত্যন্ত বন হইয়াছে। ঘাস, লতা, ফুল গাছ প্রভৃতি এত ঘন হইয়া দাঁড়াই-য়াছে যে কিছুই দেখা যায় না। এইটী কিছু অধিক খাড়াই, অতএব ইহা দ্বারা শীঘ্র উঠিতে পারিবেন ভাবিয়া উভয়ে ঐ পথই অবলম্বন করিলেন। দুই এক পা উঠিতে না উঠিতেই নিবিড় লতান্তরাল হইতে কুপিতফণিফণার ঘোরগর্জ্জনবৎ কি শব্দ

শুনিতে পাইলেন। কিন্তু ত্বরাপ্রযুক্ত তাঁহারা কেহই উহার প্রতি কোন লক্ষ্য করিলেন না। কিছু দূর উঠিয়াই দেখিলেন কোথাও একটা পাতা ছেঁড়া, কোথাও একটা ডাল ভাঙ্গা, কোথাও দুটী পুষ্প দলিত। দেখিয়া কাঞ্চন বলিল "বুঝি কে এইমাত্র এখানে আসিয়াছিল।" আরও কিছু দূর উঠিয়া এক-স্থানে দেখিলেন, একটী ডালে একেবারে পাতা নাই। পাতাগুলি যেন পদদলিত দেখিয়া কুণাল বলিলেন, "যে আসিয়াছিল সে বোধ হয় এইখানে বসিয়া বা দাঁড়াইয়াছিল।" আর একটু উপরে উঠিয়াই দেখিলেন কাঞ্চন যাহা বলিয়াছিল তাহা ঠিক, পুষ্পচয়নকারীরা এতদূর উঠে নাই। রাশি রাশি পুষ্প শৈলাগ্রদেশ পর্য্যন্ত ফুটিয়া যেন আকা-শের লঘু বায়ুকেও সৌরভময় করিয়া তুলিতেছে। তখন কাঞ্চন আপন অঞ্চলে এবং কুণাল উত্তরীয়ে পুষ্প তুলিয়া রাখিতে লাগিলেন। উভয়ে পুষ্পচয়নে ক্ষিপ্রহস্ত,—ফুলচয়ন বড় সোজা, টানিয়া ছিঁড়িতে

হয় না, হাত দিলেই খসিয়া যায়—অমনি ধরেন, আর যথাস্থানে রাখেন। এই ফুল, এই ফুল, এই ফুল, দুটীতে নড়িয়া নড়িয়া যাইতেছেন আর ফুল তুলিতেছেন। নাচ ইহার কাছে কোথায় লাগে? হে নৃত্যকলাকোবিদত্বগর্ব্বকারিণী বঙ্গীয় নৃত্যেশ্বরীগণ! তোমরা যদি তাহাদের দুজনের সে দিনকার ফুল তোলা দেখিতে, তোমাদের নৃত্যগর্ব্ব কোথায় থাকিত? এই এখানে, আবার পাহাড়ের আড়ালে, আবার উপরে, আবার পার্শ্বে। কুণাল যেমন সময়ে সময়ে আপন মনোমধ্যে দেখিতেন, এই এই আসে যায়, থাকে না তিলেক, এখানেও সেইরূপ দেখিতে লাগিলেন। উভয়েই বিদ্যুৎবৎ চঞ্চল পদে চলিতেছেন, আর তর তর করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছেন, আব ফুল তুলিতেছেন। অত দ্রুত না কাঞ্চন, অত দ্রুত না কুণাল, একবার একটু থাম, আমি একবার তোমাদের এই অবস্থার চিত্র লিখিয়া লই। না, তোমরা থামিবে না। বুঝিয়াছি তোমাদের

ত্বরা আছে। যাও, শীঘ্র পুষ্প চয়ন করিয়া ধনুক বাণ আর থোপনাটী তৈয়ারি করিয়া লও। দাঁড়াইও না, যে মহৎ কর্ম্মের জন্য তোমরা আজি উদ্যোগী, বিধর্ম্মী ব্রাহ্মণের যদি আশীর্ব্বাদ গ্রাহ্য হয়, আশীর্ব্বাদ করি, কৃতার্থ হইয়া জগৎকে কৃতকৃতার্থ কর।

ক্রমে ফুল তুলিতে তুলিতে অপ্সরার ন্যায়, প্রোজ্জ্বলকান্তি দেব দেবীর ন্যায়, কুণাল ও কাঞ্চনমালা পর্ব্বতের শিখরারোহণ করিলেন। তথায় উপবেশনার্থ যে সুন্দর মর্ম্মরখণ্ড পাতিত ছিল, তথায় বসিয়া অঞ্চল ও উত্তরীয়স্থিত পুষ্প লইয়া ত্বরায় অভিলষিত ধনুর্ব্বাণাদি প্রস্তুত হইল। গগনে বিষমমণ্ডল রাজহংস ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার দুগ্ধফেনধবল কিরণমালা বসুধাকে স্নাপিত করিয়া দিতে লাগিল। শৈত্যসৌগন্ধমান্দ্যময় মলয় সমীর দক্ষিণদিক হইতে গঙ্গা পার হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে শীতল করিতে লাগিল।

কুণাল তখন বলিতে লাগিলেন, "কাঞ্চন, আমি যখন যখন এই শৈলশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হই, তখনই আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ে।"

কা। তুমি আমায় এখানে আর আসিতে দিবে না, তাহারই যোগাড় করিতেছ।

কু। না কাঞ্চন! এখানে আসিলেই সেই কথা মনে পড়ে, যেদিন গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে মৃগয়া করিতে গিয়া—

কা। আমি কাণে আঙুল দিলাম, ও কথা আমি শুনিব না।

কু। কেন কাঞ্চন, যেদিন আমার ধর্ম্ম লাভ হয়, যে দিন আমার প্রাণ লাভ হয়, যেদিন আমার তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সে দিনের কথা শুনিতে তোমার এত অনিচ্ছা কেন, কাঞ্চন?

কাঞ্চন মৃণালকোমল বাহুযুগলে কুণালের কণ্ঠ জড়াইয়া বিহ্বলভাবে বলিল, "কণ্ঠরত্ন! যাহাতে

তোমার এত আমোদ তাহা শুনিতে কি আমার অনিচ্ছা হইতে পারে? তবে"—

কু। তবে তোমার অনেক প্রশংসার কথা আছে বলিয়া তুমি শুনিতে রাজী নহ।

কা। তা কেন?

কু। তবে কি?

কা। তুমি আমার কথা কেন বলিবে? তুমি তোমার কথা বল।

কু। তা কি হয়, কাঞ্চন, সেইদিন থেকে আমার কথা বলিলেই তোমার কথা, তোমার কথা বলিলেই আমার কথা—

কা। হবে বই কি? বলিবে বল। তোমার কথা তুমি বল, আমার কথা তাহার পর আমি বলি।

কু। আচ্ছা বেশ! প্রায় আট বৎসর হইল ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমার দিন আমি শীকার করিতে করিতে গয়াশীর্ষ পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিলাম। তথা

হইতে দেখিলাম একটী ব্যাঘ্রদম্পতী এক জায়গায় রহিয়াছে। আমি একেবারে অশ্বপৃষ্ঠে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর ব্যাঘ্র-দিগের খরনখরপ্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া আছি, স্বপ্নবৎ বোধ হইল, যেন এক প্রাচীন ঋষির আদেশে ব্যাঘ্রেরা, পালিত-কুকুরের মত তাঁহার গা চাটিতে লাগিল। তখন তিনি অপ্সরানিন্দিত রূপমাধুরী একটী দেবকন্যাকে আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। কন্যা আমায় বক্ষঃস্থলে রাখিয়া আস্তে আস্তে একটি বৃহৎ বট বৃক্ষের মূলে শয়ন করাইল। তখন আমার চৈতন্য হইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখি, সত্য সত্যই সেই বটবৃক্ষ, সত্য সত্যই সে অপ্সরানিন্দিত রূপমাধুরী কন্যা, আর সত্য সত্যই সেই ঋষি-তুল্য সিতশ্মশ্রু স্থবিরবর রক্তাম্বরপরিধায়ী। তাঁহার দুই দিকে দুইটি ব্যাঘ্র। তিনি স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্তবে আমার মন

গলিয়া যাইতে লাগিল। আমি তাঁহার বাটী রহিলাম। আহা! তেমন সুখের দিন কি আর হইবে! তাহার পর আমি একদিন সেই অপ্সরার সহিত গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে গেলাম, সে কত কি বলিল। রোজ সেইখানে বেড়াইতে যাইতে লাগিলাম। ঋষি-প্রবর্ত্তনায়, অপ্সরার প্ররোচনায় ও নিজের মনের আবর্ত্তনায়, সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারিলাম, ঐহিক ভিন্ন অন্য পদার্থ আছে। ভোগ ভিন্ন জগৎ চলে, আকাঙ্ক্ষা অনেক উচ্চে উঠিতে পারে, অনেক সুন্দর হইতে পারে। ক্রমে সেই ঋষির অনুকম্পায় আমার ত্রিরত্ন লাভ হইল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমা হেন চতুর্থ রত্ন লাভ করিলাম।

কা। আর কত বলিবে?

কু। তাহার পর ধর্ম্ম ত্যাগ করায় পিতা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেন, কত দেশে কত অবস্থায়ই ঘুরিয়াছি, কিন্তু দেখিলাম গৃহে বনে

শ্মশানে মশানে গাছতলায় পালঙ্কে তুমি সকল অবস্থাতেই সমান।

কা। সে কাহার গুণ? তোমার না আমার?

কু। আজ এই পাহাড়ে উঠিয়া পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল। যেদিন ত্রিরত্ন লাভ হয়, যেদিন তোমায় লাভ হয়, যেদিন ঐহিক পারত্রিক সুখের বীজ বপন হয়, আজি সেই দিন স্মরণ হইতেছে; কারণ, সে একদিন ছিল, আর এ আর একদিন; বল দেখি তোমার কোন্‌টি ভাল লাগে, কাঞ্চন?

কা। যখন রোজ রোজ বনে ও পাহাড়ে তোমায় দেখিতাম, তুমি বাঘ শিকার করিতে, বাঘের পীঠে বর্শা ফুটাইয়া দিয়া তাহারই উপর আরোহণ করিয়া পর্ব্বতচূড়া হইতে পর্ব্বতচূড়ায় গমন করিতে, তোমায় দেখিতাম আর পিতার সহিত সদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকিতাম, সে সময়ের কথা মনে হইলে সত্য সত্যই আনন্দ হয়। তুমি তখন

আমার প্রতি কত সদয় ছিলে, পরিচয় ছিল না অথচ বোধিবৃক্ষমূলের নিকটে আসিলে আমার সঙ্গে দুই চারি দণ্ড গল্প না করিয়া যাইতে না। সে এক দিনই ছিল। যে দিনের কথা কহিতে তুমি এত ভালবাস, যে দিন তুমি যখন ব্যাঘ্রনখরাঘাতে পীড়িত হইলে, পিতা তোমার উদ্ধার করিলেন, তখন তোমার অসুখ দেখিয়া আমার যে কি কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা কি প্রকারে বলিব? তাহার পর তোমায় যখন বোধিবৃক্ষমূলে লইয়া গেলাম, তখন বড়ই আনন্দ হইল, বোধিদ্রুম সহসা মুকুলিত হইল। উহার শোভা সমৃদ্ধি যে শুদ্ধ আমিই দেখিলাম এমন নহে, পিতা দেখিয়া বলিলেন, এই রাজকুমার হইতে সদ্ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমার প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছিলাম, তুমিও আমার প্রতি বিরূপ নও জানিতাম। কিন্তু শুদ্ধ ভোগমাত্র যে প্রণয়ের উদ্দেশ্য সে প্রণয়ে আমার প্রবৃত্তি ছিল না। যখন শুনিলাম, তোমা হইতে

আমার চির অভিলষিত সদ্ধর্ম্ম বিস্তার হইবে, "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" প্রচার হইবে, সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান বিস্তার হইবে, তখন তোমার সহিত মিলিবার জন্য বড়ই বাসনা হইল। পিতার অনুগ্রহে ত্রিরত্ন প্রসাদে ও তোমার অনুকম্পায় মিলন হইল। তোমার সহিত মিলনে একদিনও অসুখী নহি। এখন সদ্ধর্ম্ম প্রচারের যত সমৃদ্ধি হয়, ততই আমার আনন্দ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু সত্য বলিতে কি, সদ্ধর্ম্ম প্রচার আর তোমার অতুল্য প্রণয়, এই উভয়ে আমি এত মগ্ন আছি যে আর আমার অন্য চিন্তা নাই!

এইরূপ প্রণয়পূর্ণ হৃদয়োন্মাদক বাক্য লহরী সৃজন করিয়া উভয়ে উভয়কে মোহিত করিতেছেন। উচ্চপর্ব্বতোপরি শান্ত সমীরণ বহিতেছে, নির্ম্মল আকাশে উজ্জ্বল তারা জ্বলিতেছে, জগৎ যেন তাঁহাদের অগাধ অপার অনন্ত প্রশান্ত প্রণয়ের প্রতিকৃতি। ঝিল্লীরব যেন তাঁহাদের প্রণয়পূর্ণ স্বরলহরীর প্রতিধ্বনি।

( ৫ )

উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, কথাবার্ত্তায় হৃদয় পূরিয়া উঠিয়াছে, মন উন্মত্ত হইতেছে, মন ক্রমে মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে, তাহার ভুবো-লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক প্রভৃতি সপ্তশত স্বর্গ অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সুখময়, প্রেমময়, মোহময় ধামে উঠিতেছে। সমস্ত জগতের সত্তালোপ হইয়াছে, শরীর আছে কি নাই আছে জ্ঞান নাই, আছে কেবল তিনটি জিনিস, একটী সুধাময় সুখময় প্রেমময় কি-যেন-কি-ময় স্বর লহরী, একটী সুধাময় সুখময় প্রেমময় কি-যেন-কি-ময় আত্মা, আর তাহার সঙ্গে উহারই সমান সুধাময় সুখময় প্রেমময় কি-যেন-কি-ময় আর একটী আত্মা। পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে।

এমন সময়ে দূরে বাজনা বাজিল, অভিনয়ারম্ভসূচক তূর্য্যধ্বনি হইল। উভয়কে আবার পৃথিবীর অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দিল। উভয়ে আবার পৃথিবী বায়ু স্পর্শ অনুভব করিলেন, আসনস্বরূপ মর্ম্মর প্রস্তরের স্পর্শ অনুভব করিলেন। কিন্তু হঠাৎ স্বর্গ হইতে নামিতে হইল বলিয়াই হউক বা আর কিছুতেই হউক, কাঞ্চনমালা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। যেন মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। কি যেন হারাইয়াছি, আশা যেন পূরিল না। যে সুখে এতক্ষণ নিমগ্ন ছিলাম, উহা যেন আর ইহজন্মে ফিরিয়া আসিবে না। যেন যে সকল আশা এতক্ষণ করিতেছিলাম, তাহা যেন স্বপ্ন, কখন পূরিবে না। তিনি একবার বলিলেন "হঠাৎ মনটা কেন উদ্বিগ্ন হইল, বল দেখি?"

কুণাল বলিলেন, "আমরা আত্মচিন্তায় মগ্ন ছিলাম, হঠাৎ অন্য চিন্তায় বিশেষ কার্য্যনাশ সম্ভাবনা চিন্তা উদয় হওয়ায় আমিও উদ্বিগ্ন হইলাম।"

কাঞ্চন বলিলেন "না এ সে উদ্বেগ নহে, বোধ হয় কোন বিপদ শীঘ্র উপস্থিত হইবে।"

এই কথা কহিতে কহিতে উভয়ে সত্বরে শৈল-শেখর হইতে নামিয়া আসিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

( ১ )

কুণাল নামিয়া আসিয়া দেখেন, কাঞ্চনমালার উৎকণ্ঠার বাস্তবিকই কারণ হইয়াছে। যেখানে তাঁহারা আপন আপন পুষ্পাভরণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, কুণালের আভরণ সেইখানেই রহিয়াছে, কিন্তু কাঞ্চনের পুষ্পগুলি সেখানে নাই। কোথায় গেল? কে লইল? এ রাত্রে এখানে লোক আসিবার ত সম্ভাবনা নাই? আর ত সময় নাই যে খুঁজি। অভিনয় সত্বর আরম্ভ হইবে। ললিত বিস্তরের তৃতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইলেই কুণাল ও কাঞ্চনমালা মার ও মারপত্নী সাজিয়া বুদ্ধদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে যাইবেন। উভয়েই অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। কি করা যায়, কাঞ্চন ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইলেন,

কুণালের আর তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবারও অবসর হইল না। আবার তূর্য্যধ্বনি হইল, প্রস্তাবনা শেষ হইয়াছে। পাত্র প্রবেশ আবশ্যক। কুণাল বলিলেন "কাঞ্চন, তুমি অমনি আইস ; তুমি নিরাভরণা হইয়াও মারপত্নীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবে।"

কিন্তু কাঞ্চন কোন জবাব করিল না। তাহার উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, সে কেবলই ভাবিতেছে, আমার মন যে চঞ্চল হইয়াছিল, তাহাতে জানিয়াছিলাম অমঙ্গল অবশ্য হইবে। কিন্তু সে অমঙ্গল কি এই মাত্র—না তা হইবে না—এখনও ত উৎকণ্ঠা দূর হইতেছে না, তবে নিশ্চয় আরও বিপদ হইবে। তিনি এইরূপ ভাবিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। সুতরাং কুণালের কথার উত্তর দিলেন না, সমস্ত শুনিলেন কি না সন্দেহ।

কুণাল বলিলেন "মারপত্নী কিছু নাটকে নাই। তুমি আমায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছ, অতএব অশোক রাজার ধর্ম্ম গ্রহণের সময় তুমি আমোদ

করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া আমি মারপত্নী নামে একটী নূতন পাত্র উহাতে নিবেশ করিয়াছি। অতএব তুমি না যাইলেও আমি যাই। নচেৎ অভিনয় ব্যাঘাত হইবে।" বলিয়া কুণাল দ্রুততর বেগে অভিনয়স্থলে গমন করিলেন। কাঞ্চন ভাবিতে লাগিলেন, "আমার অমঙ্গলের কি এইখানেই বিরাম হইবে?"

( ২ )

কুণাল আসিয়া দেখেন সমস্ত প্রস্তুত, তাঁহার জন্য নেপথ্য গৃহে সকলেই ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত। তাঁহার জন্য লোকও প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহার রঙ্গস্থল প্রবেশের আর বিলম্ব নাই, বরং দুই এক মিনিট বিলম্ব হইয়াছে। কুণাল আর নেপথ্যশালায় বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া রঙ্গভূমে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "কই? আমার সেনাপতি ও দুহিতৃগণ কই?"

অমনি মারপত্নী আসিয়া কহিলেন, "নাথ! সকলই উপস্থিত। বসন্ত, কোকিলকুহু, আম্র-মুকুল, দক্ষিণপবন প্রভৃতি দল বল সব উপস্থিত। আপনার কন্যাগণ সব উপস্থিত।"

কুণাল বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। যে মারপত্নী সাজিয়া আসিয়াছে, এ কে? মুখ দেখিতে পাইলেন না, কারণ উহা আবৃত। গলার স্বরে বুঝিলেন,

কাঞ্চনমালা নহে। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! তাঁহার স্বহস্তগ্রথিত পুষ্প অলঙ্কারগুলি সমস্তই তাহার গায়ে রহিয়াছে। এ অলঙ্কার এ কোথা হইতে পাইল? তিনি এই সকল ভাবিতেছেন আর অন্যমনস্ক হইতেছেন। যে যুবতী মারপত্নী সাজিয়া আসিয়াছে সে অতি রসিকা, প্রত্যুৎপন্নমতি-শালিনী। সে অমনি বলিল "নাথ, এত চিন্তিত কেন? যখন সত্যযুগে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণের ধ্যানভঙ্গ করাইয়াছ তখন কলিতে এই সামান্য রাজ-পুত্রের ধ্যানভঙ্গ করিতে পারিবেন না?" কুণাল ভয়বিস্ময়সূচক স্বরে কহিলেন, "কিন্তু বোধ হয় এ অত্যন্ত কঠিন ঠাঁই।" তাঁহার ভাব এমনি মনোহর হইল যে সভাস্থ লোক সকলেই "বেশ বলিয়াছ" "খুব বলিয়াছ" বলিয়া সুখ্যাতি করিয়া উঠিল। কুণালের বিস্ময়জড়তা কতক দূর হইল। তিনি তাহার পর রীতিমত অভিনয় করিতে লাগিলেন; দেখিতে লাগিলেন যে মারপত্নী হাবভাব আদির

দ্বারা তাঁহার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটা কে জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। তাঁহার এইরূপ কৌতূহল ও বিস্ময় থাকাপ্রযুক্ত তাঁহার অভিনয় আজি অন্য দিন অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সকলেই কুণালের অভিনয় পারিপাট্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। কুণাল অভিনয়ে অত্যন্ত পটু, কিন্তু আজি তাঁহার সুখ্যাতির কারণ শিক্ষার গুণ নহে। ঐ যে চমকিত ভাব উহাই সভাস্থ জনগণের মনোরঞ্জনের মূল। তাহারা কিন্তু জানিল না যে কেন তাঁহার অভিনয় এত সুন্দর, তিনিও জানিতে পারিলেন না কেন আজিকার অভিনয় লোকের এত ভাল লাগিল।

এই রমণী কে? এত কাঞ্চনের ফুলের গহনা গুলি চুরি করিয়াছে? নিশ্চয়ই ঐ করিয়াছে, নহিলে সে সব দেবদুর্লভ অলঙ্কার, কুণালের স্বহস্তগ্রথিত, ও ত আমরা বেশ চিনি, ও গহনা ও কোথায় পাইল,

বিশেষ ঐ দেখ মুকুটের থোপনা নাই। এই থোপনার ফুলের জন্য পাহাড়ে উঠিয়াই ত কাঞ্চন বেচারার আজি এই মনঃপীড়া ভুগিতে হইল। অতএব এ নিশ্চয় সেই গহনা চুরি করিয়াছে, কিন্তু লোকটা কে ? কেমন করিয়া জানিব ? স্ত্রীলোকের মুখের ঘোমটা খুলিয়া ত দেখিতে পারি না। আপনার কেহ হইত, কোন রূপ আশা থাকিত, না হয় অভব্যতা করিয়াও দেখিতাম। কিন্তু ঐ চোরের মুখের ঘোমটা খুলিয়া উহার পরিচয় লইব, উহাকে চিনিয়া লইব ? ছি ! ও কেন রাজরাণী হউক না ? ও চোর—না হয় চোরাও মাল কিনিয়াছে—ওর সঙ্গ আমরা চাইনা।

নিজেই চুরি করিয়াছে, নহিলে ফুল আবার কে চুরি করিতে যাইবে ? ধরা পড়ারও ত ভয় করিতেছে না ! কি সাহস ! যাহার চুরি করিয়াছে তাহারই সম্মুখে, সেই জিনিস লইয়া কেমন সপ্রতিভের মত কথা কহিতেছে, যেন কোন দুষ্কর্ম্মই করে নাই। এত

সাহস! এত সামান্য লোক নয়। কিন্তু কি জন্য চুরিই করিল, কি জন্যই বা এত সাহস করিয়া চোরাও মাল শুদ্ধ রাজাধিরাজের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল? দেখিতেছ না উহার রকম? ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া কুণালের কাছে দাঁড়াইতেছে, যতবার নাম করিতেছে যেন গলার স্বর জড়িত হইয়া আসিতেছে, দেখিতেছ না ভাবভঙ্গী? ওকি ভাল? ওর বড় সুবিধা হয়েছে, লোকে জানে এ কাঞ্চন-মালা—কুণাল ভিন্ন আর কেহ ত জানে না যে ও কাঞ্চনমালা নহে। কাঞ্চনমালা হতাশ্বাস হইয়া অভিনয় দেখিতেও আজি আইসেন নাই। সুতরাং ও লোকের কাছে ঠিক কাঞ্চনের মতই বোধ হইতেছে। দুষ্টাও এ সব ঠিক বুঝিয়া বুঝিয়া আপনার সুবিধা পাইয়াছে, একেবারে মারপত্নী ও কাঞ্চন-এই উভয়ের ভূমিকা ধারণ করিয়া অভিনয় করিতেছে। কুণাল প্রথম খানিক হাঁ করিয়া অন্য-মনস্ক ছিলেন, তাহার পর রীতিমত অভিনয় করিতে

লাগিলেন। হতবুদ্ধিভাবটা কতক অন্তর্হিত হইল। তিনি আপন কলানৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেবল নজর রাখিলেন যে, দুষ্ট মাগী যেন হঠাৎ বাহির হইয়া না যায়। উহার প্রতি কুণালের বার বার দৃষ্টি পড়ায সে মনে করিল, বুঝি শিকার পাকড়াইয়াছি। সে তখন মারপত্নীর কর্ত্তব্য নৃত্য করিতে লাগিল। সম্মুখে উপগুপ্ত, অশোকের দীক্ষাগুরু, বৌদ্ধধর্ম্মের মূলভিত্তি, বুদ্ধ সাজিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যান করিতেছেন। প্রশান্তমূর্ত্তি, স্থূলকায়, মুণ্ডিতশিরঃ, কৌপীনমাত্র রক্তাম্বর পরিধান, অটল অচলবৎ নিস্পন্দ। তাহারই প্রলোভনার্থ মার ও মারপত্নী বসন্তসেনা মারদুহিতা-দিগের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। মারপত্নী নৃত্য করিতে লাগিল। যে হও তুমি সে হও, অত নাচিও না সুন্দরি! কি নৃত্য!! মরি মরি মরি! বুদ্ধদেব নিতান্ত পাষাণ তাই তোমার নৃত্যে ভুলে নাই। তোমার নৃত্য ধ্যানের দুর্লভ, কামনার উচ্চপদ,

সার হইতেও সার,—অত নাচিও না সুন্দরি! মনুষ্য দর্শক মজিয়া যাইবে, হয় ত অশোক রাজার দীক্ষা লওয়া ফিরিয়া যাইবে। অত নাচিও না। উহার সঙ্গে আবার ওকি! কটাক্ষ! এক একবার বিদ্যুৎ ছুটিতেছে। ও কাহার উপর! কুণাল আজি বুঝিব, তুমি সীসা কি সোণা, আজি তোমার ধর্ম্ম বুঝিব, আজি তোমার বিদ্যা পরীক্ষা হইবে। ওকি কুণাল, তুমিও যে আরম্ভ করিলে, তুমিও কটাক্ষ করিতেছ, একি তোমার কলানৈপুণ্য? তুমি কি শুদ্ধ দর্শকমণ্ডলীর মন রাখিবার জন্য কটাক্ষে কটাক্ষের জবাব দিতেছ? না, কাচ মূল্যে কাঞ্চন মণি বিক্রয় করিতেছ? না! না! তোমার কটাক্ষ আমি বুঝিয়াছি, ভয় নাই ও কখন পালাবে না, তোমার রূপ দেখিয়া যে মজিয়াছে তাহাকে না তাড়াইলে সে যাইবে না নিশ্চয়।

কিন্তু হঠাৎ সব স্তব্ধ হইল কেন? এ কি? সূচ পড়িলে শুনা যায়, হঠাৎ এরূপ কেন হইল? এক

অংশে রাজপরিবার সমভিব্যাহারে মহারাজ অশোক, আর এক পার্শ্বে করদ ও মিত্ররাজগণ, মধ্যস্থলে মন্ত্রী প্রাড্‌বিবাক মহামাত্র প্রভৃতি সকলেই নিস্তব্ধ। পার্শ্বে রমণীকুল নিস্তব্ধ। কেন এত নিস্তব্ধ? শুদ্ধ নিস্তব্ধ? সকলে একতানমনে বুদ্ধদেবের দিকে তাকাইয়া আছে। অর্হৎশ্রেষ্ঠ উপগুপ্তের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি কথা কহিতেছেন, মার কন্যারা তাঁহাকে লোভ দেখাইতেছে, আর তিনি তাহার জবাব দিতেছেন। কি গভীর ভাব! কি গভীর স্বর! যে স্বরে উপগুপ্ত দেবাসুর যক্ষ রক্ষ নর কিন্নর সমীপে সদ্ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন, যে স্বরে বৌদ্ধমণ্ডলী মোহিনীমুগ্ধ হইয়া থাকে, আজি সেই স্বরে ভগবান্ উপগুপ্ত মার দুহিতাদিগের সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, "তোমরা আমায় নির্ব্বাণ পথ দেখাইয়া দিতে পার ত দাও। ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া আমার মন তোমাদের ভোগ আশায় নিবিষ্ট হইবে না। তোমরা বিদায় হও। অসংখ্য

প্রাণী আমার চারিপার্শ্বে জন্ম জরা মরণকৃত দুঃখের জ্বালায় দহিয়া মরিতেছে, আমি দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া কিরূপে আবার সেই দুঃখে পড়িব? আমি প্রাণত্যাগ করিয়া এই অসংখ্য জীবের মুক্তির উপায় করিয়া দিব। তাহাদের নির্ব্বাণ লাভের পথ করিয়া দিব। তোমরা কি মনে কর আমায় ভুলাইবে?" এইরূপ নানা কথোপকথন হইতে লাগিল, শ্রোতৃবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া, কর্ণ ভরিয়া নিজ উপাস্য দেবতার অধরচ্যুত বচনসুধাপানে আত্মজীবন সার্থক করিতে লাগিল। কুণালের চক্ষে জল আসিতে লাগিল।

চোরের মন বুঁচকির দিকে। দুষ্ট রমণী ক্রমাগত কুণালের কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উপগুপ্তের বক্তৃতায় সকলে মোহিত হইতেছে, কিন্তু সে দুষ্টচরিত্রার তাহাতে কাণও নাই। না শুনিলে কে কবে কোন্ কথায় মজিয়া থাকে? তাহার চেষ্টা কুলণাকে লইয়া কোন ঘরাও কথা পাড়ে, অভিনয়

ছাড়া অন্য কথা পাড়ে, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি কুণাল উপগুপ্তের বক্তৃতায় মোহিত হইতেছেন। বক্তৃতা যখন বড় জমিয়া আসিল, তাঁহার নয়ন বাষ্পে ভরিয়া গেল, সে অমনি তাড়াতাড়ি অঞ্চল দিয়া তাঁহার নয়ন মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত। কি দুষ্ট! কুণালের এটা অত্যন্ত অসহ্য হইল। তিনি সরিয়া গিয়া দূরে উপগুপ্তের ওপাশে দাঁড়াইলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে কুণালের বড় অনুরাগ, তিনি যদিও মার সাজিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তিনিই পাটলীপুত্র রাজধানীর প্রথম বৌদ্ধ। উপগুপ্তের বক্তৃতায় তাঁহার ভাব-লাগিয়া গেল। কিছুক্ষণের পর উপগুপ্ত মার দুহিতাদিগের প্রলোভন অতিক্রম করিয়া আবার ধ্যানস্থ হইলেন। পাত্রগণ রঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। কুণাল বাহির হইয়া যে রমণী মারপত্নী সাজিয়াছিল তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলেন, তাহাকে পাইলেন না। তখন কাঞ্চনমালাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য এবং তাঁহাকে এই অদ্ভুত ব্যাপার জানাইবার

জন্য দ্রুতপদবিক্ষেপে কাঞ্চনপুরী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। আর একবার ফুলের গহনা পরিয়া যাত্রা ভঙ্গের সময় দেবদম্পতী সাজিয়া অশোক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতে হইবে। এবার স্থির করিয়াছেন নিরাভরণা কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন।

( ৩ )

তিনি দ্রুতপদে যাইতেছেন আর ভাবিতেছেন—আহা! কাঞ্চন এতক্ষণ কত মনস্তাপ পাইতেছে, তাহার এই অভিনয়ে উপস্থিত হইবার বড়ই সাধ ছিল। তাহাকে গিয়া কি ভাবে দেখিব? হয় ত শয্যায় শুইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছে, না হয় গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত আছে, না হয় গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া পথপানে চাহিয়া আছে, সেই প্রেমময়ী মূর্ত্তি জ্যোৎস্নায় নাইয়া জ্যোৎস্নায় মিশিয়া দাঁড়াইয়া আছে! এই ভাবিতেছেন আরও দ্রুতপদে যাইতে-ছেন। এমন সময়ে রাজবাটীর একজন দাসী বলিল যে, তোমার ফুল যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে দেখিতে চাও? কুণাল কহিলেন, হাঁ চাই। সে বলিল, তবে ঐ লতাকুঞ্জমধ্যে যাও। কুণাল ভাবিলেন, একাকী লতাকুঞ্জমধ্যে স্ত্রীলোকের নিকট যাওয়া উচিত

কি না—কিন্তু মাল্য চোর কে, ও চুরি করার অভি-
প্রায়ই বা কি, জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত ঔৎসুক্য
ছিল, এই ঔৎসুক্যের প্রধান কারণ এই যে, জানিলে
কাঞ্চনমালাকে প্রবোধ দিতে পারিবেন। একটু
ইতস্ততঃ করিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন।

( ৪ )

স্ত্রীলোকটা কোন্ পথে আসিয়াছিল জানি না। আসিয়া এই লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছে, কুঞ্জটী নানা বিলাস সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। কোথাও বারিপূর্ণ গন্ধবারি, কোথাও স্বাদুতোয়, কোথাও স্বাদু অন্ন প্রভৃতিতে সুশোভিত। সে কি ভাবিতেছিল জানি না। বোধ হয় ভাবিতেছিল, কতদিন ভেবেছি কুণালকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব, যে দিন অশোক রাজার বাটীতে কুণাল আমার নজরে পড়িয়াছে সেইদিন অবধি জানিয়াছি যে রাজপরিবারে এই বৃদ্ধ স্বামীর সংসারে কুণাল বই আমার গতি নাই। কত দিন কত দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি পারি নাই, কত দিন ঠারে ঠোরে লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছি, প্রত্যাখ্যান বই পাই নাই। আজ পাহাড় থেকে প্রাণভরে দেখিয়াছি। আর আসবার সময় ফুলের

মালা চুরি করায় আরও সুবিধা হইয়াছে। রঙ্গভূমে কেহই টের পায় নাই আমি কে? আমি প্রাণ ভরিয়া তাহারে আমার জীবন সর্ব্বস্ব দিয়াছি। তাহাকে "নাথ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। কত কথাই কহিয়াছি। কতবার কটাক্ষ করিয়াছি। বোধ হয় কুণালও একটু টলিয়াছেন। টলিবার কথাই ত? তাতে আর সন্দেহ আছে? একবার, দুইবার, বার বার, আড়ে আড়ে দেখিতেছিলেন, না টলিবে কেন? যা হোক আজ অতি সুদিন, যা ধরেছি তাই হয়েছে, ধরিলাম, দেখিব—প্রাণভরে দেখিলাম। ধরিলাম, রঙ্গভূমে উহার পাশে উহার স্ত্রী সাজিয়া দাঁড়াইব—বিধাতা ফুলের গহনাগুলি আমার পথে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর রঙ্গস্থলে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় বিধাতা বুঝি বড় সদয়। কি চোখ পটলচেরা!! এমন চোখ কখন দেখি নাই! মরি! সেই চোখের আড়ে আড়ে চাহনিতে প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে। ঐ চোখেই ত

আমায় মজাইয়াছে। ঐ চোখেই ত আমায় এই কলঙ্কে টানিয়া আনিয়াছে। কিন্তু কলঙ্কই বা কি? টের ত কেউ পাবে না, আর যদি কেউ টের পায়, আমার রসিক বুড়া কখন বিশ্বাস করিবে না। বাকী লোক ত বাজে লোক। বিশ্বাস করলে আর না করলে বড় বয়ে গেল। কিন্তু এই যে নূতন ফাঁদ পেতে বসে আছি, এ ফাঁদে ত এখনও কিছু হল না!

সে স্ত্রীলোক ব্যস্তভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া খানিক রহিল। তখনও কুণাল ইতস্ততঃ করিতেছেন। পরে কুণাল যখন যাওয়াই স্থির করিলেন, তখন লতাকুঞ্জমধ্যে তাঁহার বিমাতা তিষ্যরক্ষা এইরূপ চিন্তায় আকুল ছিলেন।

( ৫ )

কুণাল ক্রমে যত নিকটে আসিতে লাগিলেন, তিষ্যরক্ষা আহ্লাদে আটখান হইতে লাগিলেন। দ্বারের আড়ালে লুকাইয়া উঁহার ভাব ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যখন কুণাল কুঞ্জগৃহে কাহাকেও না দেখিয়া কতকটা থতমত খাইয়া গেলেন, তখন তিষ্যরক্ষা হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন "কি, রাজকুমার, চিন্তে পার ?" তখনও অভিনয়ের বেশ অপনীত হয় নাই।

"পারি বই কি—মালাচোর !"

"তবে চোরের কাছে এত রাত্রে নির্জ্জনে !"

কুণালের স্বর একটু গম্ভীর হইল, বলিলেন "আমি জানিতে আসিয়াছি আপনি কাঞ্চনের গহনা-গুলি কেন চুরি করিলেন ?"

"সত্য কথা বলিব ?"

"নির্ভয়ে বলুন।"

"তুমি আমার মন কেন চুরি করিলে?"

"আমি আপনার কথার ভাব পাইলাম না।"

তখন পাপীয়সী তিষ্যরক্ষা আপন অন্তরের পাপ আশা, পাপ আকাঙ্ক্ষা, মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিল; আপনার অন্তরের পাপজ্বালা জানাইল; স্বামীর প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল; আপনার পরিচয় দিল; বলিতে লাগিল "জানি আমি, তোমার পাপ হইবে, কিন্তু এই সংসারে বিশুদ্ধ পুণ্য কোথাও নাই। তোমার হৃদয় বিশাল, তাহার এক প্রান্তে আমায় স্থান দাও। আমার দারুণ পিপাসা, আমায় বারি দান কর।"

কুণাল বলিল "মাতঃ"—

"এই সম্বোধনটী করিও না। তোমার মুখে ও সম্বোধন বিষবৎ লাগে।"

"আপনি এরূপ কথা আর মুখে আনিবেন না।"

"দেখ কুণাল! তুমি আমায় চরণে রাখ।

৪৯

আমি তোমার উপকার করিব। তুমি জান অশোক রাজা আমা-অন্ত প্রাণ। আমি বলিতেছি এই বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার তোমায় দেওয়াইব। তুমি জান তোমার শতাধিক ভ্রাতা আছে, তোমার উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা বড় অল্প। তুমি জান রাজকর্ম্মচারী মধ্যে তোমার অনেক শত্রু। সমস্ত হিন্দুগণ তোমার বিদ্বেষী, তোমার জীবন নাশের জন্য অনেকে উদ্যোগী আছে। তোমার বন্ধু নাই, তোমার ন্যায় গুণ-বান্ সাধুশীলের বন্ধু মিলে না। অতএব যদি বন্ধু চাও, যদি উত্তরাধিকার চাও, আমায় ভিক্ষা দাও। আর দেখ অশোক রাজার জীবন আমার মুষ্টিমধ্যে, চাও কালই তোমায় উত্তরাধিকার দেওয়াইতে পারি।"

কুণাল। "আপনি এ সকল নিষ্ঠুর কথা মুখেও আনিবেন না। ত্রিরত্ন আমার এক মাত্র সহায় ও বন্ধু। আমি উত্তরাধিকার চাহি না, বিশেষ আপনি

যে উপায়ে উহা দিতেছেন, ও উপায়ে আমি ইন্দ্রত্ব লইতেও স্বীকৃত নহি। আমায় আর কিছু বলিবেন না, আমি চলিলাম।”

তি। বলিব না, জানিও তুমি স্ত্রীহত্যা করিলে, জানিও তুমি মাতৃহত্যা করিলে।

কু। আমি নির্দ্দোষী।

তি। একদিন ইহার জন্য তোমায় অনুতাপ করিতে হইবে। একদিন বলিবে তিষ্যরক্ষার মান রাখিলে আমার এ বিপদ হইত না।

“কখন না” বলিতে বলিতে কুণাল কুঞ্জ ত্যাগ করিয়া অনেকদূর অগ্রসর হইলেন এবং ত্বরিত-গতিতে কাঞ্চনমালার অন্বেষণে গেলেন।

( ৬ )

তখন তিষ্যরক্ষার মনের ভিতর বসিয়া সুমতি আর কুমতি দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিল।

সুমতি বলিল, "কেমন? সতীনপোর কাছে গিয়েছিলে, উচিত শাস্তি হয়েছে?"

কু। একদিনেই কি আশা ছেড়ে দিতে হবে নাকি?

সু। আবার যাবে নাকি?

কু। যাব না? আজ ও আমার কাছে এসেছিল, এবার আমি ওর কাছে যাব।

সু। ধন্য মেয়ে! আবার যদি অমনি হয়? এবার কি কিছু সুবিধা দেখেছ না কি?

কু। না।

সু। তবে আর কেন? মিছা কষ্ট পাবে। ও আশা ছেড়ে দাও।

কু। খুব বুদ্ধি! এতটা করিলাম, এত অপ-মান সইলাম, বুঝি ছেড়ে দিবার জন্যে?

সু। ধরতে ত পার নাই, তবে আর ছাড়লে কই? বৃথা চেষ্টায় কষ্ট পাও কেন? তাই বলি ও আশা ত্যাগ কর। কুণাল বড় ভাল ছেলে।

তখন কুমতি ও সুমতি একটু ফিরিয়া দাঁড়া-ইল।

সুমতি। বলি অপমানটার শোধ লও না কেন? যে ভরসায় যাইতেছ সে ভরসা নাই।

কুমতি। এই ভাল পরামর্শ, খানিকটে জব্দ হলে উহাকে বসে আনা সুকর হইবে।

সুমতি। তবে সেই ভাল, যাও।

এই বলিয়া দুজনে নিরস্ত হইল। তিষ্যরক্ষা লতাকুঞ্জ ত্যাগ করিয়া কোথায় গেল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

( ১ )

কুণাল অত্যন্ত কাতর ও আকুল মনে কাঞ্চনের সন্ধানে গেলেন, কিন্তু অন্তঃপুরে উঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না, পুষ্পোদ্যানে খুঁজিলেন, পাইলেন না, বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। যেখানে কাঞ্চনমালাকে ফেলিয়া অভিনয়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে দাঁড়াইয়া খানিক ভাবিলেন। তথা হইতে নিকটবর্ত্তী মঠায়তনে দেখিলেন, তখনও আলো জলিতেছে। কাঞ্চন প্রত্যহ তথায় ত্রিরত্নসেবার্থ গমন করেন, কিন্তু সে ত এত রাত্রে নয়। এরাত্রে কাঞ্চন কুণালের কাছ ছাড়া প্রায় থাকেন না, আজি কাছ

ছাড়া হওয়ায়, কোথায় গেলেন, ভাবিয়া কুণাল কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একবার মঠ দেখা ভাল বলিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে ও ত্রস্ত ভাবে তথায় গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুণাল ত্যাগ করিয়া গেলে পর কাঞ্চন খানিক আপনাকে বড়ই অসহায় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, স্বামী বুঝি আর ফিরিয়া আসিবেন না। তিনি অন্তঃপুরে গেলেন না, রঙ্গভূমিতে গেলেন না, কোন খানেই গেলেন না। খানিক ত্রিরত্নের ধ্যান করিয়া "ভগবান্ রক্ষা কর, যে বিপদ হয় আমার হউক, যেন কুণালের পায়ে কাঁটাটীও না ফুটে। আর যেন, অভিনয়ান্তে তাঁহাকে দেখিতে পাই।" এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মঠের সন্ধ্যা-কালীন পূজা আরম্ভ হইল, কাঞ্চন সেই দিকে গেলেন, পূজার সমস্ত উদ্যোগ স্বয়ং স্বহস্তে করি-লেন। পূজার পর অর্হৎগণের অনুমতি লইয়া

ত্রিরত্নমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া পূজা, স্তব ও প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। মঠবাসীরা অনেকেই অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন, সুতরাং কাঞ্চনকে, কেন এখানে? কি বৃত্তান্ত? ইত্যাদি প্রশ্নের বড একটা জবাব দিতে হইল না। যাহাও হইল তাহা সংক্ষেপে সারিয়া দিয়া একান্ত মনে গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। "হে ধর্ম্ম! হে সংঘ! হে বুদ্ধ! আমার উৎকণ্ঠা দূর কর, আমার স্বামীর কোনরূপ অমঙ্গল যেন না হয়, আমার স্বামীকে সুস্থ শরীরে আমার নিকট আনিয়া দাও।"

এমন সময়ে স্বয়ং কুণাল ত্রিরত্ন সমীপে গললগ্নীকৃতবাসাঃ হইয়া নমস্কার করত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হে ত্রিরত্ন! হে ত্রিশরণ! আমার সমূহ বিপদ উপস্থিত, আমার চিত্ত স্থির করিয়া দাও, আজি যাহা শুনিলাম ও এপর্য্যন্ত যাহা জানি, তাহাতে প্রাণ বড়ই আকুল হইতেছে, ধৈর্য্য হইতেছে না। দেব! মনে বল দাও, তোমাতে যেন মন

স্থির থাকে ইহা করিয়া দাও, আমি রাজ্য ধন কিছু চাহি না। সদ্ধর্ম্ম প্রচার আমার উদ্দেশ্য, যাহাতে সদ্ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হয়, করিয়া দাও, পাপ হইতে রক্ষা কর।”

উভয়েই অবনতমস্তক হইয়া নীরবে রোদন করিতেছেন, আর প্রার্থনা করিতেছেন; কুণাল যে উপস্থিত তাহা কাঞ্চন জানেন না। কুণালও কাঞ্চ-নের ধ্যানে এ পর্য্যন্ত বাধা দেন নাই। কিন্তু প্রণয়ী-দের মনে কিছু বৈদ্যুতী আছে, তাহার বলে উহারা পরস্পরের কার্য্যকলাপ যেন কিছু কিছু টের পায়। বিশেষ কাছে আসিলে, কে যেন সে সুখের কথা উহাদের মনোমধ্যে বলিয়া দেয়। সেই ঘোরা দ্বিপ্রহরা, শান্তনলিনী, কুমুদসন্ধ্যামোদিনী, ঝিল্লি-রবঝঙ্কৃতমারুতসংসেবিনী, বিহগকুলকলরববিধ্বংসিনী, পুঞ্জ পুঞ্জ মঞ্জু তারকারাজিব্যাপ্তা, যামিনী যখন সভয় ক্বচিদুৎক্ষিপ্তনয়না কামিনী ধৌত বিধৌত সুরভিচর্চ্চিত বদন শাট্যঞ্চলে আচ্ছাদন করে,

আপন আপন প্রাণকান্তের নিকটাভিসারিকা হতেছেন, তখন প্রহরাধিক গাঢ় প্রগাঢ় বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য মেধ্যামনঃ সংযোগবৎ, পুরাতকীমনঃ-সংযোগবৎ, রুদ্ধবাহ্যকরণকধ্যানের পর সহসা কাঞ্চনমালার মনে প্রফুল্লতার সঞ্চার হইল। যেন ঘোর ঝটিকা বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হইল। যেন দারুণ গ্রীষ্মক্লেদের পর ধীরে ধীরে শৈত্য সৌগন্ধ মান্দ্যময় সমীরণ বহিল। তখন দেবতা প্রসন্ন বুঝিয়া কাঞ্চনমালা মস্তক উত্তোলন করিলেন, দেখিলেন, পার্শ্বেই কুণাল—গভীর ধ্যানে মগ্ন। কাঞ্চন একবার ভাবিতেছেন, ধ্যান ভঙ্গ করি কি না? তাঁহার সংস্কার জন্মিয়াছে, অমঙ্গলের ভাবিফল উত্তম, অতএব তিনি নির্ভয়ে উহার ধ্যানভঙ্গ করাইলেন, তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠা চিন্তা মনোবেগের পর পরস্পর সাক্ষাতে, পরস্পর গাঢ়ালিঙ্গনের পর, কাঞ্চন কহিলেন, “নাথ! আমার প্রতি ত্রিরত্ন প্রসন্ন হইয়াছেন, আমাদের উপস্থিত অমঙ্গল শুভফল

প্রসব করিবে। কিন্তু নাথ! রাজব'টীর এ সকল সুখ দুঃখময়, ইহাতে পদে পদে উৎকণ্ঠা, পদে পদে বিপদ, ও পদে পদে বাধা, আইস অদ্যাবধি আমরা এই বৃথা সুখভোগ ত্যাগ করিয়া সদ্ধর্ম্ম প্রচারার্থ তীর্থে তীর্থে, গ্রামে গ্রামে, বেড়াই গিয়া, আমাদেবও কখন বিচ্ছেদ হইবে না। বিশেষ যাহার জন্য আমাদের এত ব্যাকুলতা তাহারও সুসিদ্ধি হইবে।"

কুণাল বলিলেন—"কাঞ্চন! তুমি কি মনে করিয়াছ আমি সুখভোগের জন্য আবার রাজবাটীতে আসিয়াছি? ধনলোভে অথবা যশলোভে আসিয়াছি? কিছু মাত্র না। আমি এই আশায় আসিয়াছি যে, এখানে থাকিলে,—রাজার প্রিয়পুত্র হইতে পারিলে সদ্ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হইবে। দেখ আমি করি আর নাই করি, রাজপরিবারের কেহ কেহ আমাদের মত গ্রহণ করিতেছে, রাজা সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আবার উপগুপ্তের নিকট পুনর্দ্দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। আর উনি সদ্ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যথা-

বিহিত চেষ্টা করিবেন, এইবার আমার দ্বারা অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইবে ভরসা আছে।"

কাঞ্চন কহিলেন—"নাথ তোমার এরূপ উদ্দেশ্য তাহা কি আমি জানি না? জানি, কিন্তু আজি আমার এক প্রস্তাব আছে, আজি পূর্ণিমা রাত্রি শুভলগ্ন উপস্থিত। আজি ত্রিরত্ন আমাদের উপর বড় সদয়। নচেৎ এমন উৎকণ্ঠায় সময় তোমায় আমার কাছে আনিয়া দিবেন কেন? অতএব আমার নিতান্ত ইচ্ছা আজি এই দ্বিপ্রহবরাত্রে দেবতা সাক্ষাৎ শুভলগ্নে আমরা সদ্ধর্ম্মের জন্য এ জীবন উৎসর্গ করি।"

কুণাল—"সেটা বাহুল্য কাঞ্চন!" বলিয়া জোড়-করে গললগ্নীকৃতবাসে জানুপরি উপবেশন করত উভয়ে একতান মনঃপ্রাণ হইয়া একস্বরে পরস্পরের গলা মিলাইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে ত্রিরত্ন! হে ধর্ম্ম! হে সংঘ! হে বুদ্ধ! হে বোধিসত্ত্ব! প্রত্যেক বুদ্ধ! শুদ্ধ বুদ্ধ! জীবন্মুক্তগণ, তোমরা

সাক্ষী, আমরা স্ত্রী পুরুষ অদ্য শুভদিনে, শুভক্ষণে, সদ্ধর্ম্মের উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি ও প্রচারের জন্য জীবনের অবশিষ্ট অংশ উৎসর্গ করিলাম। যাহাতে সদ্ধর্ম্মের উন্নতি নাই, যাহাতে বুদ্ধদেবের মহিমা ঘোষণা নাই, এমন কার্য্য আমরা কখন করিব না। অদ্যাবধি ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ধন, বিদ্যা যদি কখন চাই, সে কেবল ঐ এক মাত্র কার্য্যের জন্য। হে ত্রিরত্ন, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্বগণ, আমাদের চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন কর।" সহসা মঠায়তনের দীপ হাসিয়া উঠিল। দেবমূর্ত্তির মুখে আনন্দময় মৃদু হাস্যের আবির্ভাব হইল। শৈত্য, সৌগন্ধ, মান্দ্যময় বায়ু প্রবাহিত হইল। আকাশে যেন মাঙ্গল্য তূর্য্যধ্বনি হইল, বোধিসত্ত্বগণ যেন বলিলেন "তোমাদের মঙ্গল হউক।" এইরূপে জীবন উৎসর্গ করার পর উভয়ে দীক্ষানন্তর অশোক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য দেবদম্পতী সাজিতে গেলেন।

( ২ )

তিষ্যরক্ষা লতাকুঞ্জ হইতে যখন বহির্গত হন, তখন তাঁহাব এই ধারণা হইয়াছে যে, ভয়মৈত্রী ভিন্ন কুণালকে বশ করা অসম্ভব। এই জন্য তিনি অশোককে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন। অশোককে আশু খুসী করার একমাত্র উপায় আছে বলিয়া বোধ হইল। অশোকের কোন মহিষীই অদ্যাবধি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তিষ্যরক্ষা যদি এই দিনেই অশোকের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার বড়ই প্রিয়পাত্র হইতে পারিবেন। এই ভাবিয়া পাপীয়সী নিজ পাপবাসনা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে অনায়াসে এক ধর্ম্মত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল। নিজ গৃহে গিয়া নিভৃতে অশোক রাজার

নামে এক চিঠি লিখিল, পত্রের মর্ম্মার্থ এই—
"কয়েক মাস ধরিয়া আমি স্বপ্নে দেখিতেছি ভগ-
বান্ বুদ্ধ আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে তাঁহার
মত গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। পাছে লোকে
অন্যরূপ ভাবে বলিয়া শ্রীচরণে এ ঘটনার বৃত্তান্ত
নিবেদন করি নাই, কিন্তু আজি এ উৎসবের সময়
আপনাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না।
প্রার্থনা দাসীর অনুনয় গ্রাহ্য হয়, ইতি।" দাসী
দ্বারা পত্র প্রাড়্বিবাকের নিকট প্রেরিত হইল।
পূর্ব্ব হইতেই প্রাড়্বিবাক নানা কারণে এই দুশ্চা-
রিণীর বশীভূত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মুহূর্ত্ত মধ্যে
সভাস্থ রাজার হস্তে পত্র পহুঁছিল, রাজা পত্র
পাঠে মহাহৃষ্ট হইয়া তিষ্যরক্ষাকে সময়োচিত
রক্তাম্বর পরিধান করিয়া আসিতে অনুমতি দিলেন।
মহা আদরে নিকটবর্ত্তী অনুচরবর্গকে পত্র দেখাই-
লেন, এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আজি রাজার
প্রিয়মহিষী তিষ্যরক্ষারও দীক্ষা হইবে।

( ৩ )

গভীর নিবাত নিস্তব্ধ পয়োধির ন্যায় মহার্হৎ উপগুপ্ত বুদ্ধ সাজিয়া বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানে মগ্ন আছেন, তাঁহার সমস্ত বাধা, সমস্ত বিঘ্ন, অতিক্রম হইয়া গিয়াছে, ক্রমে তাঁহার মুখে হর্ষচিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। নয়ন মুদ্রিত, মুখ হাস্যময় হইতে লাগিল ; তাঁহার শরীর আহ্লাদে কাঁপিতে লাগিল। তিনি ক্রমে নয়ন উন্মীলিত করিলেন, তাঁহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া ত্রিশরণের নাম উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল। স্বর্গ হইতে সিদ্ধ পুরুষ একজন নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "ভগবান্, আপনার তপঃসিদ্ধির উদ্দেশ্য কি?" উত্তর হইল, "মগধ সাম্রাজ্যে ধর্ম্মভ্রংশ হইয়াছে, এই খানে সদ্ধর্ম্ম প্রচারই আমার উদ্দেশ্য।" অমনি সিদ্ধপুরুষবেশী অশোকরাজার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে

উপনীত করিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বাসনা করিতেছেন, তাঁহার প্রিয়-মহিষী তিষ্যরক্ষাও এই সঙ্গে দীক্ষিতা হইতে চান।"

তখন বুদ্ধরূপী উপগুপ্ত উভয় হস্তে উভয়কে ধারণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে সহস্র সহস্র গাথা পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই গভীরস্বরে মধ্য-রাত্রির গভীর নিস্তব্ধভাব ভেদ হইয়া যাইতে লাগিল। সভ্যবৃন্দ একতান মনে তাঁহার গাথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে স্বর্গে দেবদম্পতী উপস্থিত হইলেন। শরীর নিরাভরণ, অথচ শরীর-প্রভায় সভাস্থ দীপমালা নিস্তেজ হইয়া গেল। তাঁহারা আশীর্ব্বাদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সসাগরা, সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর সদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন, অচিরাৎ সসাগরা সদ্বীপা মেদিনী বৌদ্ধধর্ম্ম-মহিমায় ব্যাপ্ত হইবে। অশোকের কীর্ত্তিকলাপ দিক্‌চক্রবাল আচ্ছাদন করিবে। মহারাজাকে আর জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে না,

তাঁহার ইহলোকেই নির্ব্বাণ লাভ হইবে। যেমন কৌমুদী স্রোত এক প্রস্রবণ হইতে বহির্গত হইয়া অবিরতধারে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর পূরিত করে, তেমনি অশোকের যশঃ একমাত্র প্রস্রবণ হইতে বহির্গত হইয়া দিগ্দিগন্তর আচ্ছাদিত করুক।”

সকলে মুগ্ধ হইয়া দেবদম্পতীর আশীর্ব্বাদ শুনিতে লাগিলেন, মহারাজ অশোক দেখিতে লাগিলেন। দিগ্বলয় সমুদ্র জলে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার কেন্দ্রস্থ দ্বীপে তিনি বসিয়া আছেন। তাঁহার চারিদিকে দ্বীপমালা। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ঈশান, বায়ু, অগ্নি ও নৈঋর্ত যে দিকে চাও দ্বীপের পর দ্বীপ, তাহার পর দ্বীপ, অনন্ত দ্বীপমালা অনন্ত দিগ্বলয়ে লীন হইয়াছে, আর দেখা যায় না। প্রত্যেক দ্বীপে এক একটী বোধিদ্রুম ; এক একটী বৃক্ষের বহুকোটী পত্র, বহুকোটী ফল, বহু-কোটী শাখা এবং বহুকোটী কাণ্ড। কোথাও পত্র সকল মরকতময়, স্বর্ণময় ফল, মর্ম্মরনির্ম্মিত

ডাল পালা ও স্ফটিকের কাণ্ড; কোথাও শ্বেতমণির পত্র, পীতমণির ফল, নীল মণির পত্র, কৃষ্ণ মণির গুঁড়ি; কোথাও কোটী পত্র নীল, কোটী পত্র সবুজ, বৃক্ষ সমূহ আদ্যন্ত উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে। সমস্তের উপর ধর্ম্মজ্যোতি চন্দ্রজ্যোতি অপেক্ষা শুভ্রতর স্নিগ্ধতর কিরণ বর্ষণ করিতেছে। বোধ হইতেছে, দুগ্ধসমুদ্রে নবনীত দ্বীপ সমূহ ভাসমান। প্রত্যেক বোধিদ্রুম তলে এক একজন বোধিসত্ত্ব ধ্যানমগ্ন। কেহ নবনবতি কোটীকল্প ধ্যান করিতেছেন, কেহ বা তাহার অধিক, কেহ বা তাহা অপেক্ষা অল্প ধ্যান করিতেছেন। কেহ কীটযোনি হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতি কোটী যোনি ভ্রমণান্তেও এক্ষণে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধ্যান করিতেছেন। কেহ কেহ বুদ্ধ হইতেছেন, নির্ব্বাণ লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের ওষ্ঠাধরে হাস্য হইতেছে, আর দন্তপাঁতি হইতে শ্বেত নীল পীত হরিদ্বর্ণের অংশু নির্গত হইয়া জগৎব্রহ্মাণ্ড আলোকিত

করিয়া গাঢ় অন্ধতমসাচ্ছন্ন জীবগণের নিকট ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে।

তিষ্যরক্ষা দেখিলেন, ভয়ানক অন্ধকার মধ্যে চৌরাশীটী নরককুণ্ড রহিয়াছে; একরকম না আলো না অন্ধকার দেখা যাইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক এই অন্ধকারে চীৎকার করিতেছে! একটী নরকে গন্ধকের অগ্নি জ্বলিতেছে, নাক জ্বলিয়া যায়! কোথাও বিন্মূত্রহ্রদে পড়িয়া পাপী বিন্মূত্র উদ্গার করিতেছে! তাহাদের যাতনায় উহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। অমনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। করিলে কি হয়? তখনও উপগুপ্তের হস্ত তাঁহার অঙ্গে স্থাপিত; সেই নরকদৃশ্যই দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, কাঞ্চনমালা অবলোকিতেশ্বর সাজিয়া পাপীদের ত্রাণার্থ উপস্থিত, দেখিলেন লক্ষ লক্ষ পাপী চৌরাশীকুণ্ড ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কাঞ্চনমালা তাঁহার দিকে চাহিল না। সমস্ত পাপীগুলি উদ্ধার করিয়া লইয়া গেল। সেই

ঘোরান্ধকার মধ্যে, চৌরাশী ভীষণ নরককুণ্ডের মধ্যে তিষ্যরক্ষা—একাকিনী—বড় ভীতা—প্রায় সেই সভামধ্যে চীৎকারোদ্যতা। এমন সময়ে একটী রশ্মি উপর হইতে তাঁহার মুখে পড়িল। রশ্মিপথে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, কাঞ্চনমালা তাঁহাকে "আয় আয়" বলিয়া ডাকিতেছে, আর কুণাল পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

এই ভাবে উভয়ে আছেন, উপগুপ্ত তাঁহাদের শরীর স্পর্শ ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা আবার মর্ত্ত্যভুবনে প্রবেশ করিয়া উপগুপ্তকে প্রণাম করিলেন। উপগুপ্ত তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুণাল ও কাঞ্চনমালা কোথায়?" তিনি তাহাদিগকেও আশীর্ব্বাদ করিতে চান। তাহারা পরম ধার্ম্মিক, ধর্ম্মার্থ বহুতর ক্লেশ পাইয়াছে।

তখন অশোকরাজা প্রিয়পুত্রের এরূপ প্রশংসা শুনিয়া উল্লসিত হইয়া পুত্রকে আহ্বান করার জন্য লোক পাঠাইলেন। পুত্র উপরে বসিয়া তিষ্যরক্ষার

ভাব দেখিতেছিলেন! যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত স্মরণ হইতে লাগিল, তাহার পর দেখিলেন, তিষ্য কেমন ভাল মানুষের মত, বকঃপরমধার্ম্মিকের মত, অশোকের পাশে বসিয়া দীক্ষাসূচক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। যেন সে লোকই নয়। কুণাল তিষ্যের আচরণে স্ত্রীচাতুরীর চরম দেখিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন, পিতা তাঁহার অন্বেষণে লোক প্রেরণ করিতেছেন। অমনি সস্ত্রীক উপর হইতে নামিয়া পিতার চরণে নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া উপগুপ্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপগুপ্ত তাঁহাদের মস্তকে হস্ত দিয়া গাথা উচ্চারণ করত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কুণাল দেখিলেন, জেতবনে বুদ্ধদেব সদ্ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন। সিদ্ধচারণ দেব নর কিন্নর সকলে শুনিতেছেন, বুদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কাহিনী বলিতেছেন, এবং কিরূপে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধ হওয়া যায়, কিরূপে ক্রমে দশভূমি অতিক্রম করিয়া বুদ্ধ হওয়া যায়, সমস্ত

বিবৃত করিতেছেন। কর্ণামৃত পানে হৃদয় পুলকিত, শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, এমন সময়ে বুদ্ধদেব কুণালকে লইয়া আপন আসনপার্শ্বে বসাইলেন। অমনি সমবেত জনমণ্ডলী হইতে "জয় কুণাল, জয় কুণাল" ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল।

কাঞ্চনমালা দেখিতে লাগিলেন, তিনি নিজে বোধিদ্রুম মূলে ধ্যানমগ্না, তাঁহার নির্ব্বাণ সময় উপস্থিত, প্রায় দশমভূমি উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন ব্রহ্মাণ্ডস্থ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ দেবদানব সিদ্ধচারণগণ তাঁহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "মাতঃ! আমাদের কি উপায় করিয়া গেলে?" বলিয়া রোদন আরম্ভ করিল। তখন কাঞ্চনমালা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, "আমিও অবলোকিতেশ্বরের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ডে এক প্রাণী নির্ব্বাণশূন্য যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্ব্বাণপ্রত্যাশী নহি। অমনি সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল, পৃথিবী, চৌরাশী নরক হইতে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিল,

দেখিলেন ভগবান্ তেজঃপুঞ্জ অবলোকিতেশ্বর তাঁহার দেহে মিশাইয়া গেলেন।

চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি শুনিতেছেন, আশীর্ব্বাদ শেষ হইল। উপগুপ্ত, কুণাল ও কাঞ্চনমালাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনার পুত্র ও পুত্রবধূর তুল্য লোক জগতে আর নাই। উহারা সদ্ধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে।" কুণাল ও কাঞ্চনমালার প্রতি, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণাবধি, রাজার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল। অদ্য উপগুপ্তের মুখে তাহাদের অতিবাদ প্রশংসা শুনিয়া রাজার আনন্দ আরো বৃদ্ধি হইল। তিনি স্নেহনির্ভরহৃদয়ে উহাদের গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখন জয় ধর্ম্ম, জয় সংঘ, জয় বুদ্ধ, জয় মহারাজ ধর্ম্মাশোক, জয় কুণাল, জয় কাঞ্চনমালা, জয় রাজমহিষী তিষ্যরক্ষা—ইত্যাকার জয়ধ্বনির মধ্যে সকলে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আপন আপন বিশ্রামালয়ে গমন করিলেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

( ১ )

তিষ্যরক্ষা প্রাতঃকালে কি করিল বলিবার পূর্ব্বে উহার জীবনবৃত্তান্তের পূর্ব্ব কথা বলা আবশ্যক। তিষ্যরক্ষা একজন ক্ষৌরকারের কন্যা। তাহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধেও এ বংশের বিশেষ সুখ্যাতি ছিল না। তিষ্যরক্ষা ভূমিষ্ঠ হইলে একজন গণক বলিয়াছিলেন যে সে রাজরাণী হইবে। তিষ্যরক্ষা অতি অল্প বয়সে সে কথা শুনিয়াছিল। তদবধি রাজরাণী হইবার জন্য বাসনা বড়ই প্রবল হয়। তাহার পিতা তাহাকে সমান ঘরে বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন; তাহাতে সে বলিয়াছিল, "রাজরাণী হইবার

সম্ভাবনা না থাকিলে শূর্পণখার ন্যায় বাসর ঘরেই বৈধব্যের উপায় করিয়া লইব।"

এই সময়ে, বিন্দুসার-পুত্র অশোক অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিলেন। বয়স অল্প; অথচ তাঁহার জ্বালায় রাজা, মন্ত্রী, রাণীগণ, প্রজা, বণিক, ব্যবসায়ী, সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। রাজা এরূপ দুর্বৃত্ত পুত্রকে রাজধানী হইতে দূর করিবার অভিপ্রায়ে কীকট দেশের দক্ষিণস্থিত অরণ্যবাসী পিঙ্গলবৎসের নিকট শিক্ষার্থ তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। পিঙ্গলবৎস যে কেবল জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন তাহা নয়; তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। বিশেষ তিনি দুর্গম জঙ্গলমধ্যে বাস করিতেন বলিয়া সন্তান দুর্বৃত্ত হইলে লোকে তাঁহারই নিকট শিক্ষার্থ প্রেরণ করিত।

অশোক তথায় প্রেরিত হইবার অল্প দিন পরেই, তিষ্যরক্ষার পিতাও উহার জ্বালায় অস্থির হইয়া উহাকে প্রেরণ করেন। এইরূপে পিঙ্গল-

বৎসের গৃহে এই দুই ঘোর দুর্বৃত্ত, নিষ্ঠুর, খলস্বভাব যুবক যুবতীর পরস্পর সাক্ষাৎ হয়।

অশোকের ইতিপূর্ব্বে দুই তিন বার বিবাহ হইয়াছিল। পিঙ্গলবৎস গণিয়া বলিয়াছিলেন যে বিন্দুসারের সন্তানগণের মধ্যে অশোকই রাজা হইবে। এই কথা শুনিয়া অবধি পিঙ্গলবৎসের আশ্রমে অশোককে মুগ্ধ করাই তিষ্যরক্ষার প্রধান কর্ম্ম হইয়াছিল। তিষ্যরক্ষা তাদৃশ সুন্দরী ছিল না, শিল্পাদি বিদ্যায়ও তাহার কিছুমাত্র দখল ছিল না; কিন্তু সে যাহা ধরিত তাহা ছাড়িত না। সংকল্প করিল, যেরূপে হয় অশোককে বিবাহ করিতেই হইবে। সে ষড়যন্ত্র কার্য্যে বাল্যকাল হইতেই বৃহস্পতি; প্রথম হইতেই অশোককে ভুলাইবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিল অশোক প্রথম হইতেই নাপিতের মেয়ে বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিতেন। সুতরাং বিবাহের নামেই তিনি চটিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু

তিষ্যরক্ষা পণ করিল, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াও অশোকের সহিত মিলিত হইবে।

অশোকেরও এ সময় পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ভাল মন্দ, কিছুই জ্ঞান ছিল না। সুতরাং নিজ পণ বজায় করিতে তিষ্যরক্ষার বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল না। তিনি অচিরাৎ পাপীয়সীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। ধর্ম্ম বিক্রয় করিয়া তিষ্যরক্ষা সর্ব্বপ্রথম মহারিপদে" পড়িল ; এ কথা প্রকাশ করিলে অশোক তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবে। অপ্রকাশ থাকিলেও রাজরাণী হওয়া হইবে না। আপনা আপনি প্রকাশ হওয়া অনেক গোল। অতএব পাপীয়সী গোপনে তাহার পিতাকে পত্র লিখিল। পত্রে জানাইল, "এখানে অনেক দুষ্ট লোক আছে, অধিক দিন রাখিলে আমার উপর ঘোরতর অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা।"

পত্র পাইয়া ধূর্ত্ত নাপিত বুঝিল। সে তৎক্ষণাৎ পিঙ্গলবৎসের আশ্রমে গিয়া প্রকৃত অবস্থা পিঙ্গল-

বৎসকে বলিল। আর বলিল—"আমাদের জাতি যাহাতে রক্ষা হয় তাহা আপনি করুন।"

পিঙ্গলবৎস ক্রোধে অন্ধ হইয়া অশোককে ডাকাইলেন, জোর করিয়া তিষ্যরক্ষার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত রাজাকে লিখিয়া বলিলেন—"এরূপ দুর্বৃত্ত কুমারের শিক্ষাদান আমার কর্ম্ম নহে। আপনি আপনার পুত্র ও পুত্র-বধূকে এখান হইতে লইয়া যান।"

বিন্দুসার উভয়কে রাজধানী লইয়া গেলেন। পুত্রকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন, পুত্রবধূকে অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। সে অতি দীন-ভাবে অন্তঃপুর মধ্যে দিন যাপন করিতে লাগিল।

অল্প দিনের মধ্যেই আবার রাজপুত্রের অত্যা-চারে নগরশুদ্ধ লোক উত্যক্ত হইয়া উঠিল। রাজা পুত্রকে আবার রাজধানী হইতে বিদায় করিবার উপায় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তক্ষশিলায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বিদ্রোহী হইয়াছে সংবাদ

আসিল। রাজা এই সুযোগে অশোককে সেনাপতি করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন।

তিষ্যরক্ষা অশোকের মহিষী হইল এবং রাজার অন্তঃপুরেও রহিল। কিন্তু সে দেখিল রাজরাণী হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। অশোকের জ্যেষ্ঠ অনেক গুলি ভাই আছে। সে গুলিকে বঞ্চিত করিতে না পারিলে রাজরাণী হওয়া হইবে না। অতএব কি উপায়ে ইহাদিগকে দূর করা যায় সেই চেষ্টায় রহিল। প্রথমতঃ বিহিত বিধানে শাশুড়ী সুভদ্রাঙ্গীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। রাজার কাণে গেল নাপিত কন্যা পুত্রবধূ বড়ই সাধুশীলা। অতএব এই অবধি তাহার আদর বাড়িল, তাহার পরিচর্য্যায় দাসদাসী নিযুক্ত হইল। অন্তঃপুরস্থিত অপর স্ত্রীলোকেরা তাহার শত্রু হইল! সেও রাণীর কাছে বসিয়া নিত্য নিত্য পৌরস্ত্রীগণের বিরুদ্ধে তাঁহার কাণভারি করিয়া দিতে লাগিল। রাজারও

কাণ ক্রমে অন্যান্য পুত্রবধূদের বিরুদ্ধে ভারি হইয়া উঠিল। অল্প দিনের মধ্যেই সকলে জানিল অন্তঃপুরে তিষ্যরক্ষা যা করে তাই হয়।

এই সময়ে রাধগুপ্ত রাজবাড়ীতে প্রথম চাকরী স্বীকার করিয়াছেন। রাধগুপ্ত চাণক্যের মন্ত্রশিষ্য। ষড়যন্ত্র নির্ম্মাণে কুটিল, রাজনীতিজ্ঞতায় বিষাদি প্রয়োগে চাণক্যের প্রায় সমকক্ষ। কিন্তু অদ্যাপি লোকে তাহার মর্ম্ম জানিতে পারে নাই। সেও বুঝিয়াছিল যে, একটী কোন বিষম গোলযোগ না ঘটিলে সহসা বড় হইতে পারা যাইবে না। সুতরাং সে রাজ্যের মধ্যে বিষম একটা গোলমালের সময় অপেক্ষা করিতেছিল। সে দেখিল, নাপি-তানী তিষ্যরক্ষা আমার অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে। নাপিতানীও দেখিল, রাধগুপ্তকে হাত করিলে রাজরাণী হইবার যোগাড় হইতে পারে। সুতরাং অর্দ্ধপথে উহাদের মিল হইল। দুজনেই পরস্পরের মন যোগাইয়া চলিতে লাগিল।

দুজনেই অপেক্ষা করিতে লাগিল একটা গোল-যোগ বাধিলে হয়। তাহাদের অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না; শীঘ্রই একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল।

রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুষীম এই গোলযোগ বাধাইবার হেতু। রাজা অনেক কার্য্যে সুষীমের পরামর্শ লইতেন। সুষীম বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ধীর ও সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তিনি অতি লম্পটস্বভাব। তাঁহার লাম্পট্য দোষ হেতু রাধগুপ্ত ও প্রধান মন্ত্রী উভয়েই তাঁহার প্রতি চটা ছিলেন। এক্ষণে পাটলীপুত্রস্থ শ্রেষ্ঠীবংশীয় কোন মহিলার প্রতি দারুণ অত্যাচার করায় তাঁহার প্রতি দেশের লোক অতিশয় চটিয়া গেল। এমন কি, সকলে আসিয়া মহারাজের নিকট উহার নির্ব্বাসনের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রধান মন্ত্রী, রাধগুপ্ত ও তিষ্যরক্ষা সকলেই এই লোকবিরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

শেষে এমনি হইয়া দাঁড়াইল যে রাজপ্রাসাদ মধ্যেও সুষীমের বাস করা দুরূহ হইয়া পড়িল। তখন রাজা অনন্যোপায় হইয়া সুষীমকে তক্ষশীলায় প্রেরণ করিলেন এবং অশোককে রাজধানী প্রত্যাগমনের আদেশ দিলেন।

মাস মধ্যে অশোক আসিয়া পাটলীপুত্রে পৌঁছিলেন। তিনি পৌঁছিবার দুই তিন দিনের মধ্যেই হঠাৎ রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু হইল। হঠাৎ মৃত্যুর কারণ নির্ণয় হইল না। নগরবাসীরা কেহ কেহ "বিষ বিষ" বলিয়া কাণাকাণি করিতে লাগিল, কিন্তু কে দিল কেহই জানে না। দুই এক দিনের মধ্যেই নগরবাসিগণ নূতন অভিষেকে মত্ত হইল। পুরাণ রাজার আকস্মিক মৃত্যুর কথা সকলেই ভুলিয়া গেল। রাধগুপ্ত অশোককে অভিষেক করিলেন; রাধগুপ্ত প্রধান মন্ত্রী হইলেন। অশোকের প্রধান মহিষী পরিষ্যরক্ষিতা পাটরাণী হইয়া সিংহাসনার্দ্ধভাগিনী হইলেন।

কিন্তু সাত আট দিনের মধ্যেই অভি-ষেকের আহ্লাদ ভয়ে পরিণত হইল। সুষীম বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া পাটলীপুত্র অবরোধ করিলেন। অশোকের মন ভ্রাতার সহিত বিবাদ করা উচিত কি না ভাবিয়া চলৎচিত্ত হইল। তিনি কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না, এমন সময়ে তিষ্য-রক্ষা আসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। রাজার মনের অস্থিরতা দেখিয়া বলিলেন,—

"মহারাজ! আমি আপনার মত অবস্থায় পড়িলে এতদিন ফলে ফুলে বাগানের সমস্ত গাছ কাটিয়া পার করিয়া দিতাম।"

তিষ্যরক্ষা যেরূপ দার্ঢ্য সহকারে বাগানের গাছ কাটিয়া পার করিবার কথা বলিলেন তাহাতে অশোকের মনে দার্ঢ্য সম্পাদন করিল। তিনিও বলিয়া উঠিলেন,—

"নাপিতানী! এই চলিলাম, বাগানে একটি গাছ থাকিতে কুঠার ত্যাগ করিব না।"

বলিয়া সশস্ত্রে মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধকার্য্যে অশোক বীরাগ্রগণ্য। তাঁহার ভুজবলে সুষীমসেনা পরাজিত হইল। সুষীমও পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাহার পর চন্দ্রগুপ্তের বংশীয় গর্ভস্থ শিশুরও প্রাণসংহার করিয়া অশোক বিস্তীর্ণ মগধ সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। মাতা সুভদ্রাঙ্গীর একান্ত অনুরোধে স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বীতাশোককে জীবিত রাখিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তিষ্যরক্ষা তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া বৌদ্ধ মঠে আবদ্ধ করিবার পরামর্শ দিল। বীতাশোক শাক্যভিক্ষু হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে ভিক্ষা দ্বারা জীবনাতিপাত করিতে লাগিল।

( ২ )

এইরূপে অশোক রাজা হইলেন, তিষ্যরক্ষা রাজরাণী হইল। সে নাপিত-কন্যা এবং সম্যক্ বিবাহিতাও নহে, এইজন্য সে পাটরাণী হইতে পারিল না। কিন্তু গণকে সে তো পাটরাণী হইবে বলে নাই? সুতরাং সেজন্য তাহার মনের ক্ষোভও নাই। অশোক রাজা হইলেন, তিষ্য রাজরাণী হইল। বাল্যকালাবধি যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দিনরাত্রি চিন্তা করিত, যাহার জন্য ধর্ম্ম অধর্ম্ম পাপ পুণ্য, সকলই অসার বলিয়া বোধ হইত, যাহার জন্য কোন দুষ্কর্ম্ম করিতেই কুণ্ঠিত হয় নাই, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। অশোক রাজা হইলেন, তিষ্য রাজরাণী হইল। উভয়েই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির আমোদে কিছু দিন কাটিয়া গেল, ক্রমে রাজপদ ও রাণীপদ পুরাণ হইয়া উঠিল উভয়েরই ভাবিবার অবসর হইল।

উভয়েই দেখিলেন যে সব ত হইল, কিন্তু আমার কি হইল ? এত কষ্ট করিয়া এত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া এত আত্মীয় বান্ধবের প্রাণনাশ করিয়া এই যে উচ্চপদে আরোহণ করিলাম, ইহাতে আমার নিজের কি হইল ?

অশোকের "নিজের কি হইল" ইহার অর্থ আমার পরকালের কি হইল। তিষ্যরক্ষার "আমার কি হইল" ইহার অর্থ আমার নারীজন্মের সুখ কই হইল।

অশোকের এই ভাবনার ফল বৌদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয় ও জগতে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" প্রচার।

তিষ্যরক্ষার ভাবনার ফল হইল, স্বামীতে তাহার মন উঠিল না। স্বামীর বয়স হইয়াছে, তিনি রাজ-কার্য্যে ব্যস্ত, আবার তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক হইলেন। তিষ্যরক্ষা জানিল এ স্বামী হইতে তাহার নারীজন্মের সুখ হইবে না। সুতরাং সে পরপুরুষ-সহবাসে নারীজন্মের সুখ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

এই সময়ে ভুবনমোহন রূপবান্ কুণাল তাহার নয়ন-পথের পথিক হইল। কুণালের স্নিগ্ধ শ্যামল উজ্জ্বল নয়ন দেখিয়া সে ভুলিয়াছিল। সে কুণালকে পাইবার জন্য বিবিধ বিধানে চেষ্টা করিতে লাগিল। কাঞ্চনমালার সুখ তাহার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। সে প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বদাই কুণালকে চখে চখে রাখিতে লাগিল। তাই আজি সন্ধ্যার সময়ে কৃত্রিম শৈলোপরি দাঁড়াইয়া কুণাল ও কাঞ্চনমালার মালা গাঁথা দেখিতেছিল। তাই সে কাঞ্চনমালার মালাগুলি চুরি করিয়া অভিনয় স্থলে মারবেশী কুণালের পত্নী সাজিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাই সে আজ কুঞ্জমধ্যে এ প্রকার নির্লজ্জভাবে আপনার মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

( ১ )

কুণাল ও কাঞ্চন গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দুজনেরই মনে ভয়ানক আশঙ্কা হইয়াছে, শীঘ্রই বিপদ হইবে, কিন্তু দুজনেরই ভরসা হইয়াছে, যে উহার পরিণাম সদ্ধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে বড় শুভকর হইবে। তাঁহারা সমস্ত পথ কাটাইয়া কাঞ্চনকুটীরের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। দ্বার উদ্ঘাটন করিবা-মাত্র দ্বারের উপর হইতে একখানি ভূর্জ্জপত্র পতিত হইল, তাহাতে এই লেখা আছে,—

"তোমায় আজি আমার বিশেষ প্রয়োজন ; এক-বার তিষ্যরক্ষার কুঞ্জে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও —অভিনয়ান্তে তথায় তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।"

কুণাল দেখিলেন, পাটরাণী পরিষ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর। তখন তিনি আর বিলম্ব না করিয়া কাঞ্চনকে বলিলেন,—

"কাঞ্চন! পাটরাণী আমায় স্মরণ করিয়াছেন, আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি।"

কাঞ্চন বলিলেন "এত রাত্রে পাটরাণী ডাকিবেন কেন?"

"যখন ডাকিয়াছেন, তখন তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য" বলিয়া কুণাল তিষ্যরক্ষার কুঞ্জাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

কাঞ্চন ভাবিলেন, রাজবাড়ীতে কেবল ভয়-ভাবনা আর বিচ্ছেদ ও অধর্ম্ম। ইহা অপেক্ষা বনে বনে ভ্রমণ ভাল না কি? ভাবিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কুণালও দ্রুতপদে কুঞ্জ মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

( ২ )

তিষ্যরক্ষাই বাস্তবিক যত নষ্টের গোড়া। সে পরিষ্যরক্ষিতার গৃহ হইতে ঐ পত্রখানি চুরি করিয়াছিল, গোপনীয় পত্র বলিয়া তাহাতে শিরোনাম ছিল না। চুরি করিয়া সে নিজেই পত্রখানি কুণালের দ্বারের চৌকাঠে লাগাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, অভিনয়ের পর এই উপায়ে আবার কুণালকে কুঞ্জ মধ্যে পাইবে; এবং সেই সুযোগে আপনার অভীষ্টসিদ্ধির সুবিধা করিয়া লইবে। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সাধনের এক বড় বিঘ্ন উপস্থিত হইল। অভিনয় শেষ হইলে রাজা বলিলেন,—

"তিষ্যরক্ষে প্রেয়সি! আজি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তুমি আমায় বড় সন্তুষ্ট করিয়াছ। আজি আমি তোমার মহলেই রাত্রিযাপন করিব।"

তিষ্যরক্ষা মুখে মহা আনন্দসহকারে বলিল, "মহারাজ! দাসীর প্রতি ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি অনুগ্রহ হইতে পারে?"

কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল, এবং কি উপায়ে বৃদ্ধ রাজাকে শীঘ্র ঘুম পাড়াইয়া নিজের পাপ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য শীঘ্র পলায়ন করিতে পারে, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন, "আমি তোমার গৃহে যাইব শুনিয়া হঠাৎ এমন অন্যমনস্ক হইলে কেন?"

দুষ্টবুদ্ধি তিষ্যরক্ষা অমনি বলিল, "মহারাজ! আমার ইচ্ছা অদ্যরাত্রে শয়ন করিব না। বহুকাল অসদ্ধর্ম্মে কাটাইয়াছি,কখন বৌদ্ধ দেবায়তন দেখি নাই, তাই মনে করিতেছিলাম, দীক্ষা লইয়া একবার রাজপ্রাসাদের ও নগরের মঠগুলি নমস্কার করিয়া আসি।"

রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"প্রেয়সি! তুমি অত্যন্ত সাধু সংকল্প করিয়াছ।

অতএব আমি আর তোমার মহলে যাইব না, আমি নিজ মহলেই যাই।”

তিষ্যরক্ষা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল,—

“স্বামিন্! দেবদর্শন অপেক্ষা স্বামি-পাদদর্শন অধিক বাঞ্ছনীয়। অতএব আপনি যদি আজি আমার মহলে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে অতি সত্বর দেবদর্শন সমাপন করিয়া স্বামিপাদ দর্শন করিব, তাহাতে অনেক পাপ বিনষ্ট হইবে এবং সদ্ধর্ম্ম গ্রহণের বিশেষ অধিকারী হইব।”

রাজা মহা আহ্লাদিত চিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং শতমুখে তিষ্যরক্ষার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

( ৩ )

কোনরূপে রাজাকে শয়ন করাইয়া তিষ্যরক্ষা তাড়াতাড়ি কুঞ্জের মধ্যে উপস্থিত হইল। দেখিল, কুণাল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন,এবং চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

তিষ্যরক্ষা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিষ্যরক্ষাকে দেখিয়া কুণালের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—

"তবে তুমিই কি চক্র করিয়া আমাকে এখানে আনাইয়াছ?"

তিষ্যরক্ষা হাসিতে হাসিতে কহিল,—

"হাঁ, আনাইয়াছি। আমি পরিষ্যরক্ষিতার পত্রখানি চুরি করিয়া তোমারদ্বারে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। উহা গোপনীয় পত্র, উহাতে শিরোনামা ছিল না বলিয়া আমার বড়ই সুবিধা হই-

য়াছে। সে যাহা হউক, আমি তোমার জন্য এত করিতেছি, তোমার মন কি কিছুতেই বিচলিত হয় না? এইমাত্র বৃদ্ধপতিকে বঞ্চনা করিয়া তোমার নিকট আসিতেছি, তুমি এত কঠিন কেন?"

কুণাল অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া তথা হইতে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তিষ্যরক্ষা দৌড়িয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বলিল,—

"যখন তুমি আসিয়াছ, যখন তোমায় একবার পাইয়াছি, তোমায় আমার কতকগুলি কথা শুনিতে হইবে। নহিলে আমি ছাড়িব না, এখনি চীৎকার করিয়া উঠিয়া মহারাজের নিদ্রা ভঙ্গ করিব।"

কুণাল বড় বিপদে পড়িলেন। উহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াও যাইতে পারেন না, অথচ রাগে সর্ব্বাঙ্গ শরীর জ্বলিতেছে, বলিলেন,—

"বল, কিন্তু আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না।"

তিষ্যরক্ষা বলিল,—

"আচ্ছা শুন, রাজার উপর আমার প্রভাব দেখিলে তো? এক মুহূর্ত্তে আমি রাজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র হইয়াছি। তুমি আমার নিকট যাহা চাহিবে আমি তাহাই দেওয়াইতে পারিব। তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও। যদি না হও, আমি রাজাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার কাঞ্চনমালার সর্ব্বনাশ করিব।"

কুণাল বলিলেন,—

"সে যাহা করিবার করিও, এখন আমায় ছাড়িয়া দেও।"

তিষ্যরক্ষা বলিলেন,—

"তবে জানিও, রাজপুরী মধ্যে আমি তোমার পরম শত্রু রহিলাম।"

কুণাল বলিলেন,—

"থাক, তাহাতে আমার কিছু ক্ষতি নাই। তোমার আর কিছু বলিবার আছে?"

"না, কিন্তু আর একদিন তোমায় আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে।"

"সে যখন হইবার তখন হইবে, এখন আমায় পথ ছাড়িয়া দেও।"

এমন সময় দূরে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। তিষ্যরক্ষা বুঝিল, পরিষ্যরক্ষিতা এই কুঞ্জে আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি সরিয়া একটী নিবিড় লতার মধ্যে প্রবেশ করিল, কুণালকে বলিল,—

"তুমি পলাও।"

( ৪ )

পরিষ্যরক্ষিতা লতাগৃহে প্রবেশ করিয়া মহামাত্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—

“আজি কি কি ঘটনা হইল?” ব্রাহ্মণ সমস্ত আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল। তিষ্যরক্ষা বৌদ্ধ হইয়াছে শুনিয়াই পাটরাণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—

“সে কি!!! সে যে আমার ডান্ হাত।”

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—

“তাহার অভিপ্রায় তো বুঝিতে পারিলাম না।”

পাটরাণী বলিলেন,—

“তবে তো কাহাকেও বিশ্বাস নাই? আমাদের কাজকর্ম্ম অতি গোপনে করিতে হইবে। তুমি কি পরামর্শ বল?”

ব্রা। “গোপনে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু কিসে এ বিধর্ম্ম স্রোতঃ রোধ হয়?”

পা। দেবতারা নিজেই রক্ষা করিবেন। কিন্তু আপাততঃ কি করিলে লোকের মন ফিরান যায়?

ব্রা। যেখানে যেখানে ব্রাহ্মণ প্রবল সেইখানে সেইখানেই বিদ্রোহ হইবে।

পা। কিন্তু অশোক রাজার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিবে কি?

ব্রা। সকলে একত্র হইলে কি হয় বলা যায় না। কিন্তু সকলের একত্র হইবার সম্ভাবনা বড়ই অল্প। ব্রাহ্মণেরা যে সকলেই স্ব স্ব প্রধান!

পা। বিদ্রোহের কথায় আমাদের কাজ নাই। অন্য কিছু উপায় আছে বলিতে পার?

ব্রা। এক উপায় আছে। আমরা বোধি-দ্রুমটী লুকাইয়া ফেলি। তাহার পর দিন দেশময় রাষ্ট্র করিয়া দিব, যে বিধর্ম্মীদের বটগাছ দেবতারা নষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

পা। কিন্তু তাহা কি প্রকারে করিবেন? সেখানে অনেক পাহারা আছে।

ব্রা। সে ভার আমার। বৃক্ষ অদৃশ্য হইলে লোকে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবে এবং বিধর্ম্মীর মুখে চুনকালী পড়িবে।

এই প্রস্তাবে উভয়ে সম্মত হইয়া দণ্ড দুই রাত্রি থাকিতে ফিরিয়া গেঁল। উভয়ে দিব্য করিয়া গেল, কাহাকেও এ কথা প্রকাশ করিবে না। তাহার পর প্রয়োজন' হয় নগর মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামাও লাগাইয়া দিবে।' কিন্তু এই দুজন ছাড়া আর কাহারও কাণে উঠিবেঁ না।

তিষ্যরক্ষা বনান্তরালে বসিয়া সমস্ত শুনিল। শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল,—

"আর কাজ নাই।"

আবার,—

"যদি অভীষ্টই সিদ্ধ না হইল তবে জীবনেরই প্রয়োজন কি?"

এইরূপে কুণালের কথা ভাবিতে ভাবিতে

পরিষ্যরক্ষিতা ও ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়িল। তখন পাপীয়সী ভাবিল,—

"এই পরিষ্যরক্ষিতাকে তাড়াইয়া পাটরাণী হইবার বড়ই সুবিধা হইয়াছে। পাটরাণী হইলে, পরিষ্যরক্ষিতা অপেক্ষা আমার অনেক অধিক ক্ষমতা হইবে। যদি পাটরাণী হইতে পারি, কুণা-লকে আয়ত্ত করিবার অনেক সুবিধা হইবে। আমি পাটরাণী হইলে, আমিই রাজা, আমিই মন্ত্রী, এবং আমিই সেনাপতি হইব। তখন আর এক-বার দেখিব।"

পরিষ্যরক্ষিতার সর্ব্বনাশ করিয়া পাটরাণী হইবে আপাততঃ ইহাই তাহার সঙ্কল্প হইল। সে কিছুকালের মত কুণালকে বিস্মৃত হইবে বলিয়া মন বাঁধিল।

( ৮ )

কুণাল নিজগৃহে ফিরিয়া দ্বার খুলিলেন। খুলিয়াই দেখিলেন, কাঞ্চনমালা স্বপ্নে কাঁদিয়া বলিতেছে,—

"তুমি কোথায় নাথ! তুমি কোথায় নাথ!"

কুণাল শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, কাঞ্চনের শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছে। সে যেন কোন বিষম স্বপ্ন দেখিয়া বিহ্বল ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কুণাল আস্তে আস্তে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আস্তে আস্তে উহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—

"এই যে কাঞ্চন, আমি এসেছি।"

কাঞ্চন কাঁদিয়া বলিল,—

"ওকি, তুমি যে পথ দেখিতে পাইতেছ না? তুমি যে অন্ধ হইয়াছ!"

কুণাল আবার বলিল,—

"কই কাঞ্চন, আমার ত দিব্য চক্ষু রহিয়াছে ?"

"না, না, তুমি অন্ধ হইয়াছ বই কি ? চল, এখানে আর কাজ নাই। ঐ দেখ, ভগবান্ ডাকিতেছেন। আমি লাঠি ধরি তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে এস। আস্তে আস্তে ! নহিলে উঁচট খাইয়া পড়িবে।"

কুণাল দেখিলেন, কাঞ্চনমালা বড়ই যন্ত্রণা পাইতেছে। উহার অনাবৃত শ্বেতবক্ষ তরঙ্গাভিহত গঙ্গাসলিলের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তিনি আস্তে আস্তে উহার গায়ে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া উহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। সহসা নিদ্রাভঙ্গ করিতে সাহস হইল না। ভাবিলেন,—

"সমস্ত দিন উৎকণ্ঠার পর একটু ঘুমাইতেছে। ঘুম ভাঙ্গাব কি ?"

অনেকক্ষণ গায়ে হাত বুলাইয়া দেখিলেন, স্বপ্নের কষ্ট নিবারণ হইল না। কাঞ্চন বারম্বার দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। উহার বুক আরও ফুলিয়া উঠিতে লাগিল! তখন আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে—অতি ধীরে নিদ্রাভঙ্গ করিলেন।

ঘুম ভাঙ্গিলেই কাঞ্চনের একটু সুস্থ বোধ হইল। কিন্তু তখনও হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল,—

"নাথ! করিলে কি? এ যে শেষ রাত্রের স্বপ্ন?"

কুণাল বলিলেন,—

"তা হোক্, তুমি আবার ঘুমাইবার চেষ্টা কর।"

বলিয়া উভয়েই শয়ন করিলেন। কুণাল অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সহজেই ঘুম আসিল। কিন্তু কাঞ্চন অনেক চেষ্টা করিয়াও ঘুমাইতে পারিল না। তাহার প্রাণ হুহু করিতে লাগিল। বার বার প্রাণনাথকে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনের ভয় ও উদ্বেগ দূর হইল না।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

( ১ )

রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তিষ্যরক্ষা আপন মহলে আসিয়া জুটিল। দেখিল, মহারাজের এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। সে আর নিজে ঘুমাইল না। রাজার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল। পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণে নিজের এক একবার ঢুলনি আসিতে লাগিল, অতি কষ্টে তাহা সম্বরণ করিয়া রাজার নিদ্রাভঙ্গের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একবার অঞ্চল পাতিয়া রাজার পদপ্রান্তে শয়ন করিল। আবার উঠিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বেই মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি দেখিলেন, তিষ্যরক্ষা তাঁহার

পদসেবা করিতেছে; উঠিয়াই রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি এখনও ঘুমাও নাই!!"

"না মহারাজ, আমার আর ঘুমাইবার যো নাই।"

"সে কি, যো নাই কেন?" তুমি বুঝি এই ঠাকুর দেখিয়া আসিতেছ?"

"না মহারাজ, আমার ঠাকুর দেখিতে যাওয়া হয় নাই।"

"আমি তো দেখিলাম, তুমি বাহির হইয়া গেলে?"

"গিয়াছিলাম বটে; তখনই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।"

"আসিতে হইয়াছে! ইচ্ছাপূর্ব্বক আইস নাই?"

"না মহারাজ, সে সব কথায় কাজ নাই" বলিয়া তিষ্যরক্ষা তাড়াতাড়ি স্বহস্তে রাজার মুখ প্রক্ষালনার্থ সুগন্ধি বারি আনিয়া দিল, এবং

তাঁহার মুখাদি প্রক্ষালনের জন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া উদ্যোগ করিতে লাগিল।

রাত্রে কি স্বপ্ন দেখিয়া রাজার মন বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। তিষ্যরক্ষার কথায় তাঁহার মন আরো ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি উহার কার্য্যে বাধা দিয়া বলিলেন,—

"তুমি বল, কেন তোমায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে?"

"সে অতি সামান্য কারণ, আমি ভয় পাইয়াছিলাম।"

"না, না, তুমি গোপন করিতেছ। ঠিক করিয়া বল কি হইয়াছে।"

"কিছু নয়," বলিয়া তিষ্যরক্ষা আবার রাজার মুখ প্রক্ষালনার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিল। রাজা বলিলেন,—

"না বলিলে আমি ছাড়িব না; তোমায় বলিতেই হইবে।"

"সত্যই মহারাজ আমার ভয় লাগিয়াছিল।"

"কিসের জন্য ভয় লাগিল?"

"মহারাজ, আমি মহল হইতে বাহির হইয়া আমার বাগানের সীমা পার হইতে না হইতেই দেখি, আমারই কুঞ্জমধ্যে জনকতক লোক বসিয়া কি বলাবলি করিতেছে। আমার অত্যন্ত ভয় হইল। তাহার পর দেখি, দুই তিনজন লোক আমার বাড়ীর দিকে আসিতেছে। মহারাজ এখানে একাকী শয়ন করিয়া আছেন, সুতরাং আমার বড় ভয় হইল। আমি ঘুরিয়া অন্যপথে বাড়ীমধ্যে আসিবার চেষ্টা করিলাম, দেখিলাম সকল পথেই দুইএকজন দুই একজন লোক। হঠাৎ কতকগুলা শুষ্ক পাতা আমার পায়ে লাগিল। তাহার মধ্যে একটা কি ঠাণ্ডা জিনিস বোধ করিলাম, আস্তে আস্তে তুলিলাম; তুলিয়া দেখি ছোরা। তখন আর আমার সন্দেহ রহিল না। ভয়ে প্রাণ হাঁপাইতে লাগিল।

ভাবিলাম, মহারাজ আমার মহলে একা শয়ন করিয়া আছেন।”

“অ্যাঁ, শুষ্ক পাতার মধ্যে ছোরা পেলে!!!”

“তাই পাইয়াই তো আমার আরো ভয় হইল; আমি একটু থতমত থাইয়া রহিলাম। শেষ ভাবিলাম, মহারাজ একাকী শুইয়া রহিয়াছেন, আমার কোথাও যাওয়া উচিত নয়।”

“তোমার কি বোধ হয়, আমারই উপর তাহাদের রাগ?”

“কেমন করিয়া জানিব মহারাজ? আমি তো সেই ছোরা সহায় করিয়া, সাহসে ভর করিয়া দরজার দিকে দৌড়িলাম। যাহারা আমার বাড়ীর দিকে আসিতেছিল, তাহারা আমায় তাড়া করিল। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ঝনাৎ করিয়া দরজা ফেলিয়া হুড়্‌কা দিলাম। সে শব্দ কি শুনিতে পান্‌ নাই?”

রাজাও স্বপ্নে কি একটা শব্দ শুনিয়াছিলেন, বলিলেন,—

"ঝনাৎ শব্দ শুনি নাই, একটা কি হড়্ হড়্ হড়্ হড়্ শব্দ শুনিয়াছিলাম।"

"তবে আপনি হুড়কা দিবার শব্দ শুনিয়াছিলেন।"

রাজা অন্যমনস্ক হইয়া বলিলেন,—

"হবে।"

তিষ্যরক্ষা আবার তাঁহার মুখ প্রক্ষালনাদির উদ্যোগ করিতে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন রাজা সম্বিৎ হইলেন, তিষ্যরক্ষাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—

"কে কে লোক আসিয়াছিল, কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছ কি?"

"না, মহারাজ, কাহাকেও চিনিতে পারি নাই।"

"তাহাদের বেশ কিরূপ ছিল?"

"একে আমার ভয়ে ধাঁদা লাগিয়াছিল, তাহার পর জ্যোৎস্নালোকে সবই চকচকে দেখাইতেছিল।"

"কয়েকজন লোককে এদিক ওদিক দিয়া দেখিলে, কে কোন্ দিক্ দিয়ে আসিল মনে হয় ?"

"দুই একজন লোক কাঞ্চনকুটীরের দিক্ দিয়া আসিয়াছিল।"

"কাঞ্চনকুটীরের দিক দিয়া! ব্যাপারখানা কিছু বুঝ্‌তে পারিতেছি না। যাহোক্, তুমি আমায় ডাক নাই কেন ?"

"প্রথমে দরজা দিয়াই তো খানিকক্ষণ অজ্ঞানের মত পড়িয়া রহিলাম। তাহার পর আসিয়া দেখিয়া গেলাম, মহারাজ নিদ্রাগত আছেন, বাড়ীর ভিতরে কোন গোলযোগ নাই। একবার ভাবিলাম, মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ করি; আবার ভাবিলাম, ছাদের উপর হইতে দেখিয়া আসি; বিশেষ বাড়াবাড়ি দেখিলে মহারাজকে জাগাইব।"

"তুমি ছাদে উঠিয়াছিলে ? কিছু দেখিতে পাইয়াছ ?"

"কিছুই না।"

"একবারে কিছু না? এত লোক সব তবে কোথায় গেল?"

"কেবল বোধ হইল যেন দুজন একজন লোক পাটরাণীর মহলের কাছ দিয়া কোথায় গেল।"

"পাটরাণীর মহলের দিক্ দিয়া গেল, না মহলে গেল?"

"ঠিক্ বলিতে পারিতেছি না; সেই পর্য্যন্তই গেল, তার পর তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না।"

"আমার একটা বড় সন্দেহ হইতেছে।"

"আমি তো মহারাজ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; রাত্রে আমার বড় ভয় হইয়াছিল।"

মহারাজ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"ভয়ের তো খুবই কারণ আছে দেখিতেছি।" বলিয়া মহারাজ সত্বর রাধগুপ্তকে ডাকাইয়া তাহাকে এই ব্যাপারের তথ্য অনুসন্ধানের ভার

দিয়া প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিষ্যরক্ষা আপত্তি করিল, যে তাহার মহলে বসিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান না হয়। রাজা তাহার সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না।

( ২ )

রাজা চলিয়া গেলে, রাধগুপ্ত রাণীকে ইঙ্গিত করিয়া একটু নিভৃত স্থানে গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এ আবার কি খেলা খেলিতেছ?"

"বুঝিতেছ না কি?"

"কার মাথা খেতে হবে?"

"পরিষ্যরক্ষিতার প্রথম, আর কুণালের যদি পারি।"

"পরিষ্যরক্ষিতার কি অপরাধ? পাটরাণী হবার সখ হয়েছে না কি?"

"কণ্টক দূর করাই ভাল।"

"কুণালের উপর অত্যাচার কেন?"

"রাজা বৌদ্ধ হইয়া অবধি উহার উপর বড় ভক্তি, উহাকে বিদায় করা প্রয়োজন।"

"আবার তক্ষশীলায় না কি?"

"বিম্বিসার বংশের কোন্ ছেলে তক্ষশীলার জল না খেয়েছে?"

"বুঝিলাম। আপাততঃ তবে কুণাল আর পরিষ্যরক্ষিতাকে ধরে আস্তে হচ্ছে?"

"শুধু তাই নয়, আর জনকত লোক যারা পড়লেই কথাটা বুঝ্‌তে পারে, আর কিছুতেই ডরায় না, এমন চার পাঁচজন লোকও সেই সঙ্গে।"

( ৩ )

রাধগুপ্ত অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া মহা-রাজাকে সংবাদ দিল,

"কিছুই তো ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারি-লাম না।"

রাজা অত্যন্ত উৎসুকচিত্তে তাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার পর কিছুই সন্ধান পাইল না শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়া উঠি-লেন,—

"আমার বাড়ীর মধ্যে আমার দ্বারদেশে কতকগুলা লোক জমায়েত হইল, তোমরা ইহার কিছুই সন্ধান করিতে পারিলে না? তোমাদের মত মন্ত্রী লইয়া রাজ্য করা বিড়ম্বনামাত্র।"

রাধগুপ্ত অবনতবদনে অধোমুখে বলিতে লাগিলেন,—

"মহারাজ, আমি তো কিছুই সন্ধান পাইলাম

না, কিন্তু আপনি সত্বরই সন্ধান পাইতে পারেন। যাহারা জমায়েত হইয়াছিল তাহাদের কেহ কেহ কাঞ্চনকুটীরের দিকে, কেহ কেহ পাটরাণীর মহলের দিকে গিয়াছে। আপনি ইহাদের কাহাকেও যদি আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, অনেক সংবাদ পাইতে পারেন। আমি উহাদের ভৃত্য কঞ্চুকীবর্গকে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারা কেহই কিছু বলে না।"

"বলে না, তাহাদের মুণ্ডপাত করিতে হইবে। কঞ্চুকী! শীঘ্র যাইয়া কুণাল ও পরিষ্যরক্ষিতাকে কহ যে রাজা অশোক আপনাদের স্মরণ করিতেছেন।"

কঞ্চুকী দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রাজা, মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষা গত রাত্রের ঘটনাবলীর বিষয় কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষা রাজার ভয় ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করিয়া দিতে লাগিলেন।

( ৪ )

কঞ্চুকী কাঞ্চন-কুটীরে প্রবেশ করিবামাত্র টিক্‌-টিকি "টিক্ টিক্ টিক্" শব্দ করিয়া উঠিল, বামভাগে কাক সকল "আকা আকা আকা" করিয়া বিকট শব্দ করিয়া উঠিল, আর মৎস্যাহারক গৃধ্রের মুখ-চ্যুত রক্তবিন্দু কাঞ্চনের সম্মুখে পতিত হইল। কাঞ্চন কুণালের জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে চারিদিকে নেত্রনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই কঞ্চু-কীকে দেখিতে পাইলেন, বোধ হইল যেন যমদূত। তিনি ত্বরায় কুণালের পার্শ্বে যাইয়া লুকাইলেন। কঞ্চুকী কুণালকে রাজাদেশ বিজ্ঞাপন করিল। কাঞ্চন শুনিয়া আরও উৎকণ্ঠিত হইল। কুণালও একটু উৎকণ্ঠিত হইলেন। কুণাল উৎকণ্ঠিতচিত্তে রাজসমীপে যাইতে লাগিলেন, কাঞ্চন পথ পানে তাকাইয়া রহিল। কুণাল নয়নের অন্তরাল হইলে সে বসিয়া পড়িল, ভাবিল "বুঝি আর দেখা হইবে না।"

( ৫ )

কুণাল রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠিত ভাব বিশুষ্ক মুখ দেখিয়া রাজারও বিস্ময় ও ত্রাস হইল। রাজা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কালি কতকগুলি লোক কোন গুপ্ত অভিপ্রায়ে এই বাড়ীর বাগানে জমায়েত হইয়াছিল, তাহাদের হাতে অস্ত্রাদিও ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার বাড়ীর দিকে বা দিক্ দিয়া গিয়াছে। তাহারা কে তুমি জান?"

"না মহারাজ, আমি নিজেই তিষ্যরক্ষা দেবীর কুঞ্জে কালি আসিয়াছিলাম।"

"তুমি?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"সশস্ত্রে?"

"যে বেশে অভিনয়ে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়াছিলাম সেই বেশে।"

"তুমি তবে অভিনয়ান্তে নিজ গৃহে যাও নাই ?"

"গিয়াছিলাম, তথায় এক পত্র পাইলাম।"

"পত্র কাহার ?"

"হস্তাক্ষরে বোধ হইল পরিষ্যরক্ষিতার।"

"পরিষ্যরক্ষিতার ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

মন্ত্রী বলিল "যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে, তিনি সদ্ধর্ম্মের বড়ই দ্বেষবতী।"

এমন সময়ে প্রতীহারী পরিষ্যরক্ষিতার আগমন সংবাদ রাজার গোচর করিল, রাজা যথোচিত সম্বর্দ্ধনা সহকারে তাহাকে পার্শ্বে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "দেবী! আপনি কল্য কুণালকে তিষ্যরক্ষার কুঞ্জে আসিতে বলিয়াছিলেন ?"

"কুণালকে ? কই না।"

রাজা মন্ত্রীর মুখপানে চাহিলেন। কুণালকে বলিলেন "কই সে পত্র ?"

"কোথায় ফেলিয়াছি মনে নাই,—"

মন্ত্রী বলিল "ওরূপ কথায় এখানে হইবে না, স্বরূপ বল। রাজার নিদ্রাগৃহের নীচে সশস্ত্রে লোক আসিয়াছিল, তাহার প্রমাণ তোমার পত্র।"

রাজা বলিলেন, "একি কুণাল, তোমার পিতার যাহারা সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিল, তাহাদের আজি বিচার হইবে, তুমি কোথায় আগ্রসহকারে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ সন্ধান করিয়া দিবে, না তুমিই তাহাদের প্রশ্রয় দিতেছ!"

কু। আমি নির্দ্দোষ, আমি কাহাকেও প্রশ্রয় দিতেছি না; কিন্তু আপনি তো আমার সব কথা শুনিলেন না?

রা। এ বিষয়ে তোমার কি কথা থাকিতে পারে তাহা আমি জানি না।

কু। কথাটী এই, পত্রখানি যদিও পরিষ্যরক্ষি-তার হস্তাক্ষর, কিন্তু সেখানি তিষ্যরক্ষা পাঠাই-য়াছেন।

মন্ত্রী বলিলেন,—

"তাহার প্রমাণ ?"

কু। তিষ্যরক্ষা ঠাকুরাণী কাল আমাকে তাহা কুঞ্জগৃহে বলিয়াছেন।

রা। তবে তিষ্যরক্ষার সহিত কাল তোমার কুঞ্জগৃহে সাক্ষাৎ হইয়াছিল!!

কু। হইয়াছিল।

রাজা বিরক্তভাবে তিষ্যরক্ষার মুখপানে চাহিলেন। তিষ্যরক্ষার মুখ শুকাইয়া উঠিল। সে বলিল—

"মহারাজ! ভয়ে আপনাকে আমি সকল কথা বলিতে পারি নাই। আমি বৌদ্ধ দেবায়তন দর্শনের সঙ্গী কুণালকেই স্থির করিয়াছিলাম, এবং উহাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম।"

রাজা বলিলেন,—

"পরিষ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর কোথা হইতে আসিল ?"

তিষ্যরক্ষা অম্লানমুখে বলিল—

"উনি বিনা স্বাক্ষর, বিনা শিরোনামা অনেক পত্র প্রত্যহ পাঠাইয়া থাকেন।"

পরিষ্যরক্ষিতা আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"মহারাজ, আমি আর এখানে থাকিতে পারি না। আমি দেখিতেছি, আপনি বৌদ্ধ হইয়া অবধি আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, কুচক্রী লোকে সেই সুযোগে আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে। মহারাজ, আপনি বিচারকর্ত্তা, সুবিচার করুন, আমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই।" বলিয়া ব্যস্তভাবে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কুণাল কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। রাজা, মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষা কিয়ৎক্ষণ পরস্পর চাহাচাহি করিতে লাগিল। তিষ্যরক্ষা বলিল, "আরো আছে টের পাবেন।"

রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে পরিষ্যরক্ষিতাই

তাঁহায় প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের কথা কহিবার পূর্ব্বেই নগরমধ্যে মহা কোলাহলধ্বনি হইয়া উঠিল। প্রকাণ্ড দাঙ্গা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সকলে ব্যস্ত হইয়া ছাদের উপর উঠিলেন। গিয়া দেখিলেন, কুক্কুটারাম ভস্মীভূত হইতেছে। রাজা তিষ্যরক্ষার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

"এও কি উহার কাণ্ড না কি ?"

তিষ্যরক্ষা বলিল "বিচারে যাহা হয় করিবেন, আমার কোন কথায় কাজ নাই।"

রাজা ক্রোধে অন্ধ হইয়া মন্ত্রীর প্রতি পরিষ্যরক্ষিতার ঘর ঘেরাও করিতে আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং কুণাল সমভিব্যাহারে দাঙ্গা হঙ্গাম নিবারণার্থ নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

( ৬ )

এরূপ মহামারীর সময় তিষ্যরক্ষা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে পুরুষের বেশ ধারণ করিল, দশ বার জন সৈনিক সংগ্রহ করিল, করিয়া একবারে হাঙ্গামাস্থল ভেদ করিয়া মহামাত্য ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ দাঙ্গা হাঙ্গামা সমস্ত বাধাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছে, যেন কিছুই জানে না। তিষ্যরক্ষা হঠাৎ লোক সঙ্গে তাহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। মহামাত্য একটু ব্যস্ত হইলেন। তখন তিষ্যরক্ষা বলিল,—

"আমার পুরুষের বেশ দেখিতেছ, আমি পুরুষ নহি, আমার নাম তিষ্যরক্ষা। আমার কুঞ্জে বসিয়া পাটরাণীর সহিত যে পরামর্শ করিয়াছ, তাহা আমি শুনিয়াছি। তুমিই এই দাঙ্গা হঙ্গা-

মের মূল আমি জানি, এবং রাজাকে বলিয়াছি। তুমি যদি প্রাণ চাও, গাছটী কোথায় দেখাইয়া দেও। যদি দেখাইয়া দেও তোমায় নির্ব্বিবাদে নগরের বাহির করিয়া দিয়া আসিব। যদি না দেও তবে এখনি তোমায় রাজার নিকট লইয়া যাইব। লইয়া গিযা তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়াইব। জান, বৌদ্ধ রাজার দেশে ব্রাহ্মণ আর অবধ্য নয়।"

ব্রাহ্মণ ভযে ত্রাসে শঙ্কায় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। একটী কথাও কহিতে পারিল না। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহাকে একটী সুড়ঙ্গের মুখ দেখাইয়া দিল। তিষ্যরক্ষা তাহাকে সঙ্গে করিয়া নগবের বাহিরে লইয়া গেল। সেখানে ব্রাহ্মণের কথা ফুটিল। ইতি-পূর্ব্বেই পবিষ্যরক্ষিতার কি দশা হইয়াছে তিষ্যরক্ষা তাহাকে শুনাইযাছিল। সে করযোড়ে নানা প্রকার বিশ্লিষ্ট বাক্যপরম্পরা সৃজন করিয়া তিষ্য-রক্ষার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল।

তিষ্যরক্ষা তাহাকে গঙ্গাতীরে শপথ করাইয়া লইল যে "অদ্যাবধি আমি যা বলিব তুমি তাহাই করিবে।"

শপথ শেষ হইলে তিষ্যরক্ষা বলিল,—

"কুঞ্জরকর্ণ, তুমি তক্ষশীলায় যাও। তোমায় আমার বিস্তর প্রয়োজন আছে। আমি প্রাণপণে তোমার ভাল করিব।"

কুঞ্জরকর্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

তিষ্যরক্ষা স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

( ৭ )

অশোক ও কুণালের প্রতাপে দাঙ্গা হঙ্গাম শীঘ্রই শমিত হইল। কুক্কুটারামের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের কি ঘোর অপযশ! ব্রাহ্মণদের দেবতা কি জাগ্রত! নাস্তিকদের সেই বটগাছ দেবতারা হরণ করিয়াছেন। তাহা আর পাওয়া গেল না। রাজা অশোক, কুণাল, উপগুপ্ত প্রভৃতি বহু সংখ্যক প্রধান প্রধান বৌদ্ধ বিষণ্ণ-বদনে, অনাহারে, যেখানে বৃক্ষ ছিল, তাহার চারি দিকে বসিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে তিষ্যরক্ষা মহারাজের সংবাদ লইবার জন্য বার বার লোক পাঠাইতে লাগিল। রাজা আসিলেন না। তিষ্যরক্ষা রাজদর্শনের প্রার্থনা জানাইল। রাজা সম্মত হইলে, তিনি বোধিমণ্ডপে গমন করিলেন, এবং তথায় অন্য লোকেও যেরূপ

বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে, তিনিও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিষ্যরক্ষা কহিল,—

"মহারাজ! ভগবান অবলোকিতেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। আমি এখনি ঋদ্ধিবলে সেই বোধিবৃক্ষ দেবভবন হইতে পুনরানয়ন করিব। আপনারা আর কিয়ৎক্ষণ কোন মঠায়তনে গিয়া ধ্যানমগ্ন থাকুন।"

তিষ্যরক্ষা যেখানে বৃক্ষ ছিল সেইখানে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইল, বোধিবৃক্ষ অল্পে অল্পে উঠিতে লাগিল। ভূখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া বোধিদ্রুম স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে তিষ্যরক্ষার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। বৃক্ষ ক্রমে ক্রমে যথাস্থানে স্থাপিত হইল। দেবপূজকদিগের মুখ কালিমাবর্ণ হইল। বৌদ্ধদিগের জয়ধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

অশোকাদি বৌদ্ধমণ্ডলী তিষ্যরক্ষার চারিদিকে

দাঁড়াইয়া তাহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। উপগুপ্ত এই সভাস্থলে তিষ্যরক্ষাকে অর্হৎ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন, এবং অর্হতী দীক্ষা দিয়া আপনার জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী তখন এই ঋদ্ধিমতী পতিপরায়ণা ধর্ম্মানুরাগিণী, রমণীকুলললামভূতা কামিনীকে সদ্ধর্ম্ম-বিদ্বেষিণী পতিপ্রাণহারিণী, ষড়যন্ত্রকারিণী পরিষ্যরক্ষিতার পরিবর্ত্তে পাটরাণী করিবার প্রস্তাব করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্থির হইল তিষ্যরক্ষা পাটরাণী হইবেন; এবং পরিষ্যরক্ষিতা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের দুর্গে অবরুদ্ধ হইবেন।

( ৮ )

এই জয়োল্লাসের মধ্যে তিষ্যরক্ষা পুনঃ পুনঃ কুণালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন কুণালের মুখে সেই ঘৃণা, সেই অবজ্ঞা ও সেই বিতৃষ্ণা।

রাজা বা উপগুপ্তের সহিত কুণালের মতান্তর হইলেই কুণালের পক্ষ সমর্থন করিত; যাহাতে সদ্ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়, যাহাতে দেশে দেশে অর্হৎগণ প্রেরিত হয়, যাহাতে "ভিক্ষুদের" সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যাহাতে "শ্রমণদিগের" বিদ্যোন্নতি হয়, যাহাতে "শ্রাবক" সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, যাহাতে বহুসংখ্যক মঠ স্থাপিত হয়, যাহাতে "চৈত্য" সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে বুদ্ধদেবের লীলাভূমি সকলের সমুচিত সম্মান হয়, যাহাতে বাৎসরিক বিজ্ঞান সভার উন্নতি হয়, যাহাতে চিকিৎসালয় ও পশু-চিকিৎসালয় প্রভৃতি সংস্থাপিত হয়, যাহাতে বুদ্ধদেবের নখ কেশাদি সুসংরক্ষিত হয়, যাহাতে "দন্তযাত্রাদি" উৎসবের শ্রীবৃদ্ধি হয়, যাহাতে ধর্ম্মের, সঙ্ঘের ও বুদ্ধের প্রতি লোকের মন আকর্ষিত হয়, সেই সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বপ্রযত্নে কুণালকে সাহায্য করিত। যাহাতে তাহার প্রতি কুণালের শ্রদ্ধা জন্মে, তদ্বিষয়ে সে কিছু মাত্র ত্রুটি করিত না।

( ২ )

কাঞ্চনমালা এই সভার কেহই নহেন। তিনি সভায় আসিতেন; কুণাল, তিষ্যরক্ষা ও উপগুপ্তের সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিতেন। কিন্তু তিনি রাজবাটীতে প্রায় থাকিতেন না। তিনি দিবারাত্রি হীনবেশে নগরমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেন, "ভিক্ষুক-দিগকে" ভিক্ষা দিতেন, বালক বালিকাদিগের সহিত মিলিয়া সদ্ধর্ম্মে তাহাদের মতি লওয়াইতেন। যে দিন উপগুপ্ত কুক্কুটারামে বসিয়া বৌদ্ধমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেন, সে দিন অবহিতচিত্তে ভক্তি-ভাবে সেই উপদেশ গ্রহণ করিতেন, এবং তৎপর-দিবস গোষ্ঠে গোষ্ঠে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ী বাড়ী, সেই উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেন। যাহারা সদ্ধর্ম্মবিদ্বেষী তাহাদের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ ছিল না। তাহাদের বিপদ

হইলে, তাহাদের অন্নাভাব হইলে, তাহাদের পীড়া হইলে, তিনি সাধ্যমত তাহাদের সাহায্য করিতেন। প্রত্যহই সংঘভোজন করাইতেন। প্রত্যহ স্বহস্তে দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেন। যেখানে শোক, যেখানে পীড়া, যেখানে দ্বন্দ্ব, যেখানে দুঃখ, কাঞ্চনমালা সেইখানেই উপস্থিত থাকিতেন। তিনি কাহাকেও পর ভাবিতেন না। পরদুঃখ নিবারণে কাতর হইতেন না। পরের সুখে তাঁহার সুখ, পরের দুঃখে তাঁহার দুঃখ হইত। ধর্ম্মালয়, চিকিৎসালয়, মঠায়তন প্রভৃতি স্থানে তিনি সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিতেন। এমন কি, তিনি পরের জন্য একপ্রকার আত্মবিস্মৃতবৎ হইয়া উঠিলেন। রাজা কাঞ্চনমালার ধর্ম্মাচরণে এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন, যে কোষাধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, কাঞ্চন যখনই যাহা চাহিবেন, তখনই বিনা আপত্তিতে যেন তাহা প্রদান করা হয়। কাঞ্চনের প্রবর্ত্তনায় রাজা ও কুণাল, এমন কি, তিষ্যরক্ষাও নগর পরিভ্রমণার্থ

বাহির হইতেন এবং আধিব্যাধিপীড়িতদিগের দুঃখ নিবারণ করিতেন। লোকে কাঞ্চনমালাকে স্বর্গীয় দেবী বলিয়া মনে করিত। যেন নূতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য, আর্ত্ত ব্যক্তির আর্ত্তি নিবারণের জন্য, এবং আপামর সাধারণ লোককে নির্ব্বাণপ্রদানের জন্য, ভগবান্ "অবলোকিতেশ্বর" রমণীবেশে পাটলীপুত্র নগরে ভ্রমণ করিতেছেন।

( ৩ )

এইরূপে বৎসরাবধি কাটিয়া গেল। প্রকাণ্ড মগধ সাম্রাজ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পাটলীপুত্র নগরে সদ্ধর্ম্মবিরোধী লোক রহিল না। সব পরিবর্ত্তন হইল, কিন্তু তিষ্যরক্ষার মন ফিরিল না। কুণালকে ভুলাইবার জন্য তিষ্যরক্ষা অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল,—কিন্তু দেখিল কুণাল অটল। সুতরাং তিষ্যরক্ষা আর সাহস করিয়া আপন মনের কথা তাঁহার নিকট পাড়িতে পারিল না। এইরূপে সম্বৎসর কাটিয়া গেল—তিষ্যরক্ষা নানা ছলে কুণা-লের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিবার চেষ্টা পাইত। কখন নিজ মহলে, কখন কাঞ্চন-কুটিরে, কখন গঙ্গাতীরে, কখন উদ্যানমধ্যে, কখন কুঞ্জ-বনেও, উঁহার সহিত পরামর্শ করিতে যাইত, কিন্তু ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না। কেবল একদিন

কুণালকে এক নিভৃত স্থানে পাইয়া সাবধানে চতু-র্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—

"কুণাল, তুমি কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না?"

কাঞ্চনমালার সংঘভোজনে উপস্থিত থাকিতে হইবে বলিয়া কুণাল সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। এই অবধি নির্জ্জনে পরামর্শের প্রস্তাব হইলে কুণাল আর সম্মত হইতেন না। দৈবাৎ নির্জ্জনে তিষ্য-রক্ষার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কুণাল, অন্যপথে চলিয়া যাইতেন।

( ৪ )

একদিন তিষ্যরক্ষা অশোক রাজার প্রাচীন রাজপ্রাসাদে অর্থাৎ অশোকের পূর্ব্বকার কেলিগৃহে গমন করিয়া তাহার একটি প্রকোষ্ঠ নানাবিধ বিলাসসামগ্রীতে পরিপূর্ণ করিল। তথায় কতকগুলি কদর্য্য চিত্রপট ছিল, তাহাতে গৃহটি সাজাইল। নিজে নানাবিধ বেশভূষা করিল, এবং সেই অবস্থায় প্রকাশ্য আজ্ঞা পত্র দ্বারা কুণালকে ডাকাইয়া পাঠাইল।

কুণাল এবার আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না। সম্রাটের প্রকাশ্য আজ্ঞাপত্র লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তিনি উঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়াছেন, হঠাৎ কাঞ্চনমালা কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিল, এবং নানা প্রকারে জেদ করিতে লাগিল, "আজি তোমার কোথাও যাওয়া হইবে না।" কুণাল তাহাকে আজ্ঞা-

পত্র দেখাইলেন, কিন্তু কাঞ্চনমালা আজি প্রবোধ মানিল না। সে আজি বড় অবাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। "কেন" "কি বৃত্তান্ত" কিছুই বলে না; হয়ত নিজেই জানে না যে তাহার এত ব্যাকুলতা কেন? কিন্তু কোন মতেই কুণালকে যাইতে দিতে চাহে না। কুণাল নানারূপে কাঞ্চন-মালাকে ভুলাইতে লাগিলেন, শেষ বলিলেন,—

"কাঞ্চন, কুক্কুটারামের পশ্চিমদিকে আম্রকাননের মধ্যবর্ত্তী পুষ্করিণীর ধারে যে ব্রাহ্মণ সন্তানটি পীড়িত হইয়াছিল এতক্ষণ হয়ত সে মরিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে মুমূর্ষু দশায় দেখিয়া আসিয়াছি, সে অনেকক্ষণ হইয়াছে। তুমি যাও, গিয়া তাহার পিতাকে সান্ত্বনা কর।"

কাঞ্চন আগ্রহসহকারে বলিল,—

"আমি যাই, তুমি কোথাও অনেকক্ষণ থাকিও না, শীঘ্রই সেখানে উপস্থিত হইও," বলিয়াই প্রস্থান করিল।

( ৮ )

কুণালের মাথার উপর "কা কা কা" করিয়া কাক ডাকিয়া উঠিল। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই একটা ভয়ানক সাপ তাঁহার রাস্তা পার হইয়া গেল। দূরে শিবাগণ বিকটশব্দ করিয়া উঠিল। কুণাল ক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন—দেখিলেন, অন্তঃপুর বিলাসদ্রব্যে পরিপূর্ণ। এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে গমন করিয়া তিনি শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বরাবর দেখিয়া আসিয়াছেন, কক্ষভিত্তিতে অশ্লীল আলেখ্য ঝুলিতেছে। কিন্তু শয়নকক্ষ দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, ভিত্তিসমূহে কতকগুলা অতি জঘন্য আলেখ্য; চারি ভিত্তিরই ঠিক মধ্যস্থানে পরস্পর সম্মুখীন চারিখানি প্রকাণ্ড দর্পণ। গৃহমধ্যস্থলে খট্টোপরে অর্দ্ধবিবসনা তিষ্যরক্ষা বিচিত্র অঙ্গরাগে

বিভূষিত। দর্পণে তাহার প্রতিবিম্ব, সেই প্রতি-বিম্বের প্রতিবিম্ব, তাহার প্রতিবিম্ব, আবার প্রতি-বিম্ব, অনন্ত, অসংখ্য অর্দ্ধবিবসনা তিষ্যরক্ষা দেখা যাই-তেছে। ইহা দেখিয়াই কুণাল ফিরিলেন। তিষ্যরক্ষা তখন সেই আলুথালু অবস্থাতেই দৌড়াইয়া উহাঁর পদপ্রান্তে আসিয়া লুণ্ঠিত হইল। আপন অনাবৃত হৃদয় কুণালের পদপ্রান্তে ফেলিয়া পদদ্বয় বেড়িয়া ধরিল। সর্পে পদ বেষ্টন করিয়া ধরিলে লোকে যেমন পা ছুড়িয়া সর্পকে দূরে নিক্ষেপ করে, কুণাল তিষ্যরক্ষাকে তদ্রূপ ফেলিয়া গম্ভীর পদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন। আর ফিরিয়াও চাহিলেন না।

( ৬ )

বহুক্ষণ পরে তিষ্যরক্ষার চৈতন্য হইল। সে ফণিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। চুল গুছাইল। যে পথে কুণাল গিয়াছে, সেই দিকে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল "যদি ওই চোখ—" পরে মাটীতে পা ঘসিয়া বলিল, "যদি ওই চোখ— একদিন এমনি করিয়া পদতলে দলিত করিতে পারি, তবেই আমি তিষ্যরক্ষা।"

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

( ১ )

তিষ্যরক্ষা আবার যে সেই হইল। যেন কিছুই জানে না; যেন কোন গোলযোগই ঘটে নাই। পূর্ব্বমত ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইতে লাগিল, তিষ্য-রক্ষা কুণালের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিল; বৌদ্ধ-ধর্ম্মের জন্য সে বড়ই উৎসাহবতী হইল। বাহিরে সব যেমন ছিল, তেমনি রহিল। কিন্তু সে ভুলি-বার পাত্র ছিল না। এইরূপে মাসেক কাটিয়া গেল। ত্রিশ দিনের দিন তক্ষশিলা হইতে দ্রুত অশ্বারোহণে দূত আসিল। তথায় বিদ্রোহ হই-য়াছে। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কুঞ্জরকর্ণ বিদ্রো-হীদের নেতা।

পত্র পাইয়াই রাজা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

পাটলীপুত্রনগরে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। কামারের দোকানে দিবারাত্রি ঠন্ ঠন্ শব্দ হইতে লাগিল; রাশি রাশি তরবারি প্রস্তুত হইয়া আয়ুধাগারে সংরক্ষিত হইতে লাগিল। বড় বড় বাঁশ কাটিয়া ধনুক নির্ম্মাণ হইতে লাগিল। মণিপুর, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, অঙ্গ, ওড্র, বিদেহ, সমতট প্রভৃতি প্রদেশের করদ রাজগণকে সুশিক্ষিত হস্তী প্রেরণের জন্য পত্র লেখা হইল। সহস্র সহস্র ঘোটকে রাজার অশ্বশালা পূরিয়া যাইতে লাগিল। হ্রেষারবে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র সূত্রধর দিবানিশি রথ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। পাটলীপুত্র বন্দরের সমস্ত আহারীয় দ্রব্য যুদ্ধার্থ ক্রীত হইতে লাগিল। নানা দেশীয় বীরগণকে সৈন্য ও সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা হইল। সৈন্যেরা নগর প্রান্তরে সর্ব্বদা যুদ্ধ অভ্যাস করিতে লাগিল, এবং যুদ্ধের উপকরণ বহিবার জন্য অযুত অযুত শকট ও অযুত অযুত নৌকা আনীত হইতে লাগিল। দেশের

মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এ দিকে তক্ষশিলা হইতে দূতের পর দূত আসিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এক কথা। আজি এ গ্রাম, আজি ও গ্রাম, আজি সে গ্রাম, বিদ্রোহীদের হস্তগত হইতেছে। সংবাদ আসিতে লাগিল সমস্ত দেশের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তথায় সমবেত হইতেছে। সংবাদ আসিতে লাগিল, বৌদ্ধদেবায়তন সকল উন্মূলিত ও উৎপাটিত হইতেছে। সংবাদ আসিতে লাগিল, ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞকার্য্যে বৌদ্ধদিগকে ধরিয়া বলি দিতেছে। সমস্ত উদ্যোগ সমাধা হইলে, রাজা, মন্ত্রী, ও প্রধান পারিষদবর্গ সেনাপতি নির্ব্বাচন করিতে বসিলেন। রাজা প্রিয়পুত্র কুণালকে ছাড়িয়া দিতে একান্ত অসম্মত। কিন্তু মন্ত্রী যে সকল অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহা কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রথম ও প্রধান যুক্তি এই যে, কুণাল বৌদ্ধ এবং তাঁহার ধর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। দ্বিতীয়, তিনি বীর। তৃতীয়, তিনি

কষ্টসহিষ্ণু। তিনি সকল দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি সকল লোকের সঙ্গে মিশিতে পারেন। চতুর্থ, যে সমস্ত জাতি হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারা কুণালের একান্ত অনুগত।

এই সকল কারণবশতঃ কুণালই এই বিদ্রোহ শান্তি নিমিত্ত সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেন। রাজাও অন্য উপায় না দেখিয়া কুণালকেই সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার মন কেন এরূপ ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

( ২ )

কুণাল সেনাপতি হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে, যে ত্রিশরণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, সেই ত্রিশরণের কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে জীবন গেলেও ক্ষতি নাই। তিনি আবার ভাবিলেন যে, এই সুযোগে তিনি পাপীয়সী তিষ্যরক্ষার চক্র হইতে অন্ততঃ কিছু কালের জন্য পরিত্রাণ পাইবেন। একবার কাঞ্চনমালার কথা মনে পড়িল। কাঞ্চনমালাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে মনে করিয়া একবার বড়ই কষ্ট হইল। আবার ভাবিলেন, কাঞ্চনমালা যেরূপ মহৎ কার্য্যে ব্রতী আছে, যে কার্য্যের জন্য সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সে যে আমায় যাইতে বাধা দিবে তাহা বোধ হয় না। যদি আমি না থাকায় তাহার কিছু কষ্ট হয়, সেই জন্য তাহাকে

আমার সমস্ত কার্য্যের ভার দিয়া যাইব। যে সমস্ত কার্য্য লইয়া তাহার জীবন, যে সকল কাজ সে এত ভালবাসে, তাহা পাইলে সে নিশ্চয়ই দিন কতকের মত আমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিবে।

( ৩ )

কাঞ্চনমালা যখন শুনিলেন কুণাল সেনাপতি হইয়াছেন, তখন তাঁহার মন হর্ষে ও বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বামী পশ্চিমাঞ্চলে বিলুপ্তপ্রায় সদ্ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিবেন, এই ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আবার যখন সে দিনের স্বপ্নের কথা মনে পড়িল, যখন সেই ফুল চুরির উৎকণ্ঠার কথা মনে পড়িল, যখন কুঞ্চুকীর আগমনে নানা অনিমিত্ত দর্শনের কথা মনে পড়িল, তখন তিনি ভাবিলেন, এত কাল যে অমঙ্গলের ভয় করিয়াছিলাম, এইবার বুঝি সেই অমঙ্গল ঘটিবে। কিন্তু এই মহৎ কর্ম্মে বাধা দিতে তাঁহার মন উঠিল না। তিনি একবারও "না" এ কথা বলিতে পারিলেন না।

কুণাল বিদায় হইতে আসিলে, তিনি উঁহাকে

নানাপ্রকার উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত করিলেন। পরে বৌদ্ধদেব যশোধরাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় যে গান করিয়াছিলেন, সেই গান গাইলেন—বলিলেন,—

"ভগবান্ যেরূপ যশোধরাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া লোকহিত-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ সদ্ধর্ম্মের হিতে সিদ্ধকাম হও। আমি এখানে যে ভাবে আছি এই ভাবেই থাকিব। কিন্তু আমায় অনুমতি দিতে হইবে, যে এই সময়ে একবার গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে গিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব।"

কুণালও কাঞ্চনমালার ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন—বলিলেন, "তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অনুমতি রহিল।" এই বলিয়া হাসিমুখে অথচ সজলচক্ষে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সৈন্যমণ্ডলীর অগ্রবর্ত্তী হইতে চলিলেন। কাঞ্চনমালা দেখিতে লাগিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে নয়নপথ অতিক্রম করিয়া

গেলেন। যখন কুণালের অশ্ব আর দেখা গেল না, তখন কাঞ্চনমালা সত্বরপদে আবার সেই শৈল-শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন, অগণ্য রণ-পোত এক তালে দাঁড় ফেলিয়া যাইতেছে। মাঝিরা ও আরোহীরা সমস্বরে সিংহনাদ পূর্ব্বক অশোক রাজার জয় গান করিতে করিতে যাইতেছে। তাহাদের জয়ধ্বনিতে নৌকার দাঁড়ের ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার প্রশান্ত গম্ভীর শব্দ হইতেছে। সে শব্দে ভীরুলোকেরও সাহস উদয় হয়। নৌকার মাস্তুলে মাস্তুলে শ্বেত, নীল, পীত, হরিদ্রাদি নানা রঙ্গের পতাকা সকল শোভমান হইতেছে। অনুকূল বায়ুতে পতাকা সকল প্রতাড়িত হইয়া দুলিতেছে—যেন বলিতেছে—শত্রুগণ পলায়ন কর, আমাদের সঙ্গে পারিবে না। কাঞ্চনমালা আর এক দিকে নেত্র নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, তক্ষশীলাযায়ী রাজবর্ত্ম পরিপূরিত করিয়া সৈন্য সমূহ চলিতেছে। কোথাও ভেরী, তুরী,

কাড়া, পাড়া, দামামা, দগড়া বাজাইয়া পদাতী-গণ চলিতেছে। কোথায়ও প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডের ন্যায় হস্তীসমূহ ধূলিপটলে আবৃত হইয়া আকাশ ও পৃথিবীর একতা সম্পাদন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে আরোহীদিগের শাণিত তরবারিতে ক্ষীণ সূর্য্যালোক পড়িয়া ক্ষীণ চাকচিক্য বিকাশ করিতেছে—যেন গাঢ় মেঘে ক্ষীণ বিদ্যুৎ উঠিতেছে। কোথাও দেখিলেন, অশ্বসমূহ লাল, নীল, পীত, সবুজ নানাবর্ণের পৃষ্ঠাবরণে শোভিত হইয়া যাইতেছে। তাহার উপর প্রকাণ্ডকায় বীরসকল শব্দায়মান বর্ম্মকবচাদি ধারণ করিয়া "আমি অগ্রে যাইব" "আমি অগ্রে যাইব" বলিয়া অশ্বপৃষ্ঠে করাঘাত করিতেছে।

আর এক স্থানে দেখিলেন, রথসমূহ দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া চলিতেছে। রথের অশ্ব সকল সারথি কর্ত্তৃক প্রতাড়িত হইয়া বায়ু অপেক্ষাও বেগে ধাবিত হইতেছে। দেখিলেন, রথের পতাকা সকল হেলি-

তেছে ও দুলিতেছে। এই দিগন্তব্যাপী রথমণ্ডলীর মধ্যে দেখিলেন, একখানি প্রকাণ্ড রথ, উহার অভ্রভেদী ধ্বজ, চীনাংশুক নির্ম্মিত চারুপতাকা। রথের স্বর্ণময় কিঙ্কিণী সকল সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত করিতেছে। কাঞ্চনমালা দেখিয়াই জানিলেন যে, এই কুণালের রথ। কাঞ্চনমালা চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বায়ু অনুকূল, আকাশ নির্ম্মেঘ, চারিদিকে বলাকা উড়িতেছে। দেখিলেন, আকাশে চাতকপক্ষী মদভরে শব্দ করিতেছে। এই সকলের মধ্যে কেবল একটী জিনিষ দেখিয়া তাঁহার কিছু উৎকণ্ঠা হইল। তিনি দেখিলেন, কুণালের অভ্র-ভেদী ধ্বজের উপর একটী শকুনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

# নবম পরিচ্ছেদ

( ১ )

প্রথমে পাটলীপুত্র হইতে কুণালের যুদ্ধযাত্রা সংবাদ তক্ষশিলা প্রদেশে পৌঁছিল। তৎকালে তক্ষশিলাপ্রদেশ প্রায় দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে মহা ধূমধাম পড়িয়া গেল। তাহারা সকলে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। কুঞ্জরকর্ণ নিজে ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধবিদ্বেষী; সুতরাং সমস্ত বৌদ্ধদ্বেষিগণ তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। তাহারা পরামর্শ করিল, আপনাদের দ্বারা যে সমস্ত দেশ আয়ত্ত হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে রাজার সৈন্য উপস্থিত হইলেই প্রজারা রাজার সহিত যোগ দিবে। অতএব রাজার অধিকৃত দেশেই যুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত।

এই পরামর্শের পর এক লক্ষ রণ-দর্পিত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ তক্ষশিলা প্রদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া অশোক রাজার রাজ্যমধ্যে আসিয়া কুণালের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সৈন্য শিবিরের চারি দিকে খাত করিয়া তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এক দিন হঠাৎ তাহারা শুনিতে পাইল, কুণাল অল্প সংখ্যক কিন্তু বীরপূর্ণ সৈন্যের সহিত পশ্চাৎ ভাগে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন।

কুণাল শত্রুদের শিবিরসন্নিবেশের বিষয় চরমুখে বিশেষরূপ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি কতকগুলি দ্রুতগামী অশ্ব এবং হস্তী আপন সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা অনেক-দূর ঘুরিয়া শত্রু শিবিরের প্রায় পাঁচ সাত ক্রোশ পশ্চাদ্ভাগে নির্ব্বিঘ্ন স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিতে লাগিল। কুণাল সৈন্যদের প্রতি নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন শত্রুদের রসদাদি যেন বন্ধ করা না হয়। দেশের লোক আমাদের পক্ষীয়, অতএব তাহাদের

প্রতি যেন কোন উৎপাত করা না হয়। সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে, তোমরা কোথায় আছ তাহা যেন শত্রুরা টের না পায়। কুণাল এই সময়ে কেবল আকাশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। যুদ্ধের জন্য কোন ব্যস্ততাই প্রদর্শন করিতেন না। সেনাপতিরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "যুদ্ধের বিলম্ব আছে"। আর কেহ দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিত না। কিন্তু বিলম্বে সৈন্যগণ ক্রমে বড়ই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিন প্রাতঃকালে কুণাল হঠাৎ আজ্ঞা করিলেন, "অদ্য বৈকালে যুদ্ধ।" সৈন্যগণ রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিল।

( ২ )

শত্রুরা অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছিল, যে কুণালের অধিকাংশ সেনা তাহাদের সম্মুখে আছে। সুতরাং আশঙ্কা করিয়াছিল নিশ্চয় সম্মুখে যুদ্ধ হইবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন পশ্চাদ্ভাগ হইতে কুণাল পদাতি ও অশ্বারোহীর সহিত ভীম পরাক্রমে আক্রমণ করিলে তাহারা কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। পরে তাহারা দুই ভাগ হইয়া একভাগ ফিরিয়া কুণালের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল ও অপর ভাগ শিবিরে প্রস্তুত হইয়া রহিল।

বিদ্রোহীরা প্রায়ই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। পুরুষানুক্রমে তাহারা কখন রণে ভঙ্গ দেয় নাই। তাহারা যখন অসমসাহসে কুণালের সৈন্য আক্রমণ করিল, তখন বৌদ্ধসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু কুণাল স্বয়ং রথোপরি হইতে সৈন্যদিগকে

উৎসাহ দিতে লাগিলেন। দার্ঢ্য সহকারে বলিতে লাগিলেন—

"ধর্ম্মের জয়! ব্রাহ্মণ কখনই জিতিবে না।"

তথাপি কুণালসৈন্য ক্ষত্রিয়দিগের রণে স্থির থাকিতে পারিল না। অনেকশত বৌদ্ধ রণে নিহত হইতে লাগিল। কিছু পরে দৈব বৌদ্ধদের সহায় হইলেন। পশ্চিমাকাশ সহসা গাঢ় নীল হইয়া ভীমবেগে আঁধি উঠিল। পশ্চিমদিক হইতে যে ঝড় বহিতে লাগিল, সেই বায়ুতে পৃথিবীস্থ ধূলি আকাশে উত্থিত হইয়া চারিদিকে অন্ধকার করিয়া তুলিল। কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কুণালের সৈন্য পশ্চিমে, তাহাদের মুখ পূর্ব্বদিকে; ব্রাহ্মণ সৈন্য পূর্ব্বে—তাহাদের মুখ পশ্চিম দিকে। সুতরাং এই আঁধির সমস্ত ধূলি আসিয়া ব্রাহ্মণ সৈন্যের নয়নে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু কুণালের সৈন্যের কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। তখন কুণাল উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—

"সৈন্যগণ! বৌদ্ধগণ! ধর্ম্ম আমাদের অনুকূল, বুদ্ধ আমাদের অনুকূল, আঁধি থাকিতে থাকিতে বিধর্ম্মীদিগকে পরাজিত কর।"

ঝঞ্ঝা বায়ুর সহিত অসির ঝন্‌ঝনা বিদ্রোহী সৈন্যের বিষম ভয় উৎপাদন করিল। তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না—কে স্বদল কে বৈরী কিছুই চিনিতে পারে না, সুতরাং ভ্রমে আপনাদের সৈন্য আপনারা কাটিতে লাগিল। কুঞ্জরকর্ণ ইহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিন্তু কুণাল তাহা বিলক্ষণ জানিয়াছিলেন, এবং কৌশলে আপনার সেনা অক্ষত রাখিয়াছিলেন। পরে যখন আঁধি ছাড়িয়া আসিতে লাগিল, বিদ্রোহীরা আপনাদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিল। সেই সময় কুণালের সেনা সদর্পে ঘোর হুঙ্কার করিয়া তাহাদের উপর পড়িল। কুঞ্জরকর্ণ দেখিলেন সৈন্যেরা পলায়নমুখ, তাহাদের গতিরোধ করা দুঃসাধ্য। ক্রমে অশ্বে, হস্তীতে, মানুষে, ঢালে, তরবারিতে, ধূলায়, আর

ভয়ে, ব্রাহ্মণশিবিরে একটা ভয়ানক গোলযোগ হইয়া উঠিল।

কুণাল অমনি এই সুযোগে পলায়নপর শত্রু ও শত্রুশিবিরের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কয়েকজন বীর সৈনিককে অশ্বারোহণে দ্রুত-গতি উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন।

এইরূপ অল্প প্রাণিহত্যায় জয়লাভে তাঁহার উল্লা-সের সীমা রহিল না। কুণালের পর অনেকেই আঁধির আশ্রয়ে জয় লাভ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই প্রাণি-হিংসা নিবারণার্থ উহার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। যবন ও মুসলমান পশ্চিম হইতে আসিয়া অনেকবার জয়ী হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই জানেন, যে আঁধি তাঁহাদের অনুকূল, আর হিন্দুর প্রতিকূল ছিল। এই আঁধিতেই হিন্দুকে বরাবর পরাজিত করিয়াছে। নহিলে বুদ্ধি ও ভুজবলে কাহার সাধ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সমকক্ষ হয়?

( ৩ )

ক্রমে রাত্রি হইয়া পড়িল। দুই দিকের শত্রু-সৈন্যের মধ্যে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া কুণালের কিছু মাত্র ত্রাস জন্মিল না। তিনি সমস্ত রাত্রি স্বয়ং প্রহরীর কাজ করিতে লাগিলেন, এবং "ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, বুদ্ধের জয়" বলিয়া তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

পর দিন প্রভাত হইবামাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন যে, যে অশ্বারোহীদিগকে তিনি পলায়নপর হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা কয়েকজন প্রধান বন্দী লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বন্দীরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক রাজবিদ্রোহী কুঞ্জরকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কুঞ্জরকর্ণকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে

এমনি নিশঃঙ্ক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল যেন সেই প্রকৃত বিজেতা। কুণাল তাহাকে এক জন সেনা-পতির হস্তে সমর্পণ করিয়া মহারাজ অশোককে এই যুদ্ধের সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন এবং কুঞ্জরকর্ণের প্রতি কি আজ্ঞা হয় জানিতে চাহিলেন।

( ৪ )

তৎপরদিনে সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া হিন্দুশিবির ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তখন কুণাল বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে তক্ষশিলা রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তক্ষশিলা-রাজ্যে আবার শান্তি স্থাপিত হইল। কুণাল ভগ্ন মঠায়তন সকল পুনর্নির্ম্মিত করিতে লাগিলেন। অর্হৎ, ভিক্ষু, শ্রমণ, শ্রাবক, আবার নির্ভয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম পালন করিতে লাগিল। যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াই কুণাল বিদ্রোহীদের অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। কাঞ্চনমালাকে যুদ্ধের সংবাদ দিয়া তিনি যে পত্র লিখিলেন তাহার শেষভাগে লিখিলেন, "বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ যুদ্ধে আহত হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছে, আমি তাহাদিগের শুশ্রূষার চেষ্টা করিতেছি সত্য; কিন্তু তুমি থাকিলে বোধ হয় তাহারা শীঘ্রই আরাম হইতে পারিত।"

## দশম পরিচ্ছেদ

( ১ )

যথাকালে কুণালের পত্র রাজধানী পৌঁছিল। কিন্তু তখন অশোক আর রাজা নাই। যে দিন কুণাল যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তদবধি প্রিয়পুত্রের শোকে ও উৎকণ্ঠায় তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্ব্বদাই ভাবনা হইতে লাগিল, কুণালের পাছে কোনরূপ অনিষ্ট হয়; এই আশঙ্কায় তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। একবার মনে করিলেন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন; কিন্তু আর কেহই সে পরামর্শ দিল না। ক্রমাগত ভাবনায় ও ক্রমাগত পরিশ্রমে অশোক রাজার বহুমূত্র রোগ উপস্থিত হইল। বহুমূত্র রোগের লক্ষণ এই যে প্রথম অবস্থাতেই উহা অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। কুণাল যাইবার

দশ বার দিন পরে রাজার এই বিষম অবস্থা ঘটিয়া উঠিল। পাটলীপুত্র নগরের প্রধান প্রধান চিকিৎসক পুস্তকাদি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিবারাত্রি রাজ-বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিল। পাতা লতা ফল মূল, গুল্ম অস্থি প্রভৃতিতে রাজবাড়ীর এক মহাল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। যে বড় বড় কবিরাজেরা পঞ্চাবর্ষিকী সভায় সাত আটবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা স্বয়ং স্বহস্তে ঔষধ তৈল আরক বটিকা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। পাটলীপুত্র নগ-রের বড় বড় বৌদ্ধ মঠে প্রত্যহ উপহারাদি প্রেরিত হইতে লাগিল। ভগবান্ উপগুপ্ত রাজবাটীতে আসিয়া রাজার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে লাগিল যে পরিচর্য্যার কিছুমাত্র ত্রুটি হইলেই রাজার জীবন রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। ঔষধসেবন, পথ্যাদি প্রদান, নিদ্রার সময় ব্যাঘাত হইতে না দেওয়া,

আহারাদির বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া, শয্যা গৃহাদি পরিষ্কার করা প্রভৃতির কোনরূপ ত্রুটী হইলেই তাঁহার আর অব্যাহতি থাকিবে না। এরূপ পরিচারিকা অন্তঃপুর মধ্যে মিলিয়া উঠা ভার। অশোকের মহিষীগণ প্রায়ই ব্রাহ্মণপক্ষীয়, সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাস হয় না। যাঁহারা বৌদ্ধ তাঁহারা হয় সেরূপ পরিচর্য্যা করিতে জানেন না ; না হয় করিতে প্রস্তুত নন। কাঞ্চন রোগ শোকে পরের মাতা পিতা। কিন্তু রাজার পীড়ায় পুত্রবধূ অপেক্ষা মহিষীরা সেবা করিলেই ভাল হয়। সুতরাং সে ভার তিষ্যরক্ষার স্কন্ধেই পড়িল।

তিষ্যরক্ষা দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, বিশ্রাম নাই, রাজা অশোকের সেবা করিতে লাগিলেন। দুই তিন দিনেই অশোক এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার উত্থান শক্তি একেবারে রহিল না। তখন তিষ্যরক্ষাই তাঁহার হাত পা হইল। তিষ্যরক্ষারও কিছুতেই

সেবার বিরতি হইত না। যে সময়ে কোন কাজ না থাকিত, সে সময়ে সে রাজার কাছে বসিয়া নানা প্রকার গল্প করিত। দিনরাত্রি গায় হাত বুলা-ইত, পাখা লইয়া বাতাস করিত, একবার ঘর হইতে বাহির হইত না। দাসীবৃন্দকে রাজার নিকটে আসিতে দিত না। রাজা নিদ্রিত হইলে পার্শ্বে বসিয়া মশা মাছি তাড়াইত এবং যাহাতে রাজার নিদ্রার বিঘ্ন না হয় তাহার জন্য নিজে ঘুমাইত না। দারুণ গ্রীষ্ম সময়ে সে রাজার মহলটী এমনি সুশীতল করিয়া রাখিত, যে গেলে লোকের আর ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করিত না।

( ২ )

এইরূপ নিরন্তর সেবায় রাজার শরীর ক্রমে সুস্থ হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তিষ্যরক্ষা অনিদ্রায় অনাহারে অস্নানে ও অনিয়মে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি উঁহার সেবায় বিতৃষ্ণা বা বিরতি রহিল না। অনিয়মে তাহার একপ্রকার উৎকট শিরঃপীড়া জন্মিল; শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে সময়ে সময়ে সে দুই তিন ঘণ্টা অজ্ঞান অভি-ভূত হইয়া থাকিত।

রাজা আরোগ্য হইয়া উঠিয়া তিষ্যরক্ষার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। পরে বিশেষ সেবা শুশ্রূষা করাইয়া উহার শরীর শোধরাইয়া দিলেন। এবং তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। সে প্রার্থনা করিল যে আমি একাকী এক বৎসরের জন্য মগধ সাম্রাজ্য শাসন করিব। অশোক সম্মত হইলেন।

চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে মহারাণী তিষ্যরক্ষা এক বৎসরের জন্য মগধ সাম্রাজ্যে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইবেন। মৌল, রক্ষী, সামন্ত, গ্রামীক, সেনাপতিদিগকে আজ্ঞা দেওয়া হইল যে তাহারা এই এক বৎসরের জন্য তিষ্যরক্ষার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। এই কয়দিন অশোক প্রজাভাবে রাজপুরী মধ্যে বাস করিবেন।

( ৩ )

এই নূতন রাজত্বের দ্বিতীয় দিনে কুণালের দূত জয়বার্ত্তা লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইল এবং কুঞ্জরকর্ণের বন্দী হওয়ার সংবাদ আনিয়া দিল। যুদ্ধের জয় সংবাদে মহারাণী তিষ্যরক্ষা ঘোষণা দ্বারা নগরবাসীদিগকে উৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন, রাত্রিতে মহানগর দীপরাজিতে আলোকিত হইল; বৌদ্ধমহলে আজি বড়ই আনন্দ। অশোক শুনিলেন, তিনিও নিজ বাসস্থান প্রদীপ দিয়া দীপান্বিত করিয়া তুলিলেন।

রাজা ও তিষ্যরক্ষার পীড়ার সময় কাঞ্চন সর্ব্বদাই রোগীদের নিকট থাকিত, উভয়ে সারিয়া উঠিলে আবার নগর পরিভ্রমণ করিয়া দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিতে আরম্ভ করিল। আজি এই সুখের দিনে সেও কাঞ্চনকুটীর দীপমালায় শোভিত করিল।

দূত আসিয়া তাহাকেও পত্র দিল, পত্রের শেষ অংশ পড়িয়া তাহার বড়ই কষ্ট হইল। সে তক্ষশীলা গমনের অনুমতি তিষ্যরক্ষার নিকট প্রার্থনা করিল। তিষ্য-রক্ষা যুদ্ধস্থলে স্ত্রীলোকের যাওয়া উচিত নয় বলিয়া যাইতে দিলেন না। কাঞ্চনের যাওয়া হইল না এবং সে বড় বিষন্ন হইল। তাহার হাসিখুসী ও প্রফুল্লভাব দিনকত বড় একটা দেখা গেল না। দুই পাঁচদিন পরে আবার যে সেই হইল, কুণালের নিকট হইতে সদ্ধর্ম্মের জয় সংবাদ এবং কুণালের অবিচলিত প্রণয়ের চিহ্ন-সকল প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কাঞ্চন ইহাতেই সুখী।

ওদিকে যথাসময়ে কুণালের নিকট তিষ্যরক্ষার রাজ্যারোহণ বার্ত্তা পঁহুছিল। তৎপরদিন যুদ্ধজয় শ্রবণে মহারাণী বড় আনন্দিত হইয়াছেন সংবাদ আসিল। তৎপরে কুঞ্জরকর্ণকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা আসিল, কুণাল তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তৎপর দিন পত্র আসিল যে কুঞ্জরকর্ণ আমায় "মা" বলিয়াছে, অতএব আমি তাহাকেই তক্ষশীলায় শাসনকর্ত্তা করি-

লাম, তুমি তাঁহার আজ্ঞাধীন হইবে। এই সংবাদে কুণালের অধীনস্থ সেনাপতিগণ বড় অসন্তুষ্ট হইল এবং তাঁহাকে নাপিতকন্যার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে উপদেশ দিল। কুণাল বলিলেন, সে যেই হোক্, সে যখন মহারাণী হইয়াছে তখন অবশ্যই আমায় তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে। সেনাপতিরা অগত্যা সম্মত হইল, কিন্তু সৈনাস্থ লোক রাগে ও ক্ষোভে অস্থির হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, "স্ত্রীলোকের রাজত্বে মানুষের বাস করিতে নাই। কি অবিচার! বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বন্দী রাজা হইল, আর বিজয়ী রাজপুত্র তাঁহার অধীন হইল!"

এইভাবে তিন চারিদিন কাটিয়া গেল। পাঁচ দিনের দিন কুঞ্জরকর্ণ ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কুণালকে আসিয়া বলিল, "মহারাণীর আজ্ঞা, আজি তোমায় আমার সহিত তক্ষশিলার দুর্গের মধ্যে যাইতে হইবে।" কুণাল মস্তক অবনত করিয়া রাণীর আজ্ঞা গ্রহণ করিলেন এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া কুঞ্জর-

কর্ণের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। বামাঙ্গ স্পন্দন হইল, কাক চিল উড়িতে লাগিল, কুণাল ভাবিলেন বুঝি কাঞ্চনের সঙ্গে আর দেখা হইল না। বাহিরে তাঁহার আন্তরিক আবেগের চিহ্নও দেখা গেল না। ধর্ম্ম সঙ্ঘ ও বুদ্ধের নাম করিয়া তিনি কুঞ্জরকর্ণের পশ্চাৎ বর্ত্তী হইলেন।

বহুসংখ্যক সৈনিক তাঁহার সহিত যাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি হস্ত সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

কুঞ্জরকর্ণ কিয়দ্দূর গিয়া বলিল, "কুণাল, মহারাণী তোমার উপর বড় কঠিন আজ্ঞা করিয়াছেন।"

"তিনি যাই আজ্ঞা করুন তাহাই আমার শিরোধার্য্য।"

"সে আজ্ঞা পালন করিলে জীবন ও মৃত্যু সমান হইবে।"

"হয় হইবে।"

কুঞ্জরকর্ণ বলিলেন—

"এসো! আমরা কেন দুইজনে যোগ করিয়া তক্ষশীলায় নূতন রাজত্ব স্থাপন করি না?"

কুণাল এ কথার উত্তর দিলেন না; কিন্তু এমনি অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন যে তাহার হৃদয় কম্পিত হইল। সে ভয়-কম্পিত স্বরে বলিল,—

"তবে আমি মহারাণীর আজ্ঞার সহিত লোক পাঠাইয়া দিতেছি, তুমি আপন মন দৃঢ় কর!" বলিয়া কুঞ্জরকর্ণ প্রস্থান করিল।

( ৪ )

কুণাল, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধের স্তব করিতে লাগিলেন। একমনে বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—

"জীবলোকের সুখের জন্য জীবন ত্যাগ করা শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু আমি কিসের জন্য জীবন ত্যাগ করিতেছি? ইহাতে পাপীয়সীর পাপবাসনা চরিতার্থ বই আর কিছুই হইবে না।" তখনি আবার মনে হইল,—"সে যেই হোক সে এক্ষণে মহারাণী। তাহার আজ্ঞা কোনরূপেই লঙ্ঘন করা হইতে পারে না। করিলেই যুদ্ধবিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইবে।"

এই সময়ে একবার কাঞ্চনমালার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি উদ্দেশে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন—বলিলেন,—

"জীবিতেশ্বরি! আমার সহিত তোমার এবার আর দেখা হইল না।"

এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়ে দুই জন চণ্ডাল রাজপত্র হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। উভয়েই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্বশরীর তৈলাক্ত ; প্রকাণ্ড মুখ, বড় বড় চোখ, অনবরত মদ্য সেবনে জবা ফুলের ন্যায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সেই কাল তৈলাক্ত মুখের উপর কোঁকড়া কোঁকড়া দাড়ী এবং অপরিষ্কৃত ভয়ানক কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। গলায় রাঙা জবা ফুলের মালা, হাতে তীর ও ধনুক। আসিয়াই এক জন আর এক জনকে বলিল—"ওরে, এই শালাটার কি চোখ্ তুল্‌তে হবে? কিন্তু শালার চোখ দুট কি বড়!"

দ্বিতীয় চণ্ডাল বলিল,—"লেখন খানা ওর হাতে দে।"

প্রথম চণ্ডাল আবার বলিল,—

"আর পত্র দিয়ে কি হবে? এখনি তো ওর পত্র দেখা ফুরিয়ে যাবে।"

"তবে আর কাজ নাই" বলিয়া উভয়ে কুণালের

চক্ষু লক্ষ্য করিয়া তীর তুলিল। প্রথম চণ্ডাল বাম ও দ্বিতীয় চণ্ডাল দক্ষিণ চক্ষুঃ লক্ষ্য করিল। কুণাল দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"তোমরা পত্রখানি আগে দেখাও, তাহার পর যাহা হয় করিও।"

"দেখিয়া আর কি হইবে, কাজ দেখো না।"

"না দেখিলে আমি কিছুই করিতে দিব না।" বলিয়াই তিনি তাহাদের প্রতি এমনি তীব্র কটাক্ষ-পাত করিলেন যে তাহাদের হস্ত কম্পিত হইল।

কুণাল উহাদের হস্ত হইতে পত্র লইয়া মস্তকে ছোঁওয়াইয়া পড়িলেন—দেখিলেন তাঁহারই চক্ষু উৎপাটনের আজ্ঞা। দেখিলেন তাহাতে তিষ্যরক্ষার নাম স্বাক্ষর!

পত্রখানি পাঠ করিয়া চণ্ডাল দুইজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"তোমরা যাহা আজ্ঞা পাইয়াছ তাহা কর।"

প্রথম চণ্ডাল বলিয়া উঠিল,—

"দেখলে তো, এখন চোখ্ তুলি ?"

এই বলিয়া তীর ধনু তুলিল। কিন্তু চোখের দিকে সে আর চাহিতে সাহস করিল না।

ধনুর্ব্বাণ ভূমিতে রাখিয়া কুণালের চক্ষে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়া বাম চক্ষুটী উৎপাটন করিল। কুণাল তখন

"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"

"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"

বলিতে লাগিলেন। প্রথম চক্ষু উৎপাটন করিয়াই সে মাতিয়া উঠিল এবং অপর অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইল। তখন দ্বিতীয় চণ্ডাল বলিল,—

"ও চক্ষু আমার, আমি তুলিতে দিব না" এবং কুণালের চক্ষু আবরণ করিয়া দাঁড়াইল। প্রথম চণ্ডাল উহাকে পদাঘাত দ্বারা দূর করিয়া দিয়া

কুণালের অপর চক্ষুটীও উপাড়িয়া লইল। পরে চক্ষুদুটী কুড়াইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় দ্বিতীয় চণ্ডালকে আর একটি লাথী মারিয়া গেল।

( ৫ )

দ্বিতীয় চণ্ডাল কি ভাবিয়াছিল বলিতে পারি না—সে এপর্য্যন্ত কথা কহে নাই। প্রথম চণ্ডাল চলিয়া গেলে সে কুণালকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"তুমি এখনও সেই মন্ত্র পড়িতেছ?"

কুণাল বলিলেন,—

"হাঁ।"

"তোমায় লাগে নাই?"

"অল্প।"

"চোখ্ উপড়াইয়া লইল, অথচ অল্প লাগিয়াছে বলিতেছ কেমন করিয়া?"

কুণাল বলিলেন,—

"আমার তো সামান্য কষ্ট হইল, কিন্তু কত লোক আমা অপেক্ষা কত অধিক কষ্ট পায়।"

"তুমি কি তাই ভাবিয়া এত স্থির থাকিতে পারিয়াছ?"

"হাঁ, তাহাই আমাদের ধর্ম্মের উপদেশ।"

"কি তোমাদের ধর্ম্মের উপদেশ ?"

"আপনার কষ্ট মনে করিবে না, কেবল পরের কষ্ট মনে করিবে এবং তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে।"

"এই তোমাদের ধর্ম্ম ?"

"হাঁ।"

"তবে আমি চলিলাম।"

কুণাল দেখিতে পাইলেন না, সে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তীর ধনুক অস্ত্রশস্ত্র জবা-ফুলের মালা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

( ৬ )

কিয়ৎক্ষণপরে কুঞ্জরকর্ণ কুণালের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল—বলিল,—

“কুণাল, তোমায় এই গৃহেই অবস্থান করিতে হইবে,—মহারাণীর আজ্ঞা।”

“শিরোধার্য্য” বলিলে কুঞ্জরকর্ণ স্বহস্তে সেই ভূগর্ভস্থ অন্ধকার গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

# একাদশ পরিচ্ছেদ

## ( ১ )

পাটলীপুত্রে তিষ্যরক্ষা একাধিশ্বরী। মহামন্ত্রী রাধগুপ্ত তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। উভয়ে পরামর্শ করিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন; দুই এক বিষয়ে মহারাজা অশোকেরও মত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই মাস অতীত হইয়া গেল। পঞ্চম মাসের প্রথমেই সংবাদ আসিল "তক্ষশিলার কুঞ্জরকর্ণ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে।" দুই এক দিন পরে আবার সংবাদ আসিল "কুঞ্জরকর্ণ আবার বিদ্রোহী হইয়া কুণালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।" আবার দুই তিন দিন মধ্যে সংবাদ আসিল "যুদ্ধে কুঞ্জরকর্ণ জয় লাভ করিয়াছে ও কুণাল বন্দী হইয়াছেন।"

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সংবাদ আসিতে প্রায় এক মাস লাগে, সুতরাং এই এক মাস কুঞ্জরকর্ণ কি করিতেছে তাহা কেহই জানিতে পারিল না। নগর-বাসী লোকদের মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল—

"কুঞ্জরকর্ণ বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে পাটলী-পুত্র নগরে আসিতেছে।"

কেহ বলিল—

"ব্রাহ্মণেরা সমস্ত বৌদ্ধ বধ করিতে করিতে আসিতেছে।"

কেহ বলিল—

"মেয়ে মানুষের হাতে রাজ্য দিলে সবই বিশৃঙ্খল হয়।"

কেহ বলিল—

"যখন কুণালকে পরাজয় করিয়াছে, তখন রাজা অশোকের ত কথাই নাই।"

অনেকে পাটলীপুত্র নগর হইতে স্ব স্ব পরিবার

স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে লাগিল। কাঞ্চনমালা কুণালের বন্দীত্ব শ্রবণ করিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য তিষ্যরক্ষার অনুমতি প্রার্থনা করিল— তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল—কিন্তু এবার তাহার প্রাণ. বড়ই কাঁদিতেছে—সে আর কাহারও কথা মানিল না। সেই রজনীযোগেই সে তক্ষশিলা যাইবার পথ আশ্রয় করিল। কাঞ্চনমালা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, শুনিয়া নগরের মধ্যে আবার হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল,—

"অশোক রাজার রাজলক্ষ্মী এইবার ত্যাগ করিয়া গেলেন।"

কাঞ্চন যে দুঃখী দরিদ্রের মাতা পিতা ছিলেন। কাঞ্চন যাওয়া অবধি তাহারা সর্ব্বদাই অশোক রাজাকে গালি দিতে লাগিল—কেহ কেহ উহার অনুসন্ধানার্থ তক্ষশিলার পথে গমন করিতে লাগিল, কিন্তু কাঞ্চনের সন্ধান পাওয়া গেল না।

পাটলীপুত্র হইতে বহু সংখ্যক সৈন্য আবার প্রেরিত হইল। তাহারা কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই সংবাদ আসিল, তাহারা কুঞ্জরকর্ণের সহিত যোগ দিয়াছে। তখন নগরবাসীদের ভয়ের আর সীমা রহিল না। তাহারা সকলে তিষ্যরক্ষার প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে গিয়া মহা চীৎকার করিতে লাগিল—বলিতে লাগিল—

"শত্রু তো এলো, নগরের রক্ষার উপায় কি ?"

তিষ্যরক্ষা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে গালি দিতে দিতে অশোক রাজাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। মহারাজা অশোক তখন নগর হইতে অনেক দূরে বেণুবনে উপগুপ্তের সহিত বাস করিতেছিলেন। সমস্ত লোক গিয়া তথায় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং তাঁহাকে এই অভাবনীয় বিপদের সময়

স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন অশোক, রাধগুপ্ত ও তিষ্যরক্ষার প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অশোক আসিতে আসিতে নগরবাসীদের মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন। কাঞ্চন ও কুণালের অবস্থা শুনিয়া তাঁহার মনের উদ্বেগ আরো বৃদ্ধি হইল। তিনি রাজবাটীর দ্বার হইতে আশ্বাস বাক্যে প্রজাদিগকে বিদায় দিয়া প্রথমেই তিষ্যরক্ষার মহালে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, তিষ্যরক্ষা ও রাধগুপ্ত কি পরামর্শ করিতেছেন। রাজা রাধগুপ্তকে দেখিয়া বলিলেন—

"কুঞ্জরকর্ণ নাকি সসৈন্যে আসিতেছে?"

রাধগুপ্ত বলিল—

"কুঞ্জরকর্ণ তক্ষশিলায় জয়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু সে তক্ষশীলা হইতে বহির্গত হইয়াছে এরূপ সংবাদ আমরা পাই নাই।"

"কুণালের কি হইয়াছে? কাঞ্চন কোথায়? তোমরা এত দিন সৈন্য পাঠাও নাই কেন? যে সব সৈন্য পাঠাইয়াছ তাহাদেরই বা সংবাদ কি? আমি তো এপর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

রাজা এত দ্রুত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন যে রাধগুপ্ত কিছুরই জবাব দিতে পারিল না। রাজা যে এসময় উপস্থিত হইবেন, তাহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। রাজা প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া আরো ব্যস্ত হইয়া আরো লক্ষ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—এমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া তিষ্যরক্ষাকে সংবাদ দিল যে, তক্ষশিলা হইতে একজন বিজ্ঞানবিৎ আসিয়াছে। সে বলে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

রাজা বলিলেন,—

"তক্ষশিলা হইতে?" কঞ্চুকী রাজাকে দেখিয়াই আভূমি প্রণত হইয়া বলিল,—

"মহারাজের জয় হউক।"

"জয় পরে হবে, সে লোক কি তক্ষশিলা হইতে আসিয়াছে?"

কঞ্চুকী বলিল—

"আজ্ঞা হাঁ।"

"তাহাকে লইয়া আইস।" মন্ত্রী নিষেধ করিয়া কঞ্চুকীকে বিদায় দিয়া বলিল,—

"দূতের সহিত সাক্ষাতের এ সময় নহে, বিশেষ মহারাণী ক্লান্ত আছেন।"

রাজা রাধগুপ্তের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—

"তুমি মহারাজের আজ্ঞা পালন কর।"

কঞ্চুকী শশব্যস্তে বিজ্ঞানবিৎকে আনিতে প্রস্থান করিল। মন্ত্রী বলিল,—

"মহারাজ, আপনার রাজ্যারম্ভের আর অল্প দিনই আছে।"

রাজা বলিলেন,—

"অল্প দিন আছে তাহা জানি, কিন্তু সে কথা স্মরণ করিয়া দিবায় তাৎপর্য্য ?"

"এই কয় দিন স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে না দিলে আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে।"

"তত দিনে মগধ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইবে।" রাজা এই কথা বলিতেছেন এমন সময়ে কঞ্চুকী বিজ্ঞানবিৎকে লইয়া উপস্থিত হইল এবং মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বিজ্ঞানবিৎ আপন বস্ত্র মধ্য হইতে একটী বাক্স লইয়া রাণীর হস্তে দিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি তক্ষশিলা হইতে আসিতেছ?"

সে বলিল,—

"হাঁ।"

সে রাজার কথায় আর কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল,—

"দেবি, এই দুইটী চক্ষু লইয়া আসিতে আমায়

যে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে বলিতে পারি না। রাজপথে বিশল্যকরণী মিলে না। সুতরাং আমাকে”—

চক্ষুর কথা শুনিয়া তিষ্যরক্ষা শিহরিয়া উঠিল, বাক্সটী খুলিল, খুলিয়া চক্ষু দুইটী বাহির করিল—দেখিল সে চক্ষু এখনও তেমনি উজ্জ্বল—সে উহা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পাতিত করিয়া পদতলে দলিত করিল—করিয়াই ব্যস্ত সমস্ত ভাবে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

রাজাও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ চোখ কাহার? কোথা পাইলে?” কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনার পথের কষ্টের কথা বলিতেছিল। সে বিশল্যকরণী অন্বেষণ করিবার জন্য কখন সাপের মুখে পড়িয়াছে, কখন বাঘের মুখে পড়িয়াছে; নহিলে সে চক্ষু টাটকা থাকে না; ইত্যাদি বলিতেছিল।

রাণী চলিয়া গেলে রাধগুপ্ত তাহাকে বলিলেন,—

"থাম, দেখিতেছ না রাণীর অসুখ হইয়াছে? তোমায় এ সময় কে আসিতে বলিয়াছিল?"

সে বলিল,—

"আমি কি করিয়া জানিব? আমায় একজন অনেক টাকা দিয়া ঐটী মহারাণীর হস্তে দিতে বলিয়াছিল। আরো বলিয়াছিল যে, মহারাণীর হাতে দিলে তিনি অনেক পুরস্কার দিবেন।"

রাজা বলিলেন—

"কে সে লোক?"

বিজ্ঞানবিৎ বলিল,—

"তাহা আমি জানি না। আমায় বিজ্ঞানের অনেক পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহাতে আমার অনেক টাকার প্রয়োজন। সে আমায় টাকা দিল এবং আরো পাইবার আশা দিল—আমি লইয়া আসিলাম।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে সে, তুমি তাহাকে চেনো?"

সে বলিল,—

"না।"

"তুমি আসিতেছ কোথা হইতে?"

"বাসুকীশীল হইতে।"

"সে কোথায়?"

"তক্ষশিল হইতে আট ক্রোশ পূর্ব্বে।"

"সেখানকার বিদ্রোহের কি সংবাদ জান?"

"বিদ্রোহ কোথায়?"

"তক্ষশিলায়।"

"হাঁ একটু একটু জানি। পাঁচ ছয় মাস হইল কতকগুলি কাটা পা যোড়া দিয়াছি। শুনিয়াছিলাম বিদ্রোহে তাহাদের পা কাটা গিয়াছিল।"

রাজা দেখিলেন, উহার নিকট হইতে কোন সংবাদই পাওয়া গেল না; জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি কি পরীক্ষার জন্য এত টাকা চাও?"

সে বলিল,—

"অন্ধত্ব দূর করিবার জন্য।"

রাজা বলিলেন,—

"অশোক সিংহাসনে আরূঢ় হইলে আসিও; তিনি তোমায় পুরস্কার করিবেন।"

"মহারাণী আমায় পুরস্কার কই দিলেন? আমি কি অশোকের অভিষেক পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিব?"

"থাকিলেই বা হানি কি?"

"তাহাও যদি ঠিক জানিতাম যে নিশ্চয় হইবে, না হয় দুপাঁচ দিন থাকিতাম। কিন্তু যে একবার আপন রাজ্য পরকে, বিশেষ স্ত্রীলোককে দেয়, সে কি আর উহা ফিরিয়া পায়?"

মন্ত্রী তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন,—

"তুমি তো বড় অর্ব্বাচীন। তুমি জান কাহার সহিত কথা কহিতেছ?"

সে বলিল—

"জানি আর নাই জানি, সত্য কথা যমের সাক্ষাতেও কহা যায়।"

মন্ত্রী বলিলেন—

"তুমি এখন অতিথিশালে যাও, আমি রাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার পুরস্কারের ব্যবস্থা করিব।"

"কিন্তু আমি অধিক দিন থাকিতে পারিব না।"

"আজিই ব্যবস্থা করিব" বলিয়া মন্ত্রী তাহাকে বিদায় দিলেন।

( ৪ )

বিজ্ঞানবিৎ চলিয়া গেলে রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এ সব কি?"

মন্ত্রী গললগ্নীকৃতবাস হইয়া রাজার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন—

"মহারাজ, এ কয়দিন আমায় কিছু বলিবেন না। আমি আপনারই ভৃত্য। আপনিই আমাকে অন্ত-হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। আপনি জানেন, রাজ্যের কার্য্য অতি দুরূহ। এ কয়েক দিন আমার প্রভুর অনুমতিতে আপনাকে কোন কথা বলিতে পারিব না।"

রাজা বলিলেন—

"সাধু, কিন্তু নগরবাসীদের ভয় নিবারণের কি উপায় করিয়াছ?"

"তাহাও মহারাণীর ইচ্ছা।"

এই সময়ে আবার তক্ষশিলা হইতে দূত আসিল। কুণাল বন্দী হওয়ার পর তাঁহার সৈন্যেরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কেহ বিদ্রোহে যোগ দিতেছে, কেহ দেশীয় লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। শীঘ্র সৈন্য ও সেনাপতি না পাঠাইলে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ হইবে। এই সংবাদ লইয়া উভয়েই দ্রুতগতি রাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখনও তাহার মনের আবেগ শান্ত হয় নাই। সে হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিয়া উহাদিগকে পুনরায় সেই প্রকোষ্ঠে অপেক্ষা করিতে বলিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই তথায় আসিয়া মহারাজকে সম্বোধন করিয়া কহিল—

"মহারাজ, আমার আর রাজত্বে কাজ নাই। আমি স্ত্রীলোক। রাজ্য চিন্তা আমার পক্ষে বড়ই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।"

মন্ত্রী তখন বার বার রাণীর শরীরের অসুখের

কথা কহিতে লাগিল—"এদিন শিরঃপীড়া হইয়াছিল, ও দিন ভ্রমি হইয়াছিল, সেদিন মূর্চ্ছা হইয়াছিল, আজিও তো দেখিলেন" ইত্যাদি।

রাজা বলিলেন—

"রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারি না।"

অমনি রাধগুপ্ত ঘুলিয়া উঠিলেন—

"তবে আপনি প্রধান মন্ত্রী হইয়া আমায় অব্যাহতি দিন।"

"রাধগুপ্ত থাকিতে অন্য কেহ মন্ত্রী—"

রাণী বলিলেন—

"তবে এই গোলযোগের সময় আপনি সেনাপতি হন।"

রাজা বলিলেন—

"সেই ভাল। আমি নগরবাসীদিগকে শান্ত করিয়া তক্ষশিলায় যাত্রা করিব। যাবৎ না ফিরিয়া আসি তোমরা যেমন রাজ্য করিতেছিলে তেমনি রাজ্য কর।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

( ১ )

স্বামী বন্দী হওয়ার সংবাদ পাইয়া অবধি কাঞ্চনের মনের স্ফূর্ত্তি ছিল না। তাঁহার যাহা নিত্যকর্ম্ম ছিল, তাহা তিনি করিতেন,—কেবলমাত্র অভ্যাসের গুণে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বড় একটা উৎসাহ ছিল না। নিত্য সজ্ঘ-ভোজন করাইতেন, নিত্য দীন দরিদ্রদিগকে অন্নবস্ত্র দিতেন, নিত্য রোগীদের সেবা করিতেন, নিত্য ঔষধ বিতরণ করিতেন, সমস্ত কেবল অভ্যাসের গুণে। ক্রমে দেখিলেন তাহাতে তাঁহার কাজ ভাল হয় না। এক দিন সজ্ঘ-ভোজনে পরিবেশন করিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে পায়স দিয়া ফেলিলেন; একদিন একজন রোগীকে ঔষধ সেবন করাইয়া আসিলেন, পরদিন পথ্য দিতে

হইবে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে পথ্যের কথা তাঁহার মনে পড়িল না। মনে পড়িলেই দৌড়িয়া গেলেন, গিয়া দেখেন রোগী অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়াছে। এক দিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের জন্য কিছু খাবার লইয়া যাইতে যাইতে এক পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন। মনে হইল, একদিন কুণাল ও তিনি এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন; আবার সেই পূর্ব্ব কাহিনী মনে পড়িয়া গেল, গয়াশীর্ষ পর্ব্বতের বাঘ শীকার হইতে সকল কথা মনে পড়িল। দাঁড়াইয়া এক মনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন—আত্ম-চিন্তায় মগ্ন হইয়া উঠিলেন, খাবার গুলি চিলে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

কাঞ্চন দেখিলেন, এরূপ মনে গৃহে বাস আর সঙ্গত নয়। যে কাজে উৎসাহ নাই সে কাজ করিতে নাই। যেখানে থাকিলে মনের স্ফূর্ত্তি হয় না, সেখানে থাকিতে নাই। সাত পাঁচ ভাবিয়া কাঞ্চন গৃহত্যাগ করিলেন। একদিন ঘোরা দ্বিপ্রহরা

নিবিড়-গাঢ় তমস্বিনী রাত্রিতে পতি-অন্বেষিণী কাঞ্চন-মালা আপন কুটীরে বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিলেন; শাক্য ভিক্ষুকী সাজিলেন। রক্তবস্ত্র পরিধান করিলেন, স্বহস্তে আপাদলুণ্ঠিত কেশরাশি ছেদন করিলেন। কত গুলা ধূলা কাদা মাখিয়া সে তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভ বর্ণের হীনতা সম্পাদন করিলেন। ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধকে প্রণাম করিলেন; ধীরে ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন; করিয়া অনন্ত পিচ্ছিল অন্ধকার সমুদ্রে একাকিনী ঝাঁপ দিলেন।

( ২ )

পাটলীপুত্র হইতে তক্ষশিলা যে অনেক দূর। একখানি চিঠী আসিতে এক মাস লাগে; একা কাঞ্চন এতদূর কি করিয়া যাইবে? কিন্তু কাঞ্চন ঋষিকন্যা, পর্ব্বত তাহার জন্মভূমি; সে রাজপুরীর সুখকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে। রাজ-পুরীতে পাখীরা প্রাণ খুলিয়া গান গাইতে পারে না। যে বায়ু পর্ব্বত-শীর্ষে প্রাণ প্রফুল্ল করিয়া দেয়, সে বায়ু রাজবাড়ীতে পাওয়া যায় না। রাজ-বাড়ীতে প্রাণ খুলিয়া কথা কহারই যো নাই; সুতরাং কাঞ্চনের পক্ষে রাজ-বাড়ীই কষ্টকর, পথশ্রম তাহার পক্ষে কষ্টকর নহে। কিন্তু এবার পথ চলিতে গিয়া কাঞ্চন বুঝিতে পারিল যে, সেকালের পথ চলায় আর একালের পথ চলায় অনেক তফাৎ। এখন ভাবনার ভারে মন পীড়িত, পথ যেন বড় লম্বা বলিয়া

বোধ হইতে লাগিল। পা যেন উঠিতেছে না বোধ হইতে লাগিল। তিনি অন্য লোক অপেক্ষা অনেক দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার মন উঠিল না। পাছে রাজ-পথে কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে তিনি সে পথে গেলেন না। রাজপথ বাঁকিয়া গিয়াছে, মগধ সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত প্রধান নগরগুলি ঐ একটী রাস্তার ধারে, সুতরাং সে পথে যাইতে গেলে অনেক দেরি হইবে ভাবিয়া কাঞ্চন গ্রাম্য পথ আশ্রয় করিলেন। কখন মাঠের উপর দিয়া, কখন বনের মধ্য দিয়া, কখন গ্রামের ভিতর দিয়া, কখন বড় বড় নদী সন্তরণ করিয়া, পতি-গতপ্রাণা পতির অন্বেষণে গমন করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে পতির রূপ অঙ্কিত, পতির ভাবনায় পথের ক্লেশ অনুভব হইল না। এক দিন সরযূতীরে বহু সংখ্যক লোক সংগ্রহ হইল, দেখিল, মধ্যাহ্ন সূর্য্য-কিরণে দীপ্যমান মূর্ত্তি দেবতা বা গন্ধর্ব্ব বা বিদ্যা-ধর সকলের সম্মুখে সরযূ জলে ঝাঁপ দিল; সরযূ

তখন উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-পরিপ্লুত মৃত্যুর দন্তাবলীর মত বন্ধুর। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িল, কেহ কেহ নৌকা লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ যাইবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু সে দেব না মানুষ হাত তুলিয়া বারণ করিল এবং "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি" "সংঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি," "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বলিতে বলিতে বক্ষোভরে উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া অবিরল ঘূর্ণ্যমাণ হস্তদ্বয়ের দ্বারা নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া অল্প ক্ষণেই নদীর অপর পারে পঁহুছিল। তাহার পর সেই আর্দ্র বস্ত্রে পুনরায় ভ্রমণ করিতে লাগিল।

( ৩ )

এক দিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় অহিচ্ছত্রের লোক সহসা জাগরিত হইয়া শুনিল, স্বরলহরীতে আকাশ পাতাল পরিপূর্ণ করিয়া গাথা গান করিতে করিতে কে রাজপথের মধ্য দিয়া যাইতেছে। কেহ বলিল নগরের অধিষ্ঠাত্রী, কেহ বলিল বিদ্যাধরী।

আর এক দিন সন্ধ্যার সময় মদিপুরার লোকে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর চারিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মহা কোলাহল করিতেছে, একটী বালক জলে ডুবিয়া গিয়াছে কেহ তুলিতে পারিতেছে না। তাহার পিতামাতা হাত পা আছড়াইয়া কাঁদিতেছে। কেহ সান্ত্বনা করিতেছে, কেহ ক্রন্দন করিতেছে, কেহ ডুবরি ডাকিতে যাইতেছে। এমন সময়ে সহসা আশ্চর্য্য হইয়া তাহারা দেখিল, জয় ধর্ম্ম জয় সংঙ্ঘ জয় বুদ্ধ ধ্বনি করিয়া এক রক্তাম্বরীদেবী

আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কাহাকে কোন কথা বলিলেন না, জলমধ্যে ঝাঁপ দিলেন, ডুবিলেন, কিয়ৎ পরে জল যেমন ছিল তেমনি হইল। তাহার গর্ভে যে দুইটা মানুষ আছে তাহার কোন চিহ্ন রহিল না। সকলে ভাবিল কোন যক্ষ বালককে লইয়া পাতালপুরী প্রবেশ করিল। ওমা !! অল্প ক্ষণে বালক কোলে দেবী জলোপরি ভাসমান হইলেন, বালক মূর্চ্ছিত অচেতন। তাহার বাপ মা দৌড়িয়া বালক কোলে লইতে আসিল। দেবী দুই পা ধরিয়া বালককে ঘুরাইতে লাগিলেন, লোকে বিস্মিত হইল; পিতা মাতা ব্যাকুল হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিতে গেল; কিন্তু মানুষের সাধ্য কি দেবীর বল রোধ করিতে পারে? কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দেবী মাতার ক্রোড়ে সন্তান দিলেন। সন্তান মাতৃ-ক্রোড়ে হাসিতে লাগিল। সকল লোকে ছেলের মা বাপের জন্য আহ্লাদ করিতে লাগিল। এ দিকে দেবীও অন্তর্হিতা হইলেন।

( ৪ )

ক্রমে কাঞ্চনমালা মাণিক্যালা আসিয়া পৌঁছি-লেন। মাণিক্যালা পার হইয়াই বিদ্রোহী দেশ। কাঞ্চন মাণিক্যালার প্রধান মঠে একরাত্রি অবস্থান করিলেন। সমস্ত দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন; এবং প্রাতঃকালে ধর্ম্ম সঙ্ঘ ও বুদ্ধের নাম স্মরণ করিয়া নির্ভীকচিত্তে বিদ্রোহী রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই তিন দিন নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে শতদ্রু নদী পার হইয়া তিন চারি ক্রোশ যাইয়া তিনি দেখিলেন, এক স্থানে বহু সংখ্যক সেনা সমবেত হইয়াছে। কাঞ্চনমালা সৈন্য দেখিয়া অন্য পথে যাইবার উদ্‌যোগ করিলেন, কিয়ৎ দূর গিয়া ক্রমে শাল বনে প্রবেশ করিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, দেখিলেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল গাছ যাহার

মধ্যে সূর্য্য রশ্মি কখন প্রবেশ করিতে পায় না। সেই নিবিড় অন্ধকার মধ্যে দেখিলেন কোথাও কতক গুলা কম্বল পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও কতক গুলা ভাঙ্গা ডাল পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও কতক গুলা ভাঙ্গা হাঁড়ি রহিয়াছে, কোথাও কতকগুলা কাঠ রাশি করা রহিয়াছে; কিন্তু সব ঝোপের মধ্যে লুকান; কোথায়ও একটী মনুষ্য নাই। চারি দিক চাহিয়া দেখিলেন কোথাও একটী মনুষ্য নাই। পশ্চাৎ ভাগে অনেক দূরে বোধ হইল একটা কি আসিতেছে, ঠিক স্থির করিয়া বুঝিতে পারিলেন না মানুষ কি জানোয়ার। তিনি সত্বর পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়ৎ দূর গেলেই একটা বিকট ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখিলেন কএকজন প্রকাণ্ডকায় অশ্বারোহী কতক গুলি গুনে গোরু বেড়িয়া আসিতেছে, দেখিতে পাইয়াই তিনি বৃক্ষান্তরাল দিয়া যাইতে লাগিলেন। আবার সমস্ত বন ভূমি কম্পিত করিয়া ভীষণ সিংহ-

২০৯

নাদ হইল ; আর প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে দুইটী একটী, তিনটী করিয়া বহু সংখ্যক লোকে কানন ব্যাপ্ত হইল। কাঞ্চন যে দিকে চাহেন, দেখেন রণবেশ। ব্রাহ্মণ সেনা, প্রকাণ্ড বলবান, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান, অপরিষ্কার শরীর ; কাহার যজ্ঞোপবীত আছে, কাহার নাই। বৃক্ষ হইতে ভূমিতে পড়িয়া সকলে অশ্বারোহীদিগের প্রতি ধাবিত হইল, বোধ হয় অশ্বারোহিগণ ইহাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল। দেখিয়া কাঞ্চন রক্তাম্বরখানি বিলক্ষণ রূপে মুড়ি দিয়া একটী বৃক্ষের দুইটী শিকড়ের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু বহু সংখ্যক দুষ্টস্বভাব সৈনিক বৃক্ষের উপর হইতে অসামান্য রূপ-লাবণ্য-বতী একটী রমণীকে কাননমধ্যে একাকী দেখিয়াছিল। দেখিয়া অনেকের মনে অনেক প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু কি করে ? অশ্বারোহিগণ প্রত্যাবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবার নিষেধ ছিল। সুতরাং এতক্ষণ তাহারা কিছুই

করিতে পারে নাই। এক্ষণে তাহারা সুন্দরী কোথায় গেল, খোঁজ করিতে আরম্ভ করিতে লাগিল। অধিক ক্ষণ খুঁজিতে হইল না। সন্ধান করিয়া, সন্ধান করিয়া, বৃক্ষমূলে রক্তাম্বর দেখিয়া তদভিমুখে সাত আট জন ধাবিত হইল। যখন কাঞ্চন দেখিলেন, লুকান আর থাকা গেল না, তখন তিনি সত্বর বৃক্ষারোহণ করিলেন। বৃক্ষের শাখায় দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সৈনিকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি পতি-অন্বেষণে বহুদূর হইতে আসিতেছি, আমার পতি তক্ষশিলায় বন্দী আছেন, আমি তথায় যাইব, আমায় বাধা দিও না।

একজন সৈনিক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিল, ততদূর যাইতে হইবে না, এই স্থানেই পতি লাভ করিবে। আর একজন বলিল, পতির অন্বেষণে না উপ-পতির? দুই, তিন জন সত্বর বৃক্ষ আরোহণ করিতে লাগিল; কাঞ্চন বলিল, বৃক্ষে উঠিও না, এক পদাঘাতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিব। সকলে হাস্য

করিয়া উঠিল, কিন্তু যে সর্ব্বাপেক্ষা উহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, তিনি উহাকে এমন দারুণ পদা· ঘাত করিলেন যে সে রক্ত বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। তখন সকলে ভয়ে অভিভূত হইয়া সত্বর বৃক্ষ হইতে নামিয়া পড়িল। বহু সংখ্যক লোক বৃক্ষতলে সমবেত হইল। তখন সকলে কি করা যায় পরামর্শ করিতে লাগিল, আর কাহার সাহস হইল না যে বৃক্ষে আরোহণ করে। কেহ বলিতে লাগিল প্রেতিনী, কেহ বলিল দেবী, কেহ বলিল উহাকে ছাড়িয়া দাও, কেহ বলিল ও পতি অন্বেষণে আসিয়াছে উহাকে দুই একটা পতি দিয়া দিতে হইবে। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে দৃষ্ট হইল দূরে সংগৃহীত কাষ্ঠ কম্বলাদি জ্বলিয়া উঠিল, অগ্নি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া যেন বনরাশিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। হঠাৎ অগাধ ধূমরাশিতে কাননাভ্যন্তর গাঢ়তর অন্ধকার হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে যে স্থানে অশ্বারোহিগণ

সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর খাদ্যরাশি সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার সন্নিকটে প্রচণ্ড পাবক রাশি পরিদৃশ্যমান হইল। সেনাপতি বারম্বার তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিলেন; বোধ হইতে লাগিল যেন অগ্নিদেব, সৈনিকদিগের প্রাণভূত অন্নরাশি গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। তখন বৃক্ষতলস্থ সকলেই আহার্য্য দ্রব্যরাশি রক্ষা করিবার নিমিত্ত তদভিমুখে ধাবিত হইল। কেবল কাঞ্চন যাহাকে পদাঘাত করিয়াছিল, সে ও আর এক জন বিকটাকৃতি লোক বৃক্ষতলে বসিয়া রহিল, এবং ঘন ঘন বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাদের কি অভিসন্ধি ছিল বলিতে পারি না; কিন্তু যতদূর অনুমান করা যায় অভিসন্ধি ভাল ছিল না। কাঞ্চন একবার মনে করিলেন নামি, আবার ভাবিলেন, এরূপ দুর্দ্দান্ত লোকের হাতে পড়া ভাল নয়, ভাবিয়া তিনি বৃক্ষের উপরিভাগে আরোহণ করিতে লাগিলেন, এবং ইহাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার কিছু উপায়

আছে কিনা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাঞ্চনের উপায় ভগবান্ আপনি'করিয়া দিলেন। কাঞ্চন বৃক্ষোপরি উঠিয়া দেখিলেন, অরণ্যানী পরিবেষ্টন করিয়া বহু সংখ্যক অশ্বারোহী প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হইতেছে, সূর্য্য-কিরণে তাহাদের বর্ম্ম, উষ্ণীষ, কবচাদি জ্বলিতেছে; তীক্ষ্ণধার বর্ষার অগ্রে অপরাহ্ন-সূর্য্য-কিরণ-প্রতিফলিত, শীর্ণ, বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহারা ঘুরিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল এবং কাঞ্চন যে বৃক্ষে আছেন তাহার নিকট দিয়া ব্রাহ্মণ সেনার পশ্চাৎ ভাগে আক্রমণ করিল। যাইবার সময়ে একজন বৃক্ষতলস্থ যোধবেশী ব্রাহ্মণ সৈন্য দ্বয়ের পৃষ্ঠে বর্ষাঘাত করিল, তাহারা উভয়েই তরবারি নিষ্কাশন করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল; কিন্তু তিন চারিটি বর্ষার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া উভয়েই ধরাশায়ী হইল। ও দিকে ব্রাহ্মণসৈন্যগণ সম্মুখে প্রচণ্ড অগ্নি পশ্চাতে প্রচণ্ড অশ্বারোহী সৈন্য দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া

রহিল। কিন্তু তাহারা বীর—যুদ্ধে পরাজিত হইবার লোক নয়—অগ্নিদেবকে ঋক্ মন্ত্র পাঠ করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক সকলে সম্মুখ ফিরিয়া অশ্বারোহীদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। তখন অশ্বে অশ্বে, অশ্বে পদাতিকে, প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইতে লাগিল। কাঞ্চন উপর হইতে দেখিতেছিলেন। গাঢ় ধূমান্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু শুনিতে লাগিলেন হ্রেষারব করিয়া—অশ্ব পড়িতেছে, বিকট হুঙ্কার করিয়া—মনুষ্য মরিতেছে, অগ্নি মধ্যে মনুষ্যদেহ অশ্বদেহ পুড়িতেছে—কেহই পলাইতেছে না।

কাঞ্চন এ দৃশ্য অধিকক্ষণ দেখিতে পারিলেন না। তিনি চক্ষু ফিরাইলেন; দেখিলেন যে দুই জন লোকের ভয়ে—তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে পারেন নাই, তাহারা ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ হইল। তিনি সত্বর বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। আসিয়া দেখেন উভয়েই মুমূর্ষু; দেখিলেন বর্ষাফলক তাহার

বক্ষদেশে বিদ্ধ, পৃষ্ঠদেশ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার সামান্য মাত্র জ্ঞান আছে। কাঞ্চন নিকটবর্ত্তী হইলে, সে কষ্টে ক্ষীণ হস্ত যোড় করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল—দেবী ক্ষমা—তাহার আর কথা কহিতে হইল না। কাঞ্চন একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন যে প্রাণপক্ষী দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ের নিকট আসিয়া দেখিলেন, তাহার গাত্র হইতে বর্ষাফলক তুলিয়া লইলে সে বাঁচিতে পারে। তৎক্ষণাৎ কাঞ্চন ধীরে ধীরে বর্ষাফলক উত্তোলন করিলেন, প্রবল বেগে রক্তস্রোত ছুটিতে লাগিল। কাঞ্চন নিজ রক্তাম্বরের অঞ্চল ছিন্ন করিয়া ক্ষত মুখে অর্পণ করিলেন; সম্মুখে জল ছিল না, ক্ষত মুখে ধূলি-মুষ্টি প্রদান করিলেন এবং নিকটে যে সকল লতা পাতা ছিল তাহার রস নিঙড়াইয়া ক্ষত মুখে দিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অশ্বতর আরোহণ করিয়া এবং উষ্ট্র ও গর্দ্দভের পৃষ্ঠে কি কতক গুলা বোঝাই দিয়া কতকগুলা লোক তথায় আসিয়া

উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে এক জন আকার প্রকারে বোধ হইল দলাধিপতি। দেখিলেন দুইটা মানব মৃতপ্রায়; দেখিয়া দলস্থগণকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়া তথায় উপস্থিত রহিলেন। তখন কাঞ্চন কতকগুলা লতাপাতা সংগ্রহ করিয়া তাহার রস ক্ষতস্থানে দিতেছেন, সেও অশ্বতর হইতে অবতীর্ণ হইয়া গাধার বোঝা নামাইল এবং তাহার মধ্য হইতে কি কএকটী ঔষধ লইয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে দিল। তখন রোগীর চৈতন্য হইল, সে সম্মুখে কাঞ্চনমালাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি!" আগন্তুক কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি তোমার কে হন?" রোগী অমনি বলিয়া উঠিল, "আমি উঁহার পরম শত্রু।" আগন্তুক আবার কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসা করিল "শত্রুর সেবা করিতেছ কেন?" কাঞ্চন বলিল "উহার যন্ত্রণা দেখিয়া সে সব কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম।"

এই কথা শুনিয়া আগন্তুক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ

করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দুইবার বলিয়া উঠিল "গুরুদেব! গুরুদেব!" কাঞ্চন বলিল "তোমার গুরুদেব কে?" সে বলিল "জানি না তিনি কে। আমি পূর্ব্বে চণ্ডাল ছিলাম; তক্ষশীলা নগরে জল্লাদের কর্ম্ম করিতাম। একদিন শাসনকর্ত্তা আমাকে ও আর একজন জল্লাদকে এক নির্জ্জন ভূগর্ভস্থ ঘরে লইয়া গিয়া একজন ঋষির চক্ষু উৎপাটন করিতে বলিলেন। আমার সঙ্গী চক্ষু উৎপাটন করিল। কিন্তু আমি দেখিলাম ঋষি চক্ষু উৎপাটনে কিছু মাত্র কষ্ট অনুভব করিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—আজি আবার তোমার মুখে সেই কথা শুনিয়া তাঁহার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার পর কতবার তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু দুষ্ট ব্রাহ্মণেরা কোথায় যে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে খুঁজিয়া পাই নাই। তদবধি আমি আমার ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা করিয়া বেড়াই। এই যে

কয়েক জন লোক আসিয়াছিল ইহারা সকলেই চণ্ডাল, সকলেই আমার মতাবলম্বী হইয়াছে।"

কাঞ্চন যতক্ষণ চণ্ডালের কথা শুনিতেছিলেন তাঁহার মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছিল। এক একবার সেই দিনের স্বপ্নের কথা মনে হইতেছিল। তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইতেছিল যে এ কুণাল ভিন্ন আর কেহ নহে। চণ্ডালের কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন "মহোত্তর! তোমার গুরুদেবকে একবার দেখাইতে পার?" সে বলিল "দেখিতে পাইলে আমিই তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতাম।"

কাঞ্চন বলিল "তুমি আমার দুঃখে কাতর হইলে, তাই তোমায় বলিতেছি আমার স্বামী এই যুদ্ধে বন্দী হইয়াছেন। তিনি মহারাণীর সেনাপতি ছিলেন। তোমার গুরুদেবকে পাইলে আমার স্বামীর অন্ততঃ সন্ধান পাওয়া যায়। তোমার কথায় বোধ হইতেছে তিনিও পাটলীপুত্র হইতে আসিয়াছিলেন।"

এই সময়ে রোগী চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমরা দুই জনে আমার প্রাণ দিয়াছ, তোমাদের একটা কথা বলি। আমায় এক দিন (পার্শ্বে দেখাইয়া দিয়া) এই মৃত চণ্ডাল দুইটী চক্ষু দিয়া বাসুকীশীল পাঠাইয়াছিল। আমি আর কিছু জানি না। এই সকল জানি।"

তখন বৌদ্ধ চণ্ডাল হিন্দু চণ্ডালের কাছে গিয়া বলিল "হাঁ, হাঁ! এই সেই, এই চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিল।" বলিয়াই সে চণ্ডালের গাত্রবস্ত্র মধ্যে হস্ত পূরিয়া দিল; দিয়া কিছুই পাইল না; কেবল এক সঙ্কেতের মোহর পাইল। সে কাঞ্চনকে বলিল "চল গুরুদেবের সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিয়া দিব। কারাগৃহে যাইবার উপায় করিয়াছি। সেই কারায় তিনি নিশ্চয়ই আছেন।"

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

( ১ )

মোহর পাইয়া বৌদ্ধ চণ্ডাল যুদ্ধস্থলে গেল। তথায় স্বদলবলের উপর আহত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সৈন্যের শুশ্রূষার ভার দিয়া সে কাঞ্চনকে সঙ্গে লইয়া তক্ষশীলায় গমন করিল।

তক্ষশীলার অবস্থা এখন বড় শোচনীয়। অশোকের রাজ্য অনেক দিন লোপ হইয়াছে। বার বার যুদ্ধে নগরের বড় বড় পরিবার বিধবার পুরী হইয়া উঠিয়াছে। রাজবাড়ীতে লোক অতি অল্প। সমস্ত বিদ্রোহী পল্টন অশোক সেনাপতি হইয়া আসিতেছেন শুনিয়া, সীমাপ্রদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছে। নগররক্ষী সেনাও কেহ যুদ্ধের জন্য, কেহ লুঠের জন্য, নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে

তাহাদের উৎপাতে নগরবাসীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে। নগরের বড় লোকে ছোট লোকের উপর উৎপাত করিতেছে। ছোট লোকে এক যোট হইয়া বড় লোকের বাড়ী লুট করিতেছে, কোথাও শৃঙ্খলা নাই।

তাঁহারা দুই জনে অতি কষ্টে কারাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যদিও বিদ্রোহীদিগের জন্য কারাগৃহ, তথাপি তাহাতে অধিক পাহারা নাই। যাহাও দুই চারি জন আছে, তাহারা দ্বারের পার্শ্বে একটা ছোট ঘরে কি একটা গোলযোগ করিতেছে, বোধ হইল। কি যেন একটা ভাগ লইয়া গণ্ডগোল করিতেছে। বৌদ্ধ চণ্ডাল পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণ চণ্ডালের বেশ ধরিয়া গিয়াছে। গিয়া মোহর দেখাইল। একজন বাহিরে আসিয়া বলিল "কি চাও?" "রাজার হুকুম তামিল করিতে চাই।"

"আজ কয় জন?"

"তিন জন।"

"সব কটা একেবারে সারনা।"

"রাজার হুকুম।" তখন ভিতর হইতে এক জন বলিল "কিহে বাহিরে গোল করিতেছ, এখানকার কাজটা সারিয়া যাও না।"

"দাঁড়াও হে, সরকারী কাজ।"

"আর পাঁচ সাত দিনেই সরকারী কাজ বাহির হইবে। এই যোগে কিছু করে লও।"

তখন পাহারাওয়ালা এক থোলো চাবি লইয়া বলিল "আমরা আর ভিতরে যাইতে পারি না। তুমিও ত সরকারী চাকর—যাও চাবিটা আমাদের দিয়া যাইও।"

স্বচ্ছন্দে একজন অপরিচিত লোককে চাবি দিয়া শান্ত্রীরা লুঠের টাকা ভাগ করিতে বসিল। উহার সঙ্গে যে কাঞ্চনমালাও গেল তাহা দেখিলও না। উহারা দুইজনে প্রবেশ করিলে, কাঞ্চনমালা শিহরিয়া উঠিলেন—দেখিলেন ঘোর অন্ধকার—ছুঁচা ইঁদুর ও চামচিকার আড্ডা—দুই হাত অন্তরে বস্তু দেখা যায়

না। পথ দেখা যায় না। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দ্বার দেখিতে লাগিলেন। দ্বার দেখিয়াই চাবি খুঁজিয়া দ্বার খুলিলেন, দেখেন ঘরটী অতি ছোট ; একজন কষ্টে থাকিতে পারে। তাহার মধ্যে একটী লোক। ঘরে বিছানা নাই, খাবার জল নাই। কেবল কয়েদীর লোটাটী মাত্র রহিয়াছে। যাইবামাত্র কয়েদী বলিল "আমায় মারিয়া ফেল ; জল-তৃষ্ণায় প্রাণ যায়, একটু জল পর্য্যন্ত পাই না। যদি খুন করিতে হয় একেবারে কর না কেন ? দগ্ধাও কেন ?"

"কাঞ্চন বৌদ্ধ চণ্ডালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারাগারে এত কষ্ট ?"

কাঞ্চনের স্বরে কয়েদী একটু উন্মনা হইল। চণ্ডাল বলিল, "কয়েদী ভাই ! আমরা তোমাদের শত্রু নহি ; তোমাদের বন্ধু, আমরা বৌদ্ধ। সত্বর তোমাদের উদ্ধার করিব। বলিতে পার, কুণাল নামে রাজপুত্র কোথায় ?"

"কুণাল কোথায়? সর্ব্বপ্রথম তাহাকে বন্দী করিয়াছে। কোথায় কিরূপ অবস্থায় রাখিয়াছে জানি না, তিনি আছেন কি না তাহাও জানি না।"

'এখানে তোমরা কে কে আছ?"

"কেমন করিয়া জানিব? আমি এই ঘরে আছি এইমাত্র জানি। যখন বড় কষ্ট হয় এক একবার চীৎকার করি, পাশের ঘর হইতেও কে চীৎকার করে—ভ্যাঙ্গায় কি জবাব দেয় জানি না —মানুষের কথা শুনিতে পাই না—প্রাণ যায় যায় হইয়াছে।"

"তোমরা খাও কি?"

"আগে শান্ত্রীরা খাবার দিত, এখন সাত, আট দিন দেয় না। ঐ উচ্চে ছোট গবাক্ষটী দেখিতেছ, ঐ দিয়া কে দুইখানি করিয়া রুটী দেয়, কখন দিনে দেয় কখন রাত্রে দেয়, তাই খাই। জল পাই না, কখন ঘাম খাই, কখন

কখন প্রস্রাব খাইতে যাই, কিন্তু সে দুর্গন্ধে প্রাণ বাহির হয়।”

কাঞ্চন কহিল,—

“তবে ইহাদের একটু জল আনিয়া দিই।”

চণ্ডাল বলিল,—

“মা! এমন কর্ম্ম করিবেন না। আমিই ইহাদের উদ্ধার করিব।”

কয়েদী জিজ্ঞাসা করিল,—

“মা! আপনি স্ত্রীলোক? আপনি কে? মনে হয় পাটলীপুত্রে আমার পীড়ার সময় শিয়রে বসিয়া দুগ্ধ পান করাইতেন, স্বরে বোধ হয় আপনি সেই।”

“আমিও তোমার মত বিপদ্গ্রস্ত।”

কয়েদী বলিয়া উঠিল,—

“বুঝিয়াছি—কুণালের কথা জিজ্ঞাসা করাতেই বুঝিয়াছি, যখন আপনি আসিয়াছেন আমাদের নিশ্চয়ই উদ্ধার হইবে।”

চণ্ডাল তখন আপনি জল আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। 'যদি আসিতে না দেয়। বিশেষ একটুকু টের পাইলে ইহারা নিশ্চয় কাটিয়া ফেলিবে।

কয়েদীকে বলিল,—

"কেমন হে এখন তোমার গায়ে জোর আছে, আমাদের কিছু সাহায্য করিতে পারিবে?"

"জোর কি সবে সাত, আট দিনে যায়? এখনও উদ্ধারের ভরসা পাইলে দশ হস্তীর বল ধরিতে পারি। এখন কি করিতে হবে বল।"

"কারাগারের সব ঘরের দরজা খুলিয়া দিতে হইবে।"

"এখনি"—বলিয়াই কয়েদী হর্ষে জয়ধ্বনি করিল। অমনি পার্শ্বস্থ তিন চারিটী ঘর হইতে শব্দ হইল "জয়"।

শাস্ত্রীরা বলিয়া উঠিল,—

"শালারা আচ্ছা গোল করে।" বলিয়া আবার লুটের টাকা গণিতে বসিল।

( ২ )

একজনকে উদ্ধার করিয়া তিনজন হইল। আর একজনকে উদ্ধার করিয়া চারিজন হইল। ক্রমে পাঁচ ছয় সাত আট জন হইল। তখন চাবির থোলো ছিঁড়িয়া সকলের হাতে দেওয়া হইল, যে যে ঘর পাও খুলিয়া দাও। ক্রমে সেই গাঢ় অন্ধকার গৃহ সমূহ হইতে ১৫০ জন বৌদ্ধবীর বহির্গত হইল। তখন সমবেত কয়েদীগণ কাঞ্চনমালা দেবী তাহাদের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন জানিয়া আহ্লাদে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

শাস্ত্রীরা এখনও কি করিতেছিল, এবারকার জয়ধ্বনিতে তাহাদের বড় ভয় হইল। তাহারা বাহিরে আসিল, আসিয়া দেখিল সমস্ত কয়েদীরা ঘর খুলিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে দ্বারের দিকে আসিতেছে। তখন তাহারা প্রমাদ গণিয়া যাহা

সম্মুখে পাইল লইয়া পলায়ন করিল। কতক ভাগ হইয়াছিল, কতক হয় নাই, কতক লইতে পারিল, কতক পড়িয়া রহিল, শান্ত্রীরা পলায়ন করিল। তখন কাঞ্চন কয়েদীদিগকে আহার ও জল দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। সকলে শান্ত্রীদিগের ভাণ্ডার হইতে আহারীয় সংগ্রহ করিল। কাঞ্চন পাক করিয়া স্বহস্তে সমস্ত লোকদিগকে খাওয়াইলেন।

আহারান্তে তাহারা বিশ্রাম করিলে কাঞ্চন তাহাদের নিকট হইতে কুণালের সংবাদ সংগ্রহ করিতে গেলেন। কেহই সংবাদ বলিতে পারিল না।

কুণালকে কুঞ্জরকর্ণ রাণীর গুপ্ত আদেশ জানাইবার জন্য লইয়া গেল, তাহার পর আর তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কুণালের সংবাদ না পাওয়া গেলে সৈন্যেরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তখন নানা কৌশলে অসন্তুষ্ট সেনাপতি-

দিগকে কারারুদ্ধ করিল। কাহাকেও বলিল মহারাণীর আদেশ; কাহাকেও রাজসভা হইতে কারাগারে পাঠাইল; কাহাকেও যুদ্ধে জয় করিয়া কারারুদ্ধ করিল। এইরূপে কতক মারিয়া ফেলিয়াছে। অবশিষ্ট এই কারাগারে ছিল, কাঞ্চন দেবী উদ্ধার করিলেন।

কাঞ্চন স্বামীর কোন সন্ধান পাইলেন না। তিনি তখন কয়েদীদিগের মধ্য হইতে একজন উপযুক্ত লোকের হাতে উহাদিগের ভার দিলেন। বলিলেন,—

"আমি এই খানেই স্বামীর অন্বেষণের জন্য রহিলাম। তোমরা যেরূপে পার আত্মরক্ষা কর।"

তখন চণ্ডালের আদেশমত সকলে এক পরামর্শ করিল; তাহারা বলিল,—

"এখানে বসিয়া আত্মরক্ষা অসম্ভব; আইস আমরা আত্মরক্ষা না করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করি।"

কারাগার রাজবাটীর অতি সন্নিকট। তাহারা সকলে একত্রে একরাত্রের মধ্যে কারাগার হইতে রাজবাটী পর্য্যন্ত একটী প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ কাটিল। পরদিন প্রাতঃকালে ৫০ জন সুড়ঙ্গপথে রাজবাড়ীর উঠানে গিয়া উঠিল এবং আর ৫০ জন রাজ-বাড়ীর দ্বারদেশ আক্রমণ করিল। রক্ষী অধিক ছিল না, ত্বরায় রাজবাটী দখল হইয়া গেল, তখন কারাগার ত্যাগ করিয়া উহারা রাজবাটীতে বাস করিল। রাজবাটীর ভাণ্ডার উহাদের হস্তগত হইল। উহারা অশোকের নামে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। যাহারা চিরদিন গোলযোগে বড় বিরক্ত হইয়াছিল, তাহারা উহাদের সঙ্গে যোগ দিল।

অশোকের সৈন্যের মধ্যে যাহারা আশে পাশে লুটিয়া খাইতেছিল, তাহারা যোগ দিল। উহাদের অনেক লোক সহায় হইল। অল্প দিনের মধ্যে সংবাদ আসিল, অশোক কুঞ্জরকর্ণকে পরাজিত ও বন্দী

করিয়াছিলেন। সে কোথায় পলায়ন করিয়াছে তাহার অন্বেষণে অশোক রাজা একজন সৈন্য পাঠাইয়াছেন। বিদ্রোহীরা সেনাপতিশূন্য হইয়া পলাইয়া তক্ষশীলায় আসিতেছিল, দেখিল রাজবাটীতে ও দুর্গে অশোকের পতাকা তুলিতেছে। তাহারা নিরুপায় হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল। বিদ্রোহ নিবৃত্ত হইল।

বৌদ্ধ যে যেখানে ছিল, আসিয়া একত্রিত হইল। কেবল দুই জনের সন্ধান পাওয়া গেল না। কুণাল কোথায়, কেহ বলিতে পারিল না। আর যে প্রত্যহ কারাগারে রুটী ফেলিয়া যাইত তাহারও সন্ধান পাওয়া গেল না। কাঞ্চন হাসিতে হাসিতে একদিন বলিলেন যে, এ বৌদ্ধ চণ্ডালের কর্ম্ম।

সে বার বার বলিল,—

এরূপ কাজ করা আমার স্বপ্নের অগোচর।

সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইল। অশোক সসৈন্যে শীঘ্র তক্ষশীলা আসিবেন শুনা গেল। কিন্তু কাঞ্চনের মনের শান্তি হইল না। স্বামীর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। তিনি নানা উপায়ে, যে সকল গোপন স্থানে বন্দীভাবে থাকিবার সম্ভাবনা, তাহার এক তালিকা লইলেন এবং চণ্ডালকে সঙ্গে করিয়া নিজে সমস্ত স্থানে যাইতে আরম্ভ করিলেন। দুই এক জন প্রধান বৌদ্ধকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু কোথাও স্বামীর সন্ধান পাইলেন না।

এক দিন সন্ধ্যার সময়ে চণ্ডালের সহিত এক খণ্ড নিবিড় বনভূমির মধ্য দিয়া আসিতেছেন; চণ্ডালের সঙ্গে অনেক কথা কহিতেছেন, তাহাকে অনেক ইতিহাস, অনেক ধর্ম্মের কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে সহসা কাঞ্চন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। কাণ দুটী খাড়া করিয়া যেন এক মনে কি শুনিতে লাগিলেন।

চণ্ডাল জিজ্ঞাসা করিল,—

"কি ও ?"

কাঞ্চন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিয়া বলিলেন,—

"থাম।"

সে আশ্চর্য্য হইয়া কাঞ্চনের মুখ পানে চাহিয়া অনেকক্ষণ রহিল।

আধ ঘণ্টার পর কাঞ্চন বলিলেন,—

"কুণাল এই খানে আছেন।"

চণ্ডাল বলিল,—

"কেমন করিয়া জানিলে ?"

কাঞ্চন কহিলেন,—

"শুনিতেছ না সেই স্বর—ও যে আমি বেশ চিনি।"

"কই স্বর ?"

"শুনিতেছ না ? আমার কর্ণ ভরিয়া যাইতেছে, ও স্বর আমার বেশ জানা আছে ; এখনও শুনিতেছ

না? আমার শরীর শিথিল হইয়া আসিতেছে, আমি আর দাঁড়াইব না।"

"আইস" বলিয়া কাঞ্চনমালা স্বর লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগতি ধাবমান হইলেন। লতায়াজি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, কণ্টকরাশির মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুর ভয় তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া, কাঞ্চন বায়ুবেগে ধাবমান হইয়া এক কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং "এই আসিয়াছি নাথ!" বলিয়া লাফ দিয়া সেই কূপে পড়িলেন।

চণ্ডালও আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কূপের নিকটে গিয়া শুনিল "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি," "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি," সংঘং শরণং গচ্ছামি," শব্দ বাহির হইতেছে।

সে দেখিল কুণাল সর্ব্ব-ধর্ম্ম-মমতাবিপশ্চিৎ নামক সমাধিবলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিয়া-

ছেন। কাঞ্চনও কূপতলে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া মূর্চ্ছিতবৎ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন।

( ৩ )

তখন চণ্ডাল উভয়কে স্কন্ধে করিয়া কূপ হইতে উত্তোলন করিল। উভয়েই বাহ্যজ্ঞানশূন্য। অনেক ক্ষণ পরে কাঞ্চনের চৈতন্য হইল। কুণালের চৈতন্য হইল না। তিনি সমস্ত রাত্রি সেই অবস্থায় রহিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কেবল ধৰ্ম্ম সংঘ ও বুদ্ধের নাম বাহির হইতে লাগিল; প্রভাতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান জন্মিল। তিনি কাঞ্চনের স্পর্শ অনুভব করিলেন।

কুণাল বলিলেন,—

"কাঞ্চন! তুমি এতদূর কেমন করে আসিলে?"

কাঞ্চন উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি চাহিয়া দেখেন, কুণালের চক্ষুর বিবরে চক্ষু নাই। তিনি বলিলেন,—"একি?"

"কাঞ্চন, চক্ষু না থাকায়ই আমি সমাধি করিতে পারিয়াছি। নহিলে পারিতাম না।"

চণ্ডাল কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"নগরে গেলে হইত না?" তাহাতে কুণাল বলিলেন,—

"আর নগরে কাজ কি? আমি এইখানেই অবস্থান করিব। তাহাতে সমাধির বিঘ্ন হইবে না।"

তখন চণ্ডাল চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, লতা পাতায় কূপ ও তাহার চারিদিকে অতি সুন্দর স্থান হইয়াছে, কে যেন একখানি চন্দ্রাতপ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া সে আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

চণ্ডাল তখন নগর মধ্যে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য প্রস্থান করিল, কুণাল ও কাঞ্চন নানা কথায় সময় কাটাইতে লাগিলেন।

( ৪ )

ক্রমে দুইটী একটী করিয়া লোক সংগ্রহ হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত বৌদ্ধগণ আসিয়া জুটিল। অশোক রাজা রাত্রিতে তক্ষশীলায় আসিয়া পুত্রবধূর গুণে দেশে শান্তির আবির্ভাব দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আজি পুত্রের সমাধি সফল হইয়াছে শুনিয়া সমস্ত লোক জন সঙ্গে বন মধ্যে উপস্থিত হইলেন। কুণাল তখন উপদেশ দিতে লাগিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের অবদান সমূহের কথা বলিয়া সমবেত লোকসঙ্ঘকে মোহিনীমুগ্ধবৎ করিতে লাগিলেন।

রাজা অশোক অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে এই সুধাময় কথা শুনিতেছিলেন। পরে আর আনন্দ রাখিতে স্থান না পাইয়া বক্তৃতার সময়েই পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। কুণাল সাষ্টাঙ্গে

পিতাকে নমস্কার করিলেন। বহুকালের পর মিলনে উভয়েই কাঁদিতে লাগিলেন। তখন অশোক টের পাইলেন যে কুণালের চক্ষু নাই।

অশোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কুণাল, তোমার এ দশা কে করিল?"

কুণাল কোন কথা বলিলেন না। কেবল বলিলেন,—

"চক্ষু থাকিলে সমাধি হইত না।"

বনমধ্যে সকলে এইভাবে আছেন, এমন সময় কুঞ্জরকর্ণকে ধরিয়া কতকগুলি সৈন্য সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহারা অশোক রাজা এইখানে আছেন, শুনিয়া উহাকে লইয়া অশোক রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। হস্তে ও পদে শৃঙ্খলবদ্ধ, চারিজন সৈনিক উহাকে লইয়া অশোকের নিকট উপস্থিত করিল।

তিষ্যরক্ষা যে চক্ষু মর্দ্দন করিয়াছিল, তদ-

বধি রাজার মনটা অত্যন্ত সন্দেহাকুল ছিল। কাহার চক্ষু কে পাঠাইল ইত্যাদি। আজি তাঁহার চক্ষু ফুটিল, তিনি কুঞ্জরকর্ণকে রোষভরে বলিলেন,—

"নরাধম! তুই আমার পুত্রের চক্ষু উপড়াইয়াছিস্?"

তখন কুঞ্জরকর্ণ মিষ্ট মিষ্ট করিয়া রাজাকে বলিতে লাগিল—

"সেনাপতি অশোক! আমি তোমার হাতে আর দয়া প্রার্থনা করি না। তুমি যত দিন স্বধর্ম্মে ছিলে, আমি তোমার ভৃত্য ছিলাম। তুমি ধর্ম্মত্যাগ করিলে আমি তোমার শত্রু হইয়াছি। বিধিমতে তোমার শত্রুতা করিয়াছি। কখন বৌদ্ধদের সঙ্গে একটী সত্য কথা বলি নাই। আজি আমার শেষ দিন, আজি তোমার সঙ্গে সত্য কথা বলিব। ধর্ম্মের ভয়ে বলিব তাহা নহে; বিধর্ম্মীর কাছে মিথ্যা বলিব

তাহাতে আবার অধর্ম্ম কি? আমি সত্য বলিব, কারণ তাহাতে তোমার কষ্ট হইবে। যাহাকে তুমি এত ভালবাস, যাহাকে তুমি রাজেশ্বরী করিয়াছ, সে ভ্রষ্টা, সেই তোমার পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করাইয়াছে, সে বৌদ্ধ নহে সে হিন্দু। তোমার দীক্ষার সময়ে যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে সেই আমায় উদ্ধার করে, সেই আমায় বিদ্রোহী হইতে বলে, আমি কুণালের সঙ্গে যুদ্ধে বন্দী হইলে সেই বন্দিত্ব মোচন করিয়া আমায় রাজত্ব প্রদান করে। এখনও সে রাজ্যেশ্বরী; এখনও তোমার উপর হুকুম আনাইতে পারি যে, তুমি আমার শৃঙ্খল মোচন করিয়া তক্ষশীলায় রাজা করিবে, কিন্তু তাহার আর জ্ঞান নাই। সে এখন পাগল হইয়াছে, তাই পারি নাই। আমার লোক ফিরিয়া আসিয়াছে, নহিলে তুমি আমায় ধরিতেও পারিতে না। আমি এইখান হইতে গিয়া তোমার পাটলীপুত্রে যাওয়া বন্ধ করিতাম।”

এই সকল কথা শুনিয়া রাজা অবাক্ হইয়া রহিলেন, তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

কুঞ্জরকর্ণ তখন বলিল,—

"আমার প্রতি কি শাস্তি দিবে?"

"যত দিন তিষ্যরক্ষার অধিকার না যায়, তত দিন তোমায় ঐভাবে থাকিতে হইবে।"

"তবেই তুমি রাখিয়াছ। অদ্য তৃতীয় প্রহরে এ দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া যাইবে।"

বলিয়া সে রক্ষীদিগকে বলিল,—

"চল"। তাহারাও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহাকে লইয়া গিয়া এক গাছতলায় দাঁড় করাইল। তথায় ইষ্টদেবের নাম করিতে করিতে কুঞ্জরকর্ণ দেহত্যাগ করিল।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

## ( ১ )

সেই বন হইতেই অশোক রাজা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, অদ্য হইতে আমি নিজ রাজ্যভার গ্রহণ করিলাম। পরে তিনি কুণাল ও কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে করিয়া তক্ষশীলায় আসিলেন। কুণাল আর সংসারে প্রবেশ করিতে রাজী নহেন। রাজা বলিলেন "ভগবন্ বোধিসত্ত্ব, আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন ও সুভদ্রাঙ্গীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করুন।" কুণাল সম্মত হইলেন। তখন তক্ষশীলা শাসন ও রক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজা কতিপয় মাত্র বিশ্বস্ত সৈন্য ও কুণাল এবং কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া পাটলীপুত্রে প্রস্থান করিলেন।

( ৯ )

পাটলী-পুত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমেই তিষ্যরক্ষাকে বিচারালয়ে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বেই তিষ্যরক্ষা তথায় উপস্থিত হইল। আর সে বেশের পরিপাটী নাই, মাথায় এককালে চুল হইয়াছে, ছিন্নবস্ত্র মাত্র পরিধান। আসিয়াই রাজাকে বলিল,—

"তুমি আমার আসনে বসিও না।"

রাজা বলিলেন "দূর হ পাপিষ্ঠা!" তখন সে ঘুসা উঠাইয়া রাজাকে মারিতে গেল। রাজা প্রহরীদিগকে ধরিতে বলিলেন। তাহারা সাহস করিয়া ধরিতে পারিল না। তখন কাঞ্চন উঠিয়া তাহাকে ধরিলেন; সে কাঞ্চনের মুখের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া বলিল "মা! নমস্কার, তুমি আমার সংসার কেন ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? আমি তোমায়

কত খুঁজিয়াছি। কোথায় গিয়াছিলে?" বলিয়া কাঞ্চনের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

আবার সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া বলিল,—

"আমি ভ্রষ্টা না হইলে তুমিই বা রাজা হইতে কিরূপে? আর আমিই বা তোমায় ঠকাইয়া রাজ্যেশ্বরী হইতাম কি করিয়া? আমি কুঞ্জর-কর্ণকে বলিয়াছিলাম, তুই বিদ্রোহী হ, আমি তোকে টাকা দিব। পারিস ত এই কাছাখোলা বেটাদের তাড়াইয়া ব্রাহ্মণদের ধর্ম্ম বজায় করিব।"

রাজা বলিলেন,—

"আর শুনিতে চাহিনা। পাপীয়সি! ভণ্ডতপস্বি! তুই ক্রমাগত আমায় ঠকাইয়াছিস, তুই না আগে ভাগে বৌদ্ধ হইয়াছিলি? তাহার পর তুই আমার প্রিয় পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিস্। তোর মতলব কি জানি না। কিন্তু তোর

মতলব বদ ভিন্ন ভাল হইতে পারে না, তোরে কুকুর দিয়া খাওয়াইব, দূর হ আমার সম্মুখ থেকে।"

"আহা মরি মরি কি গানই গাইছ! আবার গাও। আমি রাজসিংহাসন তোমায় দিয়া যাইব।"

কুণালের কাছে গেল। কুণালের চিবুক ধরিয়া তুলিল—"কই বাছা, তোমার সে মণি দুটা কই?'

কে নিল নয়ন মণি
কহ কহ লো সজনি!

বড় যে আমায় দেখ্‌লেই চোখ্‌ লুকুতে? খুব হয়েছে। এমনি করে—এমনি করে—এমনি করে—এমনি করে—পায়ে পিষে ফেলেছি। কেমন· এখন একবার চাওত সোণার চাঁদ!" বলিয়া আবার কুণালের চক্ষে আঙুল পূরিয়া

দিতে গেল। সকলে যেমন ধরিতে আসিল, অমনি কুণালের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

রাজা উহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"নাপিতানি! কুঞ্জরকর্ণকে কি হুকুম দিয়াছিলে?"

"নাপিতানি? আমি রাজরাজেশ্বরী। আমি ত রাজ্যশুদ্ধ সব কলু করিয়া ফেলিয়াছিলাম! আমায় বলেন নাপিতানি!"

"না তুমি সাবিত্রী, অতি ধন্যা।"

"আমি সাবিত্রী নহি, আমি ভ্রষ্টা।"

কাঞ্চনমালা রাজাকে বলিলেন,—

"পিতঃ! ইনি এখন উন্মাদ—পাগল। আপনি ইহাঁকে কেন তিরস্কার করিতেছেন? ইহাঁকে শাস্তি দিলে কিছুই ফল হইবে না। আমার এক ভিক্ষা আছে; আপনি উঁহাকে আমার হাতে দিউন। আমি উঁহার উন্মাদ উপশম করিব ও ধর্ম্মপথে উঁহার মতি লওয়াইব।"

রাজা বলিলেন,

"তুমি পারিবে না।"

কাঞ্চন বলিলেন,—

"সে ভার আমার, আমি উঁহার-উদ্ধারের পথ করিব। না পারি আপনি রাজা আছেন।"

রাজা বলিলেন,—

"সেই ভাল, উন্মাদ উপশম হইলে, আমি উহার প্রাণদণ্ড করিব।"

"না মহারাজ, এ যাত্রা উঁহাকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

"এরূপ পাপিষ্ঠাকে ক্ষমা করিলে, শাস্তি কাহাকে দিব ?"

তিষ্যরক্ষা নৃত্য করিতে করিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিল,—

"নিজে গলায় দড়ি দিয়া মর।"

কাঞ্চন বলিল,—

"সে যাহা হউক মহারাজ, আমার স্বামীর চক্ষু

ইনি উৎপাটন করিয়াছেন, আমার স্বামী বোধিসত্ত্ব তিনি নালিশ করেন নাই। আমারই আবার অনুরোধ আপনি উহাকে ক্ষমা করুন। ধর্ম্ম থাকেন আমার স্বামী আবার চক্ষু পাইবেন।"

রাজা বলিলেন,—

"তবে তুমি নিতান্ত ছাড়িবে না, তবে লও, ও তোমার দাসী হইয়া থাকুক।"

রাজা এই কথা বলিলে কাঞ্চন তিষ্যরক্ষার হাত ধরিলেন, সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

( ৩ )

তিষ্যরক্ষা চলিয়া গেলে, রাজা উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, বাসুকিশীল হইতে বিজ্ঞানবিৎ আসিয়াছে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে আসিতে অনুমতি দিলেন। সে আসিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি কেন আসিয়াছ ?"

"আপনি বলিয়াছিলেন, অশোক রাজা হইলে আসিও, অনেক টাকা পাইবে। আমি সেই জন্য আসিয়াছি। আপনি আমায় এক লক্ষ টাকা দিন।"

"এত টাকা তুমি কি করিবে ?"

"কিছু লইয়া মরা মানুষ ফিরাইয়া আনার চেষ্টা করিব। আর কিছুতে স্ত্রীর গহনা গড়াইব।"

"আচ্ছা, আমি তোমায় এক লক্ষ টাকা দিব, আর তুমি যে আমায় আহাম্মক বলিয়া চৈতন্য দিয়াছিলে, তাহার জন্য তোমায় আমি আর এক লক্ষ টাকা দিব। আর তোমায় জিজ্ঞাসা করি তুমি যে অন্ধত্ব বিমোচন করিবার জন্য পরীক্ষা করিতেছিলে, তাহা সফল হইয়াছে ?"

"আমি একের চক্ষু অন্যের চক্ষে লাগাইয়া দিতে পারি। এখনও চক্ষু তৈয়ার করিতে পারি না।"

"আচ্ছা আর কাহারও চক্ষু লইয়া ঐ অন্ধের চক্ষুতে বসাইয়া দেও দেখি।"

কেহই আপন চক্ষু দিতে সম্মত হইল না। শেষ বৌদ্ধচণ্ডাল আপন গুরুর জন্য আপন চক্ষু উপড়াইয়া দিল। কুণাল বারণ করিলেন, সে শুনিল না। বিজ্ঞানবিৎও সেই চক্ষু কুণালের চক্ষু-কোটরে বসাইয়া দিলেন। কুণালের যেমন চক্ষু ছিল, আবার তেমনি চক্ষু হইল।

তিষ্যরক্ষা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—

"এই যে বাছার চক্ষু হইয়াছে—" বলিয়াই বেগে প্রস্থান—সকলে দেখিল তিষ্যরক্ষা শাক্য ভিক্ষুকী হইয়াছে।

কুণাল চক্ষু পাইয়াই চণ্ডালকে ডাকিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি যে চক্ষু দান করিলে তোমায় কোনরূপ কষ্ট হয় নাই ত?"

তখন চণ্ডাল আনুপূর্ব্বিক আপন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। রাজা শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শেষ সে বলিল,—

"যিনি আমার জ্ঞানচক্ষু দিয়াছেন তাঁহার জন্য চর্ম্মচক্ষু ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইলে, আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ আর নাই।"

এই সত্যকথা কহায় চণ্ডালের যেরূপ চক্ষু ছিল আবার সেইরূপ হইল।

স্বামীর চক্ষু হইয়াছে শুনিয়া কাঞ্চন দেখিতে আসিলেন। রাজা বলিলেন,—

"কাঞ্চন! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।"

কাঞ্চন লজ্জানম্রমুখে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

( ৪ )

তখন রাজা কুণালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুণাল! তুমি বোধিসত্ত্ব; তোমার 'উপকার আমার দ্বারা সম্ভবে না। তথাপি যদি তোমার কোন অভীষ্ট আমার দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে, বল আমি এখনই করিব।"

কুণাল বলিলেন,—

"মহারাজ! আপনি তাড়াইয়া দিলেও পুনরায় যে কার্য্যের জন্য এ রাজসংসারে আসা সেই কার্য্যটী করিয়া দেন।"

রাজা বলিলেন,—

"বল আমি এখনই করিব।"

কুণাল বলিলেন,—

"তবে ঘোষণা করিয়া দিন যে, বিশাল মগধ সাম্রাজ্যে অদ্যাবধি বৌদ্ধ ধর্ম্মই প্রচলিত হইবে।

এবং সাম্রাজ্যের বাহিরেও যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তক্ষশিলায় সদ্ধর্ম্ম প্রচার হয় নাই। আর আমায় তক্ষশিলার ধর্ম্মাধ্যক্ষ করিয়া দেন।”

রাজা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করিয়া দিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম মগধ সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম হইবে।

রাজা আপন পুত্রদিগকে, কাহাকেও সিংহলে কাহাকেও পারস্যে ধর্ম্ম প্রচারার্থ পাঠাইয়া দিলেন।

কুণালকে বলিলেন,—

“তোমায় পঞ্চনদের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও শাসনকর্ত্তা হইতে হইবে।”

কুণাল বলিলেন,—

“শাসনকর্ত্তৃত্ব আর কাহাকেও দেন।”

রাজা বলিলেন,—

“তবে কাঞ্চনের উপর সে ভার থাকুক, কাঞ্চন এবার তক্ষশিলা জয় করিয়াছে।”

কুণাল বলিলেন,—

"কাঞ্চনও সাংসারিক কার্য্য ভালবাসে না।" বলিয়া তিনি চণ্ডালের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

চণ্ডাল বলিল,—

"প্রভু! আমি নীচ জাতি, আমি গুরুর পদসেবা করিব, শাসনকার্য্য আমার জন্য নহে দয়াময়!"

রাজা তখন শাসনকার্য্যের ভার অন্য লোকের হস্তে প্রদান করিলেন।

( ৮ )

এই দিবস যে কার্য্য হইল, তাহার বলে এক হাজার বৎসর ভারত বৌদ্ধ ছিল। সমস্ত এসিয়া এই দিনের কার্য্যবলে বৌদ্ধধর্ম্ম আশ্রয় করে।

( ৬ )

শুনা গিয়াছে, তিষ্যরক্ষা কাঞ্চনের অনুগ্রহে আপনার ঋদ্ধিমতি নাম সার্থক করিয়াছিল।

সম্পূর্ণ।
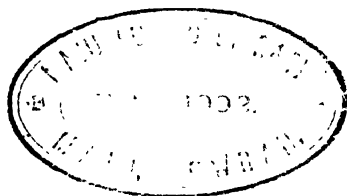
# বিপুল আয়োজনে বিরাট অনুষ্ঠান।

## আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালা।

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ" —"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীরই অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালা-দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কীর্ত্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্, সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি, কি এইরূপ সুলভে দেওয়া যায় না? অধুনা দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে—যায়, যদি কাট্‌তি অধিক হয় এবং মূল্যবান সংস্করণের মতই কাগজ ছাপা বাঁধাই প্রভৃতি সুচারু-সম্পন্ন হয়। কারণ এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; এ অবস্থায় 'আট-আনার গ্রন্থমালা' কেন চলিবে না?—সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা এই অভিনব চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বাঙ্গালা দেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ উদ্যম এই প্রথম। পাঠকপাঠিকা-গণের অনুগ্রহে আমাদের এই চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হইবে। প্রতিধ্বনি বলিতেছে—"হইবে!"

এই সিরিজের—

প্রথমগ্রন্থ—**অভাগী**

শ্রীজলধর সেন প্রণীত।

দ্বিতীয়গ্রন্থ—**ধর্ম্মপাল**

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

তৃতীয়গ্রন্থ—**পল্লীসমাজ**

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

চতুর্থগ্রন্থ—**কাঞ্চনমালা**

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত।

পঞ্চমগ্রন্থ—**বিবাহবিপ্লব** (যন্ত্রস্থ)

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।